বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

পাহাড়ী স্লোন

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী
SUVOM

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

পাহাড়ী স্লোন

কাজী মাহবুব হোসেন

ভ্যালেরি স্লোন পাহাড় ছেড়ে কোথাও যায়নি।
কিন্তু সে একজন স্লোন।
ফিলাডেলফিয়া থেকে তার পাওনা টাকা নিয়ে
সে টেনেসির পাহাড়ে ফিরছে।
কিন্তু টাকাগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে
ওর পিছু নিল নিষ্ঠুর খুনে ডাকাতের দল।
প্রমাণ হয়ে গেল কারও সাথে পাল্লা দিতে
সে ভয় পায় না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

পাহাড়ী স্লোন

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8119-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স : ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PAHADY SLOAN
A Western Novel
By: Qazi Mahbub Hussain

SUVOM

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

শ্রদ্ধেয় ভাই
কাজী আনোয়ার হোসেনকে—
স্নেহের কাজি মাহবুব হোসেন

ওয়েস্টার্ন

পাহাড়ী স্লোন

কাজী মাহবুব হোসেন

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

সাইলার্স বন্ডের মাথায় দিনের আলো ফুটতেই ভ্যালেরি স্লোন একটা কার্পেট-ব্যাগ আর রাইফেল নিয়ে টাকালাকি কোভের দিকে রওনা হলো।

'ভ্যালেরি,' পিছন থেকে তার মা বলল, 'শহরে যেতে হলে ওই রাইফেলটা রেখে তোমার কয়েকদিন সুঁই-সুতো নিয়ে বসা দরকার।

'তোমার "গোডিজ লেডিজ বুকস" দেখে ডিজাইন পছন্দ কোরে জামা তৈরি করা দরকার, নইলে তোমাকেই লজ্জা পেতে হবে। শহুরে জামা-কাপড় আমাদের মত নয়।'

শহরে ওদের কিছু টাকা পাওয়ার কথা। ভ্যালেরিকেই ওটা আনতে যেতে হবে। ওর বাবা পাহাড়ের ধারে তাদের ছোট্ট ফার্মে সংসার চালাবার জন্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কয়েক মাস আগেই মারা গেছে।

ভাইয়েরা বীভার শিকার করতে, অনেক পশ্চিমে, শাইনিঙ মাউন্টিন্‌সে গেছে। বাড়িতে কেবল ভ্যালেরি আর রহাইড। কিন্তু তার চাচা রহাইড একটা ভালুকের সাথে লড়ে এখন শয্যাশায়ী। ভালুকটা ওকে স্লোন বলে চিনতে পারেনি। কেবল ছুরি আর কুড়াল দিয়েই ওটাকে খতম করেছে রহাইড স্লোন। কিন্তু মরার আগে ভালুকটা খামচে আর কামড়ে তাকে এমনভাবে জখম করছে যে তার আর শহরে যাওয়ার মত অবস্থা নেই।

লম্বায় রাইফেলের থেকে ছোট থাকতেই ভ্যালেরি শিকার কোরে সংসারের মাংস জোগাড় করা শুরু করেছে। গত কয়েক বছর সে এত মাংস এনেছে যে কসাইয়ের কাছে ওকে বাড়তি মাংস বিক্রি করতে

হয়েছে। কিছু পয়সা হাতে আসতে শুরু হলে গোডিজ বই থেকে নতুন-নতুন পোশাকের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে ভ্যালেরি। কিন্তু ফাইটিঙ ক্রীক বা মিড্‌ল্ প্রঙে যেসব ছেলে থাকে, তাদের স্বপ্ন দেখে না—তার রুচি অন্যরকম। অবশ্য এর প্রধান কারণ রহাইড।

রহাইড তার বাবার ছোট ভাই। ছেলেবেলাতেই সে বাড়ি ছেড়ে শহরে যায়। অনেক জায়গায় ঘুরেছে, এবং সে কোথায় কি করেছে, কি দেখেছে—সব গল্পই ভ্যালেরি তার চাচার কাছে শুনেছে। রহাইড লম্বা, তিনটে ষাঁড়ের শক্তি ওর গায়ে, আর তার হাসিটা এত সরল আর সুন্দর, যে মেয়েরা ওর জন্যে পাগল। তবে, সহজে কারও ফাঁদে পা দেয়ার মানুষ সে নয়।

'এত তাড়ার কিছু নেই, ভ্যালেরি,' বলে সে, 'তুমি সুন্দরী, ফিগারও ভাল, যেকোন পুরুষের মাথা তুমি ঘুরিয়ে দিতে পারো। কিন্তু সবুর করো। আর পাঁচজন বিয়ে করছে বলে তোমাকেও বিয়ে করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বাইরের জীবন আমি দেখেছি। এখানে দুধ ঘুঁটে মাখন তুলে, আর নিড়ানি নেড়ে সারাটা জীবন কাটানোর চেয়ে ওই জীবন অনেক ভাল। কিন্তু সাবধান! ওসব ছেলেদের টের পেতে দিও না তুমি ভাল গুলি ছুঁড়তে পারো। ওরা পাঁচ ফুট লম্বা পুঁচকে মেয়ের কাছে হারা পছন্দ করবে না!'

'আমি পাঁচ ফুট তিন!' প্রতিবাদ করে ভ্যালেরি।

'সে যা'ই হোক, আমি যা বলি, কথাগুলো মনে রেখো। ভবিষ্যতে কাজে আসবে।'

ফিলাডেলফিয়ায় এত মানুষ দেখে অবাক হলো ভ্যালেরি। পৃথিবীতে এত লোক বাস করে, এটা তার কল্পনার বাইরে ছিল। স্টেজ থেকে নেমে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস কোরে পথের নির্দেশ জেনে নিল সে।

ভ্যালেরি যেখানে যাচ্ছে সেটা একটা বোর্ডিঙ হাউস্। ওটার মালিক মহিলা। মালিকের এক আত্মীয় ভ্যালেরিদের ওদিকেই পাহাড়ে থাকে। কোন যুবতী মেয়ের একা থাকার জন্যে ওটা নিরাপদ জায়গা। তবে

নিজের নিরাপত্তার জন্যে সে তেমন চিন্তায় নেই। একটা আরকেনসও (arkansas) টুথপিক (সরু, লম্বা ছুরি—দুই দিকই ধারাল) খাপে ভরা আছে ওর জামার ভিতর। চেরা পকেটে হাত ঢুকিয়ে দরকার হলে ওটা সহজেই বের করতে পারবে সে। তাছাড়া কার্পেট-ব্যাগে আছে দুটো পিস্তল। একটার ব্যারেল কেটে ছোট কোরে নেয়া হয়েছে।

বেশিরভাগ অবিবাহিত মানুষ, এবং কিছু বিবাহিত লোকও এইসব বোর্ডিঙ হাউসে খাওয়া-দাওয়া করে। রেস্টুরেন্ট, পয়সাওয়ালা লোকের জন্যে, বা বিশেষ উপলক্ষে সাধারণ মানুষের একটা সন্ধ্যা উপভোগ করার জন্যে। কিছু মানুষ আবার একখানে থাকে, কিন্তু অন্যখানে খায়।

ফিলিস মার্শের ওখানে থাকার কামরা বারোটা, কিন্তু খাবার টেবিলে চব্বিশজনের ব্যবস্থা আছে। সকালে নাস্তার সময়ে দু'বার কোরে টেবিল সাজানো হয়, কিন্তু দুপুরে কেবল একবার। কারণ বেশিরভাগ লোকই লাঞ্চ সাথে কোরে নিয়ে কাজে যায়। রাতে আবার দুই ব্যাচে খাওয়ানো হয় সবাইকে।

চিঠিতে ভ্যালেরি আগেই জানিয়েছে যে সে আসছে। তাই আগে থেকেই তার জন্যে কামরা খালি কোরে রেখেছিল ফিলিস। ভ্যালেরির জন্যে ওটা চমৎকার, বিলাসী একটা কামরা। জানালায় পর্দা ঝুলছে, মেঝেতে একটা রাগ্, একটা বিছানা, একটা চেয়ার—আর হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের ওপর একটা চিনামাটির গামলা, পাশেই পানির জগ।

প্রথমেই কামরায় ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে ভ্যালেরি দেখল, যেই লোকটা স্টেজ স্টেশন থেকে ওকে অনুসরণ করে এসেছে, সে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। একটা খবরের কাগজ পড়ার ভান করছে।

একটা মেয়ে যখন ইণ্ডিয়ান এলাকায় সারা জীবন পাহাড়ে শিকার কোরে বড় হয়, তখন ছোটখাট খুঁটিনাটি লক্ষ করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। স্টেজ থেকে নামার সময়ে সে খেয়াল করেছে, লোকটা ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু ভাব দেখাবার চেষ্টা করল; সে কাগজ পড়ছে। কিছুদূর এগিয়ে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, আড়চোখে চেয়ে ভ্যালেরি দেখল, লোকটা কাগজ ভাঁজ কোরে পিছু নিয়েছে।

ভ্যালেরি জানে সে সুন্দরী। সুন্দরী মেয়েদের দিকে পুরুষ কিভাবে তাকায়, তা বোঝার বয়স তার হয়েছে। ওর বয়স এখন সাড়ে ষোলো। জীবনে শিকারের পিছনে সে অনেক ঘুরেছে, সে যে নিজেই এখন শিকার, এটা বুঝতে তার কোন অসুবিধে হয়নি।

ভ্যালেরি ভেবে বের করার চেষ্টা করছে—লোকটা কেন তাকে অনুসরণ করছে। সে যে অবস্থাপন্ন নয়, তা যে কেউ ওকে একনজর দেখলেই বুঝতে পারবে। তাহলে লোকটা কেন তাকে অনুসরণ করছে?

উকিলের সাথে দেখা কোরে পাওনা টাকা বুঝে নেয়ার জন্যেই ভ্যালেরি ফিলাডেলফিয়ায় এসেছে। টাকার মোট পরিমাণটা বেশ মোটা। কিন্তু সেটা কে জানবে?

হয়তো কেউ মুখ খুলেছে। উকিল নিজে, অথবা তার কেরানি। বেশির ভাগ লোকই নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করতে, পেশাগত গোপনতা রক্ষা করার কথা ভুলে যায়।

ভ্যালেরিকে কারও অনুসরণ করার একটাই কারণ থাকতে পারে—লোকটা জানে মেয়েটা কেন ফিলাডেলফিয়ায় এসেছে, এবং সেটা সে ছিনিয়ে নিতে চায়।

আসার আগে ওখানকার লোকজন একটা যুবতী মেয়ের জন্যে শহরে যে কত রকম ফাঁদ থাকতে পারে, এ সম্পর্কে ভ্যালেরিকে সাবধান করেছে। অবশ্য ওসব নিয়ে ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই। সে টাকা নিতে এসেছে, প্রাপ্য টাকা নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে।

চমৎকার ভাবে সাজানো খাবার টেবিলে, ভ্যালেরিকে নিজের বাম পাশে বসিয়ে, উপস্থিত সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ফিলিস।

লম্বা একজন মহিলা বসেছে টেবিলের কোনায়। মাথার মাঝখানে সিঁথি করে চুল পাট কোরে আঁচড়ানো। দেখে মনে হয় জন্মের সময়েই তার মুখে কেউ তেতো কিছু দিয়েছিল। উল্টোপাশের মোটাসোটা

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকিয়ে, ছোট্ট একটা নড কোরে, আবার নিষ্ঠার সাথে খাওয়ায় মন দিল। পুরু গোঁফওয়ালা লোকটা তার পয়সা উসুল না কোরে ছাড়বে না। সাথে আশপাশের কয়েকজনেরটাও সে উসুল করবে। ওর পাশের লোকটার মাথায় চুল নেই, চিবুকে চোখা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। চেহারাটা আন্তরিক।

সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি শহরে কিছুদিন থাকবে?'

'না, আমার কাজ শেষ হলেই ফিরে যাব,' জানাল ভ্যালেরি।

কথায় কথায় ভ্যালেরি জানাল, কেন্ স্লোনের কনিষ্ঠ উত্তরাধিকারের জন্যে উইল কোরে রেখে যাওয়া টাকা দাবি করতেই সে এসেছে। 'পেনি অ্যাডভোকেট' কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেই উইলের কথাটা ওরা জেনেছে।

'ঘটনাটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকছে, মিসেস মার্শ,' ল্যাণ্ড লেইড়ির দিকে ফিরে মন্তব্য করল লোকটা। 'পেনি অ্যাডভোকেটের কাটতি খুব কম। পুরো ওয়াশিংটন স্টেট পার হয়ে ওটা টেনেসি পৌঁছানো—আমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে।'

'না, কাগজটা আমরা কিনে পড়িনি,' ব্যখ্যা করল ভ্যালেরি। 'ওটা, এক ফেরিওয়ালার থেকে কিছু জিনিস কিনে, মোড়ক হিসেবে আমাদের হাতে এসেছিল।'

লোকটা মুখ তুলে তাকাল। 'ওটা ঠিক তোমাদেরই হাতে পড়া নেহাত ভাগ্যের কথা। তুমি ওদের সাথে দেখা করেছ?'

'না, স্যার, আমি মাত্র শহরে পৌঁছেছি। অবশ্য আমরা চিঠিতে যোগাযোগ করেছিলাম—জবাবে ওরা জানাল, আমাকেই এসে পরিচয় প্রতিষ্ঠিত কোরে ওটা সংগ্রহ করতে হবে।'

'অবিশ্বাস্য!' মন্তব্য করল সে। 'অবশ্য এটা আমার কোন ব্যাপার নয়, তবু আমার কাছে পুরোটাই কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে। অবশ্য আইনের ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝি না। হয়তো ওদেরই উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করার ভার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওদের পেনি অ্যাডভোকেটের মত কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়ার অর্থই হচ্ছে ওটা

বেশি লোকের চোখে পড়ুক তা ওরা চায়নি। সন্দেহ নেই, তুমি যোগাযোগ করায় ওরা অবাক হয়েছে।'

এরপর কথার মোড় অন্যদিকে ফিরল। কিন্তু লোকটার মন্তব্য ভ্যালেরির মাথায় একটা সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে, এটা সে কাউকে জানাল না। হয়তো এটা তারই মনের ভুল। তবু, যতই ভাবছে, তার মনে হচ্ছে যেন এর ভিতর কিছু কারচুপি আছে। কিন্তু টাকাটা যদি তার ন্যায্য পাওনা হয়, তবে ওটা নিয়েই সে ফিরবে। ওদের পরিবারে অভাব-অনটন রয়েছে—টাকার মুখ ওরা অনেককাল দেখেনি।

কেন্ স্লোনের পক্ষ থেকে এতদিন পরে টাকা পাওয়া যাবে, এটাও একটা ধাঁধার ব্যাপার। লোকটা প্রায় দু'শো বছর আগে মারা গেছে। কেনের ছোট ভাই ক্লিঞ্চ মাউন্টিনসে সেট্‌ল্ করেছিল। ওর বংশধরদের ওখানে কঠিন আর বুনো বলে নাম আছে। দুষ্ট লোকে বলে, ওরা নাকি কারও হ্যাট পড়লেই লড়াই শুরু করে, এবং হ্যাটটাও নিজেরাই ফেলে। তবে, সবার মধ্যে ভ্যালেরিই কনিষ্ঠ।

সকালে নাস্তার সময়ে ফিলিস মার্শ ওকে সাবধান করল। 'ভ্যালেরি,' বলল সে, 'এই শহরটা ঠকবাজ আর চতুর লোকে ভরা। সরল মানুষকে ঠকিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয়ায় ওদের জুড়ি নেই।'

'আমার চিন্তা কি?' বলল ভ্যালেরি। 'তোমার টাকা আর স্টেজ ভাড়া দেয়ার পর আমার কাছে কোন টাকাই থাকবে না।'

বাড়ি ছেড়ে বেরোবার সময়ে ভ্যালেরি দেখল, টাকমাথা আলাপী লোকটাও বেরোচ্ছে।

'মিস স্লোন,' বলল সে, 'তুমি সাবধানে থেকো। যেচে কাউকে কোন কথা জানাতে যেয়ো না। আর সব থেকে বড় কথা, কাগজে কোন সই দিও না।'

'জ্বি, স্যার, ধন্যবাদ।'

খবরের কাগজ হাতে লোকটা রাস্তায় রাখা একটা বাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা হৃষ্টপুষ্ট। মাথায় ধূসর রঙের শক্ত হ্যাট।

রাস্তা ধরে এগোল ভ্যালেরি। একটু পরে লোকটা তার পিছু নিল।

দুই

বব হুইটনির অফিসটা বড় রাস্তা থেকে গলির ভিতর অল্পদূর যেতেই হাতের বাঁয়ে পড়ে। বোর্ডিঙ হাউসের সেই আলাপী ভদ্রলোক ভ্যালেরিকে জায়গাটা চিনিয়ে দিয়ে নিজের কাজে গেল।

ভ্যালেরির হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ। ভিতরে উল্ আর বোনার সরঞ্জাম। পিস্তলটাও ওই ব্যাগেই আছে। আরকেনসও টুথপিকটা কাপড়ের ভাঁজে হাতের কাছেই রয়েছে। চুলটা পোনি টেইল কোরে বাঁধা। চুলের জন্যে তার দু'পাশে আড়চোখের চাহনি ব্যাহত হোক, এটা শিকারি ভ্যালেরি চায় না।

হাতের দু'পাশেই বড় বড় চমৎকার সব দালান। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। রাস্তাটা ইঁটের। একটা দালান পার হওয়ার সময়ে পিতলের নেইম-প্লেইটে কতগুলো নাম ভ্যালেরির চোখে পড়ল। বিশেষ কোরে একটা নাম ওর কাছে যেন কিছুটা পরিচিত মনে হলো।

চ্যানট্রি অ্যাণ্ড চ্যানট্রি, লইয়ার।

মনে হচ্ছে ওই নামটা টেনেসিতে গল্পের আসরে শুনেছে সে।

বব হুইটনির অফিস খুঁজে বের করতে অসুবিধা হলো না। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ভ্যালেরি। কামরাটা ছোট। দুটো কাঠের শক্ত চেয়ার, একটা সোফা, আর একটা ছোট টেবিল রয়েছে ওখানে। টেবিলের পিছনে একটা লোক বসে আছে। ভিতরে ঢোকার সময়ে ওপাশের দরজাটা বন্ধ হওয়ার আগে একটা লোকের বুট আর নীল প্যান্টের কিছুটা অংশ এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেয়েছে ভ্যালেরি।

দেখে মনে হলো যে লোকটা ওকে অনুসরণ করছিল, এটাও সেই লোক। কিন্তু তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে লোকটা তার আগে এখানে কিভাবে পৌঁছবে? হয়তো ওটা অন্য কোন লোক হবে।

ডেস্কের পিছনে বসা লোকটার চুল কোঁকড়া, আর ধূর্ত চোখ। একটু উদ্ধত দৃষ্টিতে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কি চাই তোমার?'

'আমি মিস্টার হুইটনির সাথে দেখা করতে চাই। ওকে বলো, মিস্ স্লোন এসেছে।'

পুরো এক মিনিট লোকটা ঠায় বসে রইল। ওর মধ্যে নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারপর সে উঠল। 'স্লোন, না? তুমিই কি সেই হিলবিলি মেয়ে?'

'তুমি মিস্টার হুইটনিকে…'

'ছোট্ট একটুখানি মেয়ে, তাই না?'

'আমি যথেষ্ট বড়।'

লোভাতুর চোখে তাকাল লোকটা। 'হয়তো তাই। হ্যাঁ, ঠিক উপযুক্ত বয়েস!'

'মিস্টার হুইটনি কোথায়?'

অলস ভঙ্গিতে ঘুরে পিছনের দরজাটা খুলে সে বলল, 'একটা মেয়ে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে। নাম স্লোন।'

ভিতর থেকে চেয়ার ঠেলে সরানোর আওয়াজ এল। তরুণ লোকটা সরে দাঁড়াল। দরজায় বেঁটে আর ভারি গড়নের মাঝবয়সী একজন লোক এসে দাঁড়াল।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের কোরে হেসে সে বলল, 'মিস স্লোন? আমি বব হুইটনি। এসো, এসো, ভিতরে এসো।'

ভ্যালেরি ভিতরের কামরায় প্রবেশ করলে ওকে হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নিজের ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসল সে। 'ফিলাডেলফিয়ায় কি তুমি এই প্রথম এলে?'

'হ্যাঁ, স্যার, শহরে আসার সুযোগ আমাদের খুব কমই হয়।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' সব বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হুইটনি।

'আমি আমার টাকার ব্যাপারে এসেছি।'

'ওহ, নিশ্চয়! তুমি কে তার প্রমাণ তোমার কাছে আছে, মিস স্লোন? অর্থাৎ, তুমি যে কেন্ স্লোনের বংশধর, তার প্রমাণ?'

'তা আছে।'

'এটা বেশ মোটা টাকার ব্যাপার। অবশ্য এর কিছু খরচও আছে, আমার ফী, বিজ্ঞাপনের খরচ...'

কথাগুলো উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আবার সবক'টা দাঁত বের কোরে হাসল সে। 'কিন্তু আমি একি করছি? একজন সুন্দরী যুবতী মহিলা, ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম এসেছে, তার সাথে ব্যাবসার কথা বলছি! তোমাকে আগে শহরটা ঘুরিয়ে দেখানো দরকার। ব্যাবসার কথা পরে।'

'আমি এখনই কাজটা শেষ করে নিতে চাই। প্রয়োজনের বেশি এখানে থাকার ইচ্ছা আমার নেই। যত জলদি ফিরতে পারি ততই ভাল।'

'অবশ্যই তুমি তা চাইবে! কিন্তু আমি আতিথেয়তার খেলাপ করতে পারি না! তোমাকে আমাদের ভাল একটা রেস্টুরেন্টে আমি আপ্যায়িত করব। ওখানে অবসর মত আলাপ করা যাবে।'

'না।'

চমকে, ঠাণ্ডা চোখে ভ্যালেরির দিকে তাকাল উকিল। 'তুমি প্রত্যাখ্যান করছ? আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি তুমি সারাজীবন—'

'আমি কথাটা অশালীন ভাবে বলিনি, স্যার, কিন্তু আমার বিশ্বাস, হাতের কাজটাই আমাদের আগে সারা উচিত। আমার আবার পাহাড়ে ফিরতে হবে। আমি কেবল জানতে চাই আমার কত পাওনা আছে, আর টাকাটা পেতে হলে আমার কি কি করতে হবে। ব্যস।'

হুইটনি যে বিরক্ত হয়েছে, এটা তার মুখের ভাবে সুস্পষ্ট। লোকটা যে কি চায় তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু কাজের কথা পাড়ার কোন ইচ্ছা যে তার আপাতত নেই, এটা ঠিক।

অনেক রকম প্রশ্নই ভিড় জমাচ্ছে ভ্যালেরির মাথায়। লোকটা দেরি

করছে কেন? সে কি সত্যিই আতিথেয়তা করতে চায়? নাকি শহরের চটক আর আমোদে ওর মাথা ঘুরিয়ে দিতে চায়? শহরের অনেককিছুই সে দেখেনি। কিন্তু যেটুকু দেখেছে, তাতেই বুঝেছে, এখানে সবাই নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত। ঢিলেমি কোরে নষ্ট করার মত সময় কারও নেই।

লোকটা কি ইচ্ছে কোরেই কাটতি কম এমন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল? বোর্ডিঙ হাউসের সেই ভদ্রলোকের সন্দেহই কি ঠিক? লোকটা তাকে ঠকাতে চায়?

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল হুইটনি। 'তুমি বলছ তোমার নাম স্লোন, তুমি টেনেসি থেকে এসেছ?'

'আমার নাম তুমি ভাল কোরেই জানো। টেনেসি থেকে তোমাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম।'

ইতস্তত করছে লোকটা। যেন কোন পথে এগোবে বুঝে উঠতে পারছে না। টাকা দেয়ার ইচ্ছাই যদি তার থাকত, তবে সরাসরি ভ্যালেরি কে সেটা নিশ্চিত কোরে পাওনা মিটিয়ে সই করিয়ে নিত। কিন্তু ব্যাপারটা এখন কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকছে।

'তুমি অ্যাডভোকেট কাগজটা টেনেসিতে কোথায় পেলে?'

'কাগজটা মোড়ক হিসেবে এক ফেরিওয়ালার থেকে পেয়েছিলাম। হয়তো বিজ্ঞাপনটা দেখে লোকটা ইচ্ছে কোরেই আমাদের জিনিসগুলো ওই কাগজে মুড়ে দিয়েছিল।'

'তা কেন করতে যাবে সে?'

'যেন আমরা পড়তে পারি। পাহাড়ে আমরা পড়ার জিনিস এত কম পাই, যে, যা পাই তাই পড়ি। সে জানত ওতে আমাদের পরিবারের খবর আছে।'

'তুমি যে ফেরিওয়ালার কথা বললে, তার নাম কি?'

'ওর নামটা কখনও জানা হয়নি। আমাদের ওদিককার কেউই হয়তো জানে না তার নাম কি, কোত্থেকে সে আসে, বা তার বয়স কত। লোকটা বন্দুক, ঘড়ি এসবও মেরামত করে। অবশ্য দেয়াল ঘড়ি যে আমাদের খুব কাজে আসে তা বলা ভুল হবে। একা থাকলে ওটার

শব্দ শুনতে ভাল লাগে, এই যা।'

'তাহলে তোমরা সময় কি কোরে বোঝো?'

'আমরা জানি আলো থাকলে দিন, আর অন্ধকার হলে রাত। এর বেশি কি দরকার?'

'নির্দিষ্ট সময়ে কারও সাথে দেখা করতে হলে কি করো?'

'কারও সাথে দেখা করতে চাইলে বাড়িতে বা মাঠে যেখানে সে কাজ করছে, সেখানে যাই। অন্যরাও তাই করে। একান্তই দেখা না হলে রবিবারের গির্জা তো আছেই।'

'কেউ যদি গির্জায় না যায়?'

'পাহাড়ে? ওখানে সবাই গির্জায় যায়। এমনকি নাস্তিক জর্জ হলিডেও যায়। আমরা লোকজনের সাথে দেখা করতে, গান, আর প্রীচারের কথা শুনতে যাই। জর্জ প্রীচারের কথা শুনে, পরে স্টোরে প্রীচারের সাথে ওসব নিয়ে তর্ক করতে পারবে বলে যায়।'

'ওরা কি বন্ধু?'

'নিশ্চয়। ওখানে সবাই জর্জকে পছন্দ করে। ওরা জোনাকে তিমির গিলে ফেলা নিয়ে একবার তর্কে নেমেছিল, শেষে প্রীচার প্রমাণ আনল, যে, এখনও এমন দু'জন লোক বেঁচে আছে, যারা তিমির পেটে গিয়েও ফিরে এসেছে।

'প্রীচার বলে জর্জ ভ্রান্ত পথে গেলেও, সে বাইবেল সম্পর্কে এত জানে যে এমন আরেকটা মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। সে বলে জর্জ আসলে একজন ভাল খ্রীষ্টান, ওর একটাই দোষ, তর্ক করতে ভালবাসে।'

'ওই ফেরিওয়ালা কি প্রায়ই তোমাদের ওখানে যায়?'

'প্রতি দু'তিনমাসে একবার আসে।'

'কেউ ডাকাতি কোরে ওর সব মাল নিয়ে যায় না?'

'ডাকাতি করবে কেন? ও তো আমাদের উপকারই করে। এমনকি ইণ্ডিয়ানরাও ওকে কিছু বলে না। তাছাড়া ওর কাছে একটা নিজের হাতে তৈরি বিরাট ছুরি আছে—ওটার ব্যবহারও সে জানে। ওইরকম

একটা ছুরির আমার খুব শখ। কিন্তু পিক দিয়েই আমাকে কাজ চালাতে হয়।'

'পিক?'

'আরেকনসও টুথপিক।' বলে উকিলের চেহারা দেখে বুঝল লোকটা বুঝতে পারেনি। 'ওটা এক ধরনের ছুরি।'

হুইটনি ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বোঝার চেষ্টা করছে ভ্যালেরি কি ধরনের মানুষ। এমন মেয়ে সে আর দেখেনি। প্রসঙ্গ পাল্টাল ভ্যালেরি।

'হ্যাঁ, ওই টাকা সম্পর্কে বলছি; আমি যেখানকার মানুষ, সেখানে সবাই টাকার ব্যাপারটা খুব গুরুত্বের চোখে দেখে। কেউ কারও কাছে ঋণী থাকলে সেটা তাকে সময় মত শোধ করতে হয়, কিংবা ব্যাখ্যা করতে হয় কেন দিতে পারবে না। তোমার কাছে আমার টাকা আছে। ওটা আমি চাই।'

'নিশ্চয়। তুমি অস্থির হয়ে উঠছ, কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক কিছু না।' ডেস্কের ওপর রাখা কাগজপত্র ঘেঁটে, একটা কাগজ বের করে ভ্যালেরির সামনে রাখল সে। ওটার ওপর ছোট ছোট অক্ষরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে। নিচে একটা দাগ দেখিয়ে সে আবার বলল, 'এইখানে সই করো। তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে।'

উকিলের দিকে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ভ্যালেরি বলল, 'মিস্টার হুইটনি, টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই সই করব না। এবং পুরো টাকা আমি একসাথে চাই। তুমি টাকা টেবিলের ওপর রাখো, আমিও সই করতে দেরি করব না।'

'আমি দুঃখিত, মিস স্লোন। তুমি সই করলে ঝামেলা তাড়াতাড়ি চুকবে। কিন্তু আগামীকালের আগে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বুঝতেই পারো, স্বভাবতই এত টাকা আমি ক্যাশে রাখি না।'

উঠে দাঁড়াল ভ্যালেরি। 'নিশ্চয়ই স্যার, আমি বুঝি। কাল সকালে আমি আবার আসব। তখন যেন টাকাটা এখানে হাজির থাকে। যদি টাকা, বা তোমাকে এখানে না পাই, তবে আমি টাকাটাকে ব্যাকট্র্যাক করা শুরু করব। টাকা যেপথে চলে, চিহ্ন রেখে যায়। ট্র্যাক করা, আর

পাঁচজনের মত আমিও জানি। ট্র্যাক কোরে ওটার উৎস জেনে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসব আমি। তখন আমার জানা থাকবে এটা ঠিক কত টাকার মামলা, আর কেনই বা তুমি আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছ।'

সেও উঠে দাঁড়াল। 'তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, মিস স্লোন। তোমার টাকা এখানে হাজির থাকবে। যাহোক'—ওর স্বরটা অত্যন্ত কঠিন হলো এবার—'তোমার কথার সুরটা আমার মোটেও ভাল ঠেকেনি। মনে রেখো তুমি এখন ফিলাডেলফিয়ায় আছ, পাহাড়ের জঙ্গলে নয়। সুতরাং, ভবিষ্যতে তোমার জিভটাকে সংযত রেখে কথা বোলো।'

'তুমি আমার টাকাটা তৈরি রেখো, তাহলে আর তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে না।'

রেগে উঠে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হুইটনি। শেষে বলল, 'আমি দুঃখিত, মিস স্লোন। প্রথম দেখাতেই আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক, এটা আমি চাইনি। তোমাকে চটানো, বা মিছে তোমাকে দেরি করাবার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই। তোমার শহরে থাকাটা আশা করেছিলাম আমি কিছুটা উপভোগ্য কোরে তুলতে পারব।'

'আমিও দুঃখিত,' বলল ভ্যালেরি। 'কাল সকালে আমি আবার এখানে আসব।'

মেয়েটা ভাবছে; সত্যিই তো! উকিল তাকে রেগে ওঠার মত কিছুই বলেনি। হয়তো সে'ই, বোর্ডিঙ হাউসের লোকটার কথায়, আর অনুসরণকারীর কথা ভেবে উৎকণ্ঠায় আছে বলে, মিছে দুশ্চিন্তা করছে।

তিন

ভ্যালেরি বেরিয়ে এসে দেখল অফিসের সেই রিসেপশনিস্ট লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। নির্লজ্জের মত ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে সে বলল, 'এসো, মিস স্লোন, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, ধন্যবাদ। আমার অনেক কাজ আছে, আমি একাই যাব।'

ভ্যালেরির দিকে চেয়ে বিচ্ছিরি একটা হাসি দিল সে। 'বুড়োর সাথে তোমার কেমন জমল? ওর থেকে সাবধান। কচি মেয়েদের ওপর কিন্তু ওর চোখ আছে।'

রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে গেল ভ্যালেরি। এত রেগেছে যে লোকটা পিছু নিয়েছে কিনা সেটাও দেখল না। কয়েকটা ব্লক পার হওয়ার পর পিছন ফিরে দেখল কেউ নেই।

চারপাশে চেয়ে দেখল পিতলের নেইম-প্লেইট আঁটা 'চ্যানট্রি অ্যাণ্ড চ্যানট্রি, লইয়ার্স' লেখা দালানটার সামনেই সে থেমেছে। কি ভেবে সোজা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল।

লম্বা করিডোরে দরজার পাশে বিভিন্ন অফিসের নাম লেখা। চ্যানট্রি লেখা দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল ভ্যালেরি। বাইরের কামরায় কেউ নেই। দুটো ডেস্ক আর কতগুলো চেয়ার, সব খালি। একপাশে চামড়ার সোফা সেট—যারা অপেক্ষা করবে, তাদের জন্যে। ভিতরের অফিসের দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে। ভিতর থেকে কাগজে কলম ঘষে লেখার খসখস শব্দ আসছে। সামনে এগিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ভ্যালেরি।

সাদা চুলওয়ালা একজন লোক ডেস্কের পিছনে বসে লিখছে। ওর

সামনে উঁচু কোরে স্তূপ করা একগাদা বই। একটা খোলা।

দরজাটা ফাঁক কোরে উঁকি দিতেই, লোকটা মুখ তুলে তাকাল। সরাসরি ভ্যালেরির চোখের ওপর পড়েছে তার চোখ। বিস্ময় ফুটে উঠল লোকটার চেহারায়, যেন যা দেখছে সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল সে, লোকটা খুব লম্বা। বয়সের তুলনায় শরীরের বাঁধুনি এখনও অটুট রয়েছে। 'ভিতরে এসো,' আন্তরিক স্বরে বলল সে। 'আমার ক্লার্ক মনে হয় বাড়ি চলে গেছে।' ডেস্কের পাশ দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এলো লোকটা। 'আমি হেনরি চ্যানট্রি।'

কামরার ভিতর দু'পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। 'আমি ভ্যালেরি স্লোন।'

ছোট্ট একটা নড কোরে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বোলে নিজের ডেস্কে ফিরল চ্যানট্রি। 'স্লোন, তাই বললে না? স্লোন?'

'হ্যাঁ, স্যার। এভাবে অবাধে ঢুকে এসে আমি লজ্জায় পড়েছি—কিন্তু বাইরের অফিসে কাউকে দেখলাম না। আপনার সাথে দেখা কোরে কিছু বুদ্ধি নেয়ার আশাতেই আমি এসেছি।'

'বসো, মিস স্লোন। ভ্যালেরি, তাই না? সুন্দর নাম!'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমরা পাহাড়ে থাকি। ওখানে নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'পাহাড়ে? নিশ্চয় টেনেসি?'

'হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে? ওহ, আমার উচ্চারণ!'

'মোটেও না, মিস স্লোন। অনেককাল আগে ওই নামের একজনকে আমি চিনতাম। সেও ছিল টেনেসির লোক।'

টেবিল থেকে কিছু কাগজপত্র গুছিয়ে সরিয়ে রাখল চ্যানট্রি। তারপর বইয়ের খোলা জায়গায় একটা চিহ্ন রেখে ওটা বন্ধ করল। 'লোকটা চমৎকার মানুষ ছিল। মহান লোক। ওর কারণেই আজ আমি এখানে। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো সে।'

'তার নামটা কি, স্যার?'

'জুবল স্লোন। কিংস মাউন্টিন যুদ্ধের সাথে আরও অনেক যুদ্ধই সে

লড়েছে।'

'সে আমারই দাদা ছিল, স্যার।'

হেনরি চ্যানট্রি চেয়ারে গা এলিয়ে আরাম কোরে বসল। সাদা চুল, আর শক্ত কাঠামোর লোকটা নিঃসন্দেহে সুদর্শন।

'তাহলে তো তোমাকে আমি ভ্যালেরি বলেই ডাকতে পারি, কি বলো?' চ্যানট্রির চেহারাটা গম্ভীর হলো। 'এখন বলো, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

সামনা-সামনি বসে পেনি অ্যাডভোকেট কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা থেকে শুরু কোরে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই সহজ কথায় বর্ণনা করল ভ্যালেরি।

'এই টাকাটা, এটা কার থেকে আসছে, তুমি জানো?'

'না, স্যার। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল টাকাটা কেন্ স্লোন পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য পাবে। মনে হয় উইলটা যে করেছে, আমাদের পরিবারকে সে বহুদিন থেকে জানে। কেন্ স্লোন প্রায় দু'শো বছর আগে মারা গেছে।'

'অদ্ভুত,' স্বীকার করল হেনরি, 'কিন্তু ইন্টারেস্টিঙ। খুব চমকপ্রদ। এই বব হুইটনি, লোকটা পেনি অ্যাডভোকেটে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার। অথচ, কেন্ স্লোনকে যারা চেনে, তারা সবাই জানে আমরা টেনেসি, আর, তার পশ্চিমে বসবাস করি।'

উঠে দাঁড়াল চ্যানট্রি। 'মিস স্লোন, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি। ফিলাডেলফিয়ায় তরুণী মেয়েদের রাতের বেলা একা চলাফেরা করা ভাল না। স্লোন হলেও না।'

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। পিছন থেকে একটা লোক নেমে এসে দরজা খুলে দিল।

'আগামীকাল তুমি যখন হুইটনির সাথে দেখা করতে যাবে, তোমার সাথে আমিও যাব। আমার মনে হয় না ওখানে কোন ঝামেলা হবে।'

*

বব হুইটনি তার ডেস্কে জমানো কাগজগুলোর দিকে চেয়ে বিরক্ত মুখে বসে আছে। ধূসর হ্যাট পরা ভারি আঁটসাঁট গড়নের লোকটাকে ঢুকতে দেখে সে মুখ তুলল।

'কি খবর, নেড?' বলল সে। 'আমি এখন ব্যস্ত!'

'এই কাজটা সফলভাবে শেষ করতে হলে তোমাকে আরও ব্যস্ত হতে হবে। আমার বুদ্ধি যদি নেও, তবে ওই হিলবিলি মেয়েটাকে দিয়ে যত জলদি সম্ভব কাগজ সই কিরয়ে নাও।'

'তোমার উপদেশ আমি কবে চেয়েছি?'

'চাওনি, কিন্তু মাঝেমাঝে নিলে তোমার উপকারই হত। ওই পাহাড়ী মেয়েটা বোকা নয়। সে অন্য উকিলের কাছে গেছিল।'

'কী? কার কাছে?'

'এখান থেকে বেরিয়ে মেয়েটা চ্যানট্রির অফিসে গেছিল। সোজা হেঁটে ভিতরে ঢুকল।'

'অসম্ভব!'

'ওটাই বিশ্বাস কোরে বসে থাকলে হয়তো তোমাকে জেলের ভাত খেতে হবে। বুড়ো চ্যানট্রি যে সোজা লোক নয়, তা তুমিও জানো, আমিও জানি।'

গোঁফের ওপর একটা আঙুল বুলাচ্ছে হুইটনি। রাগের চোখে একবার নেড কলিনসের দিকে তাকাল। মনেমনে গালি দিচ্ছে সে। সবই কত সহজ ছিল! ম্যাকমিলান পরিবারের কেউ বেঁচে নেই, টাকাটাও ওর হাতেই রয়েছে। বিধবা মহিলাও তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে মহিলাকে সে বুঝ-দিয়েছিল। আপ্রাণ চেষ্টা করার ভাব দেখিয়ে টাকাটা সে নিজের খুশি মত খরচ করতে পারত। বব স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ওই কাগজেরই একটা কপি সুদূর টেনেসিতে গিয়ে স্লোনদেরই হাতে পড়বে।

'চ্যানট্রি এই ধরনের কেস হাতে নেয় না,' অস্থির ভাবে বলল বব। 'আন্তর্জাতিক বা বড় কোন কেস ছাড়া অন্য কিছু সে করে না।

যাইহোক, মেয়েটা ওর দৃষ্টি কিভাবে আকর্ষণ করল?'

'জানি না। আমি দেখলাম এখান থেকে বেরিয়ে সোজা চ্যানট্রির অফিসে গিয়ে দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল।'

'এবং, হয়তো সাথে-সাথে বেরিয়েও এসেছে।'

'না, তা নয়। দেখলাম অনেকক্ষণ পর অফিস থেকে বেরিয়ে, একসাথেই দু'জনে চ্যানট্রির ঘোড়ার গাড়িতে উঠল। ওর কাছে উকিলের পেশাটা হচ্ছে অত্যন্ত সম্মানের কাজ। সে যদি টের পায় তুমি টালিবালি কিছু করছ, তোমাকে জেলে পুরেই ছাড়বে।'

'ওর কথা আর তোমার থেকে আমার জানতে হবে না—সবই আমি জানি।'

বব হুইটনি অস্বস্তি বোধ করছে, আর, একটু ভয়ও পেয়েছে। তবু, সে অসৎ কিছুই করেনি…এখনও। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল বব। ভাগ্য ভাল আগেই খবরটা পেয়েছে। 'ধন্যবাদ। কথাটা সোজা আমাকে জানিয়ে তুমি ভাল করেছ।'

হেনরি চ্যানট্রি সিভিল ওয়ারে অংশ নিয়েছিল। ১৮১২-র যুদ্ধের সময়ে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা ছিল। সুপ্রীম কোর্টের জাজ হিসেবে মনোনীত হলেও পদটা সে নেয়নি—নিজে ওকালতি করাই পছন্দ করে। খুব প্রভাবশালী লোক সে। টাকা-পয়সার সাথে তার ক্ষমতাও প্রচুর, এবং ক্ষমতা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় এটা সে জানে।

নেড কলিনসের কথাই ঠিক। তোষামোদ কোরে, তেলিয়ে, মেয়েটাকে দিয়ে কাগজটা সই করিয়ে নেয়াই তার উচিত ছিল। ওর হাতে কিছু ক্যাশ ডলার ধরিয়ে দিলেই হত…হাজার হোক, মেয়েটা তো আর জানে না এটা কত টাকার ব্যাপার।

অবশ্য, সেটাই ছিল তার প্ল্যান। মেয়েটাকে নিয়ে একটা উঁচু দরের রেস্টুরেন্টে নিয়ে কয়েক গ্লাস মদ খাওয়ানোর পর কিছু সোনার মুদ্রা হাতে ধরিয়ে দিয়ে, 'পুরো টাকা বুঝিয়া পাইলাম' কথাটার নিচে সই করিয়ে নিতে চেয়েছিল। মেয়েটা প্রত্যাখ্যান করল।

তাকে প্রত্যাখ্যান করল! মেয়েটা নিজেকে কি ভাবে?

ধীরে-ধীরে অহংবোধ ভেদ কোরে সতর্কতা প্রবেশ করল ওর মনে। এটা ঠিক, চ্যানট্রি মেয়েটার জন্যে বেশি সময় দিতে পারবে না। মেয়েটাকে যত জলদি পাহাড়ে ফেরত পাঠানো যায়, ততই মঙ্গল।

বার্কলে যখন হঠাৎ মারা গেল, স্বামীর আইনগত কাজ-কারবার সামলাবার জন্যে তার বিধবা স্ত্রী, হুইটনিকেই নিয়োগ করল। ছোট হলেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ছিল বুড়োর। বেশিরভাগই জমি-জমার ব্যাপার। কিন্তু চট কোরে রাজি হয়ে গেল হুইটনি।

কাজ যা বাকি ছিল, সেগুলো বাঁধা নিয়মের কাজ। ছল-চাতুরির কোন সুযোগ ওখানে ছিল না। পরে ম্যাকমিলানের কাগজপত্রগুলো ওর হাতে এল।

বোঝা যায়, ধনী ম্যাকমিলান জীবনে যত রোজগার করেছে, তার মূলে ছিল কেন্ স্লোন। তাই উইল করার সময়ে একটা বিশেষ শর্ত রেখেছিল সে। যদি কোন সময়ে ম্যাকমিলান পরিবারে নিজের রক্তের উত্তরাধিকারী কেউ না থাকে, তবে সমস্ত সম্পত্তি কেন্ স্লোন রক্তের কনিষ্ঠ সদস্য পাবে। পরবর্তী ম্যাকমিলানরাও শর্তটা তাদের উইলে রেখেছিল।

সেইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় স্লোনদের খোঁজ পড়ল। বার্কলে মরার আগে খোঁজ নিয়ে টেনেসির কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্যে সবকিছু তৈরি কোরে রেখেছিল। বার্কলের বিধবা স্ত্রীর চাপে পড়ে হুইটনি বিজ্ঞাপন দিল বটে, কিন্তু চালাকি কোরে পেনি অ্যাডভোকেট কাগজে ওটা ছাপাল। বিজ্ঞাপনটা টেনেসিতে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুব কম।

ভ্যালেরি স্লোনের চিঠি পেয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো বব। এরই মধ্যে টাকাগুলো কোথায় কিভাবে খরচ করবে প্ল্যান করা শুরু করেছিল সে। হুইটনির আয় বছরে ছয় থেকে সাতশো ডলার। ১৮৪০-এর জন্যে ভাল আয়। আর, ম্যাকমিলানের পুরো সম্পত্তি বিক্রি কোরে পাঁচ হাজার ডলার পাওয়া গেছে। এর সাথে লোহার তৈরি ছোট একটা ধাঁধার বাক্সও আছে। অনেকগুলো ছোটছোট অংশ দিয়ে ওটা গড়া হয়েছে।

প্রত্যেকটা অংশ নড়িয়ে এক-ঘর সরানো যায়। প্রত্যেক অংশের ওপর আবার একটা কোরে চিহ্ন আঁকা। অনেক চেষ্টা কোরেও বব ওটা খুলতে পারেনি।

ওই বাক্সটার মধ্যে কি আছে জানে না হুইটনি। কিন্তু ক্যাশ যা আছে সেটাই তার সাত বছরের আয়ের চেয়েও বেশি। ওটা পাহাড়ী গেঁয়ো একটা মেয়ের হাতে তুলে দিতে সে রাজি নয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে টাকাটা যদি তাকে দিতেই হয়, তাহলে? চিন্তাযুক্ত মনে কিছুক্ষণ চোয়াল ঘসে, গোঁফের ওপর একটা আঙুল বুলাচ্ছে হুইটনি। টেনেসি অনেক দূর। হয়তো···হ্যাঁ, হয়তো···

সন্ধ্যায় ক্লাবের লাইব্রেরিতে ঢুকে চারপাশে তাকাল হেনরি চ্যানট্রি। পুরানো সদস্য কয়েকজনের সাথে চোখাচোখি হলে নড করল সে। ওদের সবাই ওর বহুদিনের চেনা। স্ত্রী বেঁচে থাকতে হেনরি তাকে নিয়ে প্রায়ই বাইরে রেস্টুরেন্টে খেত। কিন্তু এখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সব সময়ে বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকে।

কিন্তু ক্লাবটা ভিন্ন। এখানে তার স্ত্রীর কোন স্মৃতি নেই। এটা পুরুষদের, এবং শুধু পুরুষদের জন্যেই। এখানকার নিরিবিলি পরিবেশে একটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে সিগার হাতে বসে বহু জটিল কেসের সমাধান সে করেছে।

রুবেন হাসিখুশি মানুষ। মাথা-জোড়া চকচকে টাক, কিন্তু ঠোঁটের ওপর চওড়া ঘন গোঁফ। মুখ তুলে তাকিয়ে চ্যানট্রিকে তারই দিকে এগিয়ে আসতে দেখল সে।

'আরে, হেনরি! এসো বসো! তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল!'

'ব্যস্ত, ফ্রেড। খুব ব্যস্ত! বেশ কিছু পড়াশোনাও করছি। এই ডিকেন্স, তুমি নাম শুনেছ? ইংরেজ লেখক।'

'অবশ্যই জানি! আমার বৌ আর মেয়ে তো ওর বইয়ের জন্যে পরের জাহাজের অপেক্ষায় বসে থাকে। দুঃখ, আমাদের এখানে অমন

লেখক নেই!'

চ্যানট্রি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। 'ফ্রেড, তুমি এই হুইটনি নামের লইয়ার সম্পর্কে কিছু জানো? বব হুইটনি?'

'চিনি।' ওয়েইটারের কাছে অর্ডার দেয়ার জন্যে চেয়ারের ভিতরই ঘুরল সে। 'আর্চি? মিস্টার চ্যানট্রির জন্যে কিছু এনে দাও। সাথে দুটো সিগারও এনো।'

'কাল্‌ভাডস্, স্যার?' চ্যানট্রিকে প্রশ্ন করল ওয়েইটার।

'প্লীজ।'

'হুইটনি একটা দুর্বৃত্ত। শীঘ্রি একদিন দুর্নীতির দায়ে এই পেশা থেকে ওকে বের কোরে দেয়া হবে। আপাতত হাতে প্রমাণ না থাকায় আমাদের কিছুই করার নেই, কিন্তু ওর ওপর আমরা কড়া নজর রেখেছি।'

কাল্‌ভাডস্ এসে পৌঁছলে, একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল চ্যানট্রি। ড্রিঙ্ক খুব কমই করে সে, কিন্তু নরম্যানডির অ্যাপ্‌ল্ ব্র্যাণ্ডিটা সত্যিই চমৎকার। ট্রে থেকে সিগারটা তুলে দাঁত দিয়ে কেটে ফ্রেডের বাড়িয়ে দেয়া আগুনে ওটা ধরাল হেনরি।

'একটা সম্পত্তির কেস ওর হাতে আছে, যেটাতে আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থ জড়িত।'

'তোমার মক্কেলকে তাহলে সাবধান থাকতে হবে। লোকটা ক্রিমিন্যাল না হলেও, সে যে একটা ধূর্ত ঠকবাজ, তাতে সন্দেহ নেই।' চুরুটে টান দিল রুবেন। 'তুমি বলছ, তোমার ক্লায়েন্ট? আমি জানতাম না তুমি এসব কেসও হাতে নাও।'

'আমার ক্লায়েন্ট একটা যুবতী মেয়ে, হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির।'

'যেখানে হুইটনি জড়িত? সাবধান, হেনরি। তুমি একজন ধনী লোক।'

'সেরকম কিছু না। মেয়েটা আমার বন্ধুর নাতনী, আমার নেইম-প্লেইট দেখে চিনতে পেরে উপদেশ নিতে এসেছিল। হুইটনিকে সে

বিশ্বাস করে না।'

'কি ধরনের সমস্যা ওর?'

'লোকটাকে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। সম্ভবত সহজাত ধারণা। অবশ্য মিসেস মার্শের একজন বোর্ডারও ওকে সাবধান করেছে।'

কাল্‌ভাডসে আরেকটা ছোট চুমুক দিল হেনরি। 'এই স্লোনরা অদ্ভুত ধরনের মানুষ, ফ্রেড। এদেশের মাটিতে পা দিয়েই ওরা পাহাড়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। পাহাড়ের বিজনতায় এমনভাবে মিশে গেছে যেন ওখানেই তাদের জন্ম।

'এই মেয়েটা যেখান থেকে এসেছে, সেই জায়গার নাম টাকালাকি কোভ। মেয়েটা কেবল একবার কয়েকদিনের জন্যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে চার্লসটন গিয়েছিল—এছাড়া আর কখনোই পাহাড় ছেড়ে বেরোয়নি। কিন্তু মেয়েটা বোকা নয়। কিউট মেয়ে, কোন কিছুকেই ভয় পায় না।'

'একটু ভয় পাওয়া হয়তো ওর জন্যে ভাল।'

চ্যানট্রি হাসল। 'হয়তো, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। সে যদি অন্যান্য স্লোনদের মত হয়, তবে ওকেই সবার একটু ভয় কোরে চলা উচিত।'

'খুব খারাপ প্রকৃতির লোক ওই হুইটনি। জেসি হ্যাটফিল্ডের কথা তোমার মনে আছে? কয়েক বছর আগে যে নদীর ধারে কয়েকটা খুন করেছিল? হুইটনিই ওর জেল থেকে বেরোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।'

'ও, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। যাক, মেয়েটা আমার কাছে এসে ভালই করেছে। আমার মনে হয় না ও আমার সাথে গেলে হুইটনি কিছু উল্টো-সিধে করার চেষ্টা করবে।'

'তুমি মেয়েটার সাথে যাচ্ছ?'

'মেয়েটা একেবারে বাচ্চা, ফ্রেড। মাত্র ষোলো বছর বয়স। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই ওর সাথে যাব।' সিগারের ছাই ঝাড়ল হেনরি। 'ভালো কথা, ফিলিপ মরিস তোমার ক্লার্ক না?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'তোমার কাছে আসার আগে সে বার্কলের ওখানে কাজ করত না? ওর সাথে কথা বলতে পারলে ভাল হত।'

'তার ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।'

'আজ রাতেই, ফ্রেড। কাল হুইটনির ওখানে যাওয়ার আগে আজই ওর সাথে আমার কথা বলা দরকার।'

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল ফ্রেড রুবেন। 'কঠিন লোক তুমি, হেনরি। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার একটা মতলব আছে।'

উঠে দাঁড়াল ফ্রেড। 'আজ রাতে সম্ভব হবে কিনা জানি না। আমি লোক পাঠিয়ে—'

'আমরা নিজেরাই যাব। মানে, আমি একাই যাব। তোমার ডিনারে বাধ সাধতে চাই না আমি।'

'কিন্তু—'

'কোন চিন্তা কোরো না। আমিই যাচ্ছি, তুমি শুধু বলো ওকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'স্যার, এমন কথা চিন্তাও কোরো না তুমি! ল পড়লেও, ওর লেখক হওয়ার খুব ইচ্ছা। সমুদ্র বন্দর হিসেবে ইতিহাসে ফিলাডেলফিয়ার স্থান কোথায়, এই বিষয়ে একটা বই লিখছে সে। আজ রাতে ওকে বাসায় পাওয়া যাবে না। নদীর পাড়ে কোনো আড্ডায় বইয়ের জন্যে তথ্য জোগাড় করার চেষ্টায় সে থাকবে।'

'ভাল কথা, তাহলে ওখানেই আমি যাব। আজই আমার দেখা করতে হবে—আশা করছি স্লোন কেসটা সম্পর্কে সে নিশ্চয় জানবে।'

'স্যার?' আর্চির গলার স্বরে ঘুরে দাঁড়াল চ্যানট্রি। 'আমি তোমার সাথে যেতে পারি, স্যার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার এখানকার কাজ শেষ হবে। ওয়াটারফ্রন্টটা আমি খুব ভাল চিনি। একসময়ে আমি জাহাজেও ছিলাম।'

'ধন্যবাদ, আর্চি।' বিশাল চেহারার কালো লোকটার দিকে চেয়ে হাসল হেনরি। 'তোমার সঙ্গ পেলে আমি খুশিই হব।'

একটু ইতস্তত করল আর্চি। 'তুমি হয়তো জানো, স্যার, রাতের বেলা ওটা খুব খারাপ জায়গা।'

'আর্চি, আমি এখন বুড়ো হয়েছি বটে, তবে, আমিও সমুদ্রে অনেকদিন কাটিয়েছি। ওয়াটারফ্রন্ট কেমন হয় তা আমি জানি।' একটু চুপ কোরে থেকে হেনরি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ফিলিপ মরিসকে তুমি চেনো?'

'হ্যাঁ, স্যার। যেখানে নাবিকদের আড্ডা জমে, তাকে তেমন কোন সেলুনেই পাওয়া যাবে। সেগুলো সবই আমি চিনি।'

ক্লাবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার গাড়ি আর আর্চির জন্যে অপেক্ষা করছে হেনরি। ভিতরে-ভিতরে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করছে। অনেক, অনেক বছর পর সে আবার ওয়াটারফ্রন্টে যাচ্ছে।

গাড়ি ওয়াটারফ্রন্টের কাছে পৌঁছলে ছড়ি হাতে নামল চ্যানট্রি। ছড়ি ছাড়া বাইরে বেরোয় না সে। আর্চি কাছে ঘেঁষে এলো।

'স্যার,' বলল সে, 'আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে। এখানকার লোকজনের এক ডলারের জন্যেও মানুষ খুন করতে বাধে না।'

'এসব লোক আমি আগেও দেখেছি, আর্চি। অবশ্য তখন আমার বয়স কম ছিল। এখন আমি বুড়ো হয়েছি, জানি না বর্তমানে আমার ক্ষমতা কতটা আছে।'

চার

ফিলিপ মরিসকে কয়েকটা সেলুনে খোঁজার পর শেষে ডক স্ট্রীটের ডাচম্যান্‌স্ সেলুনে পাওয়া গেল। এক পাইন্ট বিয়ার সামনে নিয়ে বসে আছে সে। কামরাটা কোপেনহেগেন থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত বিভিন্ন

দেশের সেইলরে ঠাসা। জোয়ারের সময়ে ওদের জাহাজ ভিড়েছে। কেউ একদিন, আবার কেউ হয়তো সাতদিন থাকবে। ওরা মেয়েমানুষ আর মদের জন্যে পাড়ে নামে। ওদের বেশ কিছু মানুষ ঠিক মতই নিজের জাহাজে পৌঁছে, আর বাকি লোক অসৎ দালালের পাল্লায় পড়ে মাতাল অবস্থায় অন্য জাহাজে ঠাঁই পায়। ওইসব হতভাগ্য লোকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—টাকা-পয়সাও গায়েব।

ছড়ি দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল চ্যানট্রি। এক নজরেই ফিলিপকে চিনতে পারল সে। ফিলিপও চোখ তুলে তাকিয়েছিল। চ্যানট্রিকে ওখানে দেখে বিস্ময়ে ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। আর্চি ভিড়ের ভিতর পথ কোরে হেনরিকে নিয়ে ফিলিপের দিকে এগোল।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে ফিলিপের মুখোমুখি বসল হেনরি। সবই অত্যন্ত উপভোগ করছে সে।

ফিলিপ ভীষণ অপ্রস্তুত হয়েছে। দুশ্চিন্তাও হচ্ছে ওর।

'স্যার,' বলল সে, 'তোমাকে কিছু বলাটা আমার সাজে না, কিন্তু এখানে আসাটা তোমার ঠিক হয়নি। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা। এখানে ভাল সীম্যান অনেক আছে, কিন্তু ঠক আর গুণ্ডা-বদমাইশের সংখ্যাও প্রচুর।'

'ফিলিপ, এইসব জায়গাতেই যৌবনে আমার প্রচুর যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। আমি যেই জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলাম, তার বেশির ভাগ লোকই ছিল বোম্বেটে।'

'বুঝলাম, স্যার, কিন্তু—'

'ফিলিপ, তুমি বার্কলের ওখানে ছিলে না?' সোজা কাজের কথায় এল হেনরি। 'ম্যাকমিলান কেসটা সম্পর্কে তোমার জানা আছে?'

'নিশ্চয়, স্যার। চলে আসার আগে ওটার ওপরই আমি কাজ করছিলাম। ওতে শেষ ম্যাকমিলান তার সব সম্পত্তি স্লোন পরিবারের শেষ উত্তরাধিকারকে দিয়ে গেছে।'

'মোট কত টাকা?'

'পাঁচ হাজার ডলারের কিছু বেশিই হবে—ক্যাশ। কিন্তু ওটার চেয়ে

অনেক মূল্যবান লোহার কিউবটা। চাইনিজ ধাঁধার মত একটা জিনিস। ওটা খুলে সে আমাকে দেখিয়েছিল ভিতরে কি আছে। একটা বিরাট নীলা । ওজনে কমপক্ষে বিশ ক্যারেট হবে। দেখানোর পর ওটা আবার ভিতরে রেখে দুই হাতের তালুতে বাক্সটা রেখে কয়েকটা মোচড় দিয়ে বাক্সটা বন্ধ করল।'

'ধন্যবাদ। আমার যা জানার দরকার ছিল তা তুমি আমাকে বলেছ। এবার আমার ফিরতে হবে।'

'আমি তোমার সাথে আসতে পারি, স্যার? তোমাকে কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক লক্ষ করছিল। দামী পোশাকে এখানে সহজেই তোমাকে বড়লোক বলে চেনা যায়।'

'প্রয়োজন নেই, কিন্তু আসতে চাইলে আসতে পারো। কয়েক ব্লক দূরেই আমার গাড়িটা রয়েছে। তাছাড়া আর্চিও আছে আমার সাথে।'

ডাচম্যানস সেলুন থেকে বেরোবার সময়ে চ্যানট্রি খেয়াল করল, ওটার পিছনের দরজা খুলে আবার বন্ধ হলো। নিজের মনেই হাসল সে। ভাবল, এই বয়সে ওসব কথা চিন্তা করাও তার ভুল।

সেলুন থেকে বেরিয়ে প্রথম মোড়ের কাছে এসে দেখল তিনটে লোক গ্যার্সের বাতির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো আড়চোখে চ্যানট্রিদের দিকে একবার তাকিয়ে ওদের আগে-আগে হাঁটতে শুরু করল।

'ওদের দেখলে, আর্চি?'

'দেখেছি, স্যার। মনে হচ্ছে ওদের মতলব খারাপ।'

'বহুদিন হলো এই ধরনের ঝামেলার মোকাবিলা করিনি আমি। আগে ভালই পারতাম, জানি না এখন কতটা পারব।'

'স্যার,' বলে উঠল মরিস, 'সামনের লোকগুলোর একজন বুলি গ্যামন—জঘন্য প্রকৃতির গুণ্ডা আর খুনে বলে ওর নাম আছে। ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের পিছনেও ওদের লোক থাকবে।'

'তাতে সন্দেহ নেই, ফিলিপ। এখন সাবধান। এই ধরনের পরিস্থিতি আমাকে জীবনে অনেকবার সামলাতে হয়েছে। একবার বম্বেতে—'

'স্যার, ওই যে, সামনে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'ফিলিপ, তুমি আর আর্চি পিছনের লোকগুলোকে ঠেকাও, সামনের ওদের আমি সামলাব।'

'স্যার, তোমার বয়স ছিয়াত্তর! প্লীজ, স্যার—'

'বহু বছরের অভিজ্ঞতা। মনে হয় আমি ওদের চমকে দিতে পারব।'

'প্রতিদিন ক্লাবে সোর্ড-ফেনসিভ করে সে,' ফিলিপকে জানাল আর্চি। 'কেউ তাকে সামলাতে পারে না—তরুণ নেভি অফিসাররাও না।'

ব্লকটা পেরিয়ে ওরা এগোল। রাস্তায় ছড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সামনের তিনজন।

হেনরি হাসল। 'গুড্ ইভ্‌নিঙ, জেন্টল্‌মেন,' বলল সে, 'তোমাদের জন্যে আমরা কি করতে পারি?'

'পকেট খালি কোরে যা আছে সব বের কোরে দাও! জলদি!'

হেনরি চ্যানট্রি ছড়িটা দু'হাতে ধরে হাসল। 'শুনলে, ফিলিপ? লোকটা আমাকে হুমকি দিচ্ছে!' একে একে তিনজনকেই চেয়ে দেখল সে। 'আর, যদি না দিই?'

'তোমার মাথা ছাতু কোরে দেব আমরা!'

'তুমিই তো গ্যামন, তাই না? শোনো, গ্যামন, তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিচ্ছি। সময় থাকতে, ঘুরে, এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাও। আমরাও ধরে নেব এসব কিছুই ঘটেনি।'

'শোনো! কথা শোনো ওর! বুড়োর মাথা খারাপ! বদ্ধ পাগল!'

'তোমরা শু-খেকো শুয়োরের দল!' বলল চ্যানট্রি। 'তোমাদের এক বছর মাতাল রাখার মত টাকা আমার পকেটেই আছে। কিন্তু তা নিতে এলে, ঝোলা ফেড়ে তোমাদের নাড়ি দিয়েই তোমাদের গলায় টাই বেঁধে দেব আমি!'

ওদের একজন কিছুটা পিছিয়ে গেল। 'ওর কথা শোনো, বুলি! ও ভদ্রলোক নয়! চলো, কেটে পড়ি!'

'বোকার মত কথা বোলো না! ওর টাকা আমি চাই।··· ঠিক আছে! ধরো ব্যাটাকে!'

কথা শেষ হওয়ার সাথেই, দ্বিতীয় লোকটা মুগুরের মত মোটা লাঠি তুলে লাফিয়ে এগোল। গ্যামনের হাতে একটা ছুরি।

ঠাণ্ডা মাথায় এক পা পিছিয়ে এল চ্যানট্রি। ওর হাতের ছড়িটা হঠাৎ দু'ভাগ হয়ে গেল। ছড়ির ভিতর থেকে ক্ষুরের মত ধারাল একটা ইস্পাতের পাত বেরিয়ে এল। আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটা। ওইদিকে চেয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো গ্যামনের চোখ। পরমুহূর্তে ওর মুখের হাঁ-টা বড় হলো—এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত চিরে ফাঁক হয়ে গেল ওর গালদুটো। দ্বিতীয় লোকটা আঘাত করার জন্যে মুগুর তুলল, কিন্তু গুপ্তির তীক্ষ্ণ ফলা থামল না—ওরও একটা গাল দু'ভাগ কোরে নাকে আঁচড় কেটে বেরিয়ে এল।

ব্যথায় চিৎকার করে, মুগুর ফেলে দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল সে। বুলি গ্যামন দৌড়ে পালাচ্ছে, কিন্তু ওকে লীড করছে বুদ্ধিমান তৃতীয় লোকটা। সাহস কোরে সে আর কাছে ভেড়েনি।

দ্রুত ঘুরে চ্যানট্রি দেখল ফিলিপ মরিস একজনকে দেয়ালের ওপর ফেলে দু'হাতে ঘুসি মারছে। আর্চির পায়ের কাছে একজন পড়ে আছে, অন্য একজন মার খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

উত্তেজনায় চ্যানট্রির হার্ট বীট বেড়ে গেছে। একটা রুমাল বের কোরে গুপ্তির ব্লেড থেকে রক্ত মুছে ছড়ির ভিতর ঢুকাল।

'একদল দুর্বৃত্ত,' ফিলিপ পাশে এসে দাঁড়ালে মন্তব্য করল সে। 'এরপর আবার কাউকে আক্রমণ করার আগে ওরা দু'বার ভাববে।'

গাড়ির কাছে পৌঁছে ভিতরে উঠে বসল চ্যানট্রি। ওকে অনুসরণ করল ফিলিপ। 'আর্চি?' ডাকল হেনরি।

'ধন্যবাদ, স্যার। তোমার কোচম্যান আমার বন্ধু,' বলল সে। 'আমি ওর সাথেই বসছি।'

ফিরতি পথে ফিলিপ বলল, 'ম্যাকমিলান কেসে আমি যদি আর কোন সাহায্য করতে পারি, আমাকে একবার জানালেই চলবে, স্যার।'

'না, ওটা সামান্য একটা ব্যাপার। তুমি আমাকে যা জানিয়েছ সেটাই যথেষ্ট।'

*

রাতে তার আগের জায়গাতেই খেতে বসল ভ্যালেরি। বাড়ির মত বোর্ডিঙ হাউসেও বেশির ভাগ লোকজন একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে বসেই খেতে পছন্দ করে। টাক-মাথা ভদ্রলোকের নাম পিটার হল্। আলাপী লোকটা ভ্যালেরির দিকে চেয়ে হেসে নড করল।

'ফিলাডেলফিয়া তোমার কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করল পিটার।

'কত কিছুই না দেখার আছে এখানে! মিস্টার হুইটনি আর মিস্টার চ্যানট্রির সাথে দেখা করার—'

উল্টোপাশে বসা মোটা লোকটা হঠাৎ ঝট কোরে মুখ তুলে ভ্যালেরির দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকাল। ছুরি আর কাঁটা ওর হাতে এমন ভঙ্গিতে ধরা, মনে হয় যেন যুদ্ধে যাচ্ছে।

'কার কথা বললে?' বাধা দিল সে। 'হেনরি চ্যানট্রির সাথে দেখা করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোক খুব ভাল।'

'অবুঝ কিশোরী,' ভারিক্কি চালে বলল সে, 'নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে। এমন হুট করে হাজির হয়ে কেউ চ্যানট্রির সাথে দেখা করতে পারে না—সেটা অসম্ভব।'

'আমি দেখা করেছি। সকালে তার সাথে আমার আবার দেখা হবে। সে আমাকে নিয়ে মিস্টার হুইটনির অফিসে যাবে।'

ধৈর্য ধরে নিজেকে সংযত রেখে সে বলল, 'মিস স্লোন, আমি অনেক হোমরাচোমরা লোককে জানি, যারা চ্যানট্রির সাথে একবার দেখা করার জন্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করছে। লোকটা অত্যন্ত ব্যস্ত, নতুন কেস সে মোটেও গ্রহণ করে না। তুমি নিশ্চয় আর কারও সাথে দেখা করেছ, ভেবেছ সে-ই চ্যানট্রি।'

আবার খাওয়ার দিকে মন দিল লোকটা। ওর কথার জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ভ্যালেরি। মিছে তর্ক করে লাভ নেই।

ফিলিস মার্শ এসে ভ্যালেরির পাশে বসল।

'তোমার সাথে দেখা করার জন্যে একজন লোক অপেক্ষা করছে,

ভ্যালেরি। লোকটার নাম হুইটনি। সে বলল তুমি ওকে চিনবে। আমি তাকে জানিয়েছি তুমি খেতে বসেছ। অপেক্ষা করছে সে।'

মিসেস মার্শের কথাগুলো পিটারও শুনতে পেয়েছে। সে বলল, 'মিস স্লোন, তোমার যদি দরকার হয় তবে সাক্ষী হিসেবে আমি উপস্থিত থাকতে পারি।'

'ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পারছি না হুইটনি এখানে কেন এসেছে। সকালে ওর সাথে আমার দেখা করার কথা, মিস্টার চ্যানট্রিও তখন আমার সাথে থাকবে।'

সামনের মোটা লোকটা ভর্ৎসনার চোখে ভ্যালেরির দিকে তাকাল। কিছু বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু খাবারে মুখ ঠাসা থাকায় বাধ্য হয়ে চুপ কোরেই থাকল।

ভ্যালেরিকে দেখেই উঠে দাঁড়াল হুইটনি। 'এই যে, মিস স্লোন! তুমি তাড়াতাড়ি পাহাড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছুক জেনেই আমি আমার তরফ থেকে যতটা করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করছি।

'তোমার টাকা আমি জোগাড় কোরে এনেছি। এখন শুধু তোমার একটা সইয়ের অপেক্ষা। মানে, একটা রসিদ।'

পকেট থেকে একটা থলে বের কোরে সাবধানে গুনে সোনার কয়েনগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল সে।

একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে থাকল ভ্যালেরি। এত টাকা একসাথে সে সারা জীবনেও দেখেনি। এত টাকা—সব তার। বিশ্বাসই হচ্ছে না ওর।

একটা কাগজ বের কোরে ভ্যালেরির সামনে রাখল হুইটনি। তারপর কলমটা কালিতে ডুবিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

'এই যে, এইখানে একটা সই করো'—আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল সে—'কেবল একটা সই দিলেই সব টাকা তোমার।'

থাক থাক কোরে সাজানো সোনার স্তূপগুলো ভ্যালেরির দিকে ঠেলে দিল হুইটনি। কলম নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল মেয়েটা।

পাঁচ

কলম হাতে নিয়ে চেয়ার টেনে বসে কাগজটার দিকে তাকাল ভ্যালেরি। পাঁচশো ডলারের সোনার মুদ্রা পাহাড়ের যে কোন মানুষের কাছেই অকল্পনীয়। কিন্তু কাগজের ওপর লেখা 'পুরো টাকা বুঝে পেলাম' কথাটা ওর কাছে ভাল ঠেকল না। ওখানে টাকার কোন অঙ্ক লেখা নেই। এটাই যে পুরো টাকা, সেটা সে কিভাবে বুঝবে? পিটার হলের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল তার। কিছু সই করতে নিষেধ করেছিল সে।

'মিস্টার হুইটনি,' ভ্যালেরি বলল, 'আমি এটা সই করতে পারব না। আমি মিস্টার চ্যানট্রির সাথে কথা বলেছি, সে আগামীকাল সকালে আমার সাথে তোমার অফিসে যাবে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করায় আমি কোন ক্ষতি দেখছি না।'

লোকটার ধূর্ত চোখ দুটো একটু কুঁচকাল। 'মিস স্লোন'—চেষ্টা কোরে গলার স্বরটা সংযত রাখল সে—'নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। তোমার টাকা আমি নিয়ে এসেছি—পাঁচশো ডলার। সই করো, টাকাটা নাও। আমি আমার ফী, বা বিজ্ঞাপনের টাকাও কেটে রাখছি না, পুরোটাই তোমাকে দিচ্ছি।'

কোন লোক যখন গায়ে পড়ে বদান্যতা দেখায় তখন তার থেকে সাবধান থাকাই ভাল, পাহাড়ী মেয়ে হলেও ভ্যালেরি এটা বোঝে।

বিনীত ভাবে সে বলল, 'না, আমি মিস্টার চ্যানট্রিকে এই ব্যাপারটা আমার হয়ে হ্যাণ্ডল্ রাখতে অনুরোধ করেছি আমি। তার অজান্তে এখনই কিছু করাটা চরম অভদ্রতা হবে।'

'হেনরি চ্যানট্রি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ,' অস্থির স্বরে বলল বব, 'তোমার

মত সামান্য পাহাড়ী মেয়ের জন্যে সে কখনও আসবে না। তুমি কেবল ওর নাম ব্যবহার করার চেষ্টা করছ। এখন কাগজটা সই করো, আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আমি অপেক্ষা করতে পারব না।'

'আগামীকাল মিস্টার চ্যানট্রি আমার সাথে থাকবে। তখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সব মিটিয়ে ফেলতে পারব।'

কতক্ষণ রোষের সাথে ভ্যালেরির দিকে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল হুইটনি। 'তোমাকে সুযোগ দিয়েছিলাম আমি,' বলল সে। 'হয়তো ওই সোনা তুমি আর কখনও দেখবে না। জানি না তোমার এই হেনরি চ্যানট্রি কি করবে বলে আশা—'

পিছন থেকে একটা লম্বা লোক কথা বলে উঠল।

'মিস্টার, টাকাটা তোমার এই মহিলার কাছেই রেখে যাওয়া ভাল। রাতের বেলায় এত টাকা নিয়ে যে রাস্তায় বেরোয় তার মাথায় দোষ আছে!'

ওর কথায় কান দিল না হুইটনি। কাগজটা আবার ভ্যালেরির দিকে ঠেলে কলম বাড়িয়ে ধরল।

'টাকাটা চাইলে, কাগজটায় সই কোরে দাও,' বলল সে।

'আমি দুঃখিত, স্যার।' উঠে দাঁড়াল ভ্যালেরি। 'কাল সকালের আগে সেটা হবে না।'

সেও উঠে দাঁড়াল। উকিল যে রেগেছে এটা ওর মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

সে বলল, 'তুমি একটা জেদি আর বোকা মেয়ে। হয়তো পুরোটাই তুমি হারাবে।'

লম্বা তরুণ লোকটা ভ্যালেরির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছন থেকে মিস্টার পিটার হল্ এবার এগিয়ে এসে বলল, 'টাকাটা যদি মিস স্লোনের পাওনা হয় তবে তুমি সেটা দিতে বাধ্য। নইলে কোর্ট তোমার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।'

কতক্ষণ কটমট কোরে চেয়ে থেকে মুদ্রাগুলো ব্যাগে ভরে নীরবেই বেরিয়ে গেল হুইটনি। কিন্তু দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল।

'তাহলে এটাই বব হুইটনি?' বলল পিটার। 'ওর কথা আমি শুনেছি। তুমি যদি চাও, আমি সময় কোরে তোমার সাথে যেতে পারি।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। মিস্টার চ্যানট্রি ওখানে থাকবে।'

সকালে নাস্তার পর তৈরি হয়ে বোর্ডিঙ হাউসের বসার ঘরে অপেক্ষা করছে। কাপড়ের ব্যাগটা ওর কোলে। আরকেনসও টুথ-পিকটা যথাস্থানেই আছে। একা একটা মেয়ের যতটা সম্ভব সাবধান থাকা দরকার।

সেই মোটা লোকটা কামরায় এসে ঢুকল। ওর নাম টাট্স। ওর ভুঁড়ির বহর দেখে ধারণা হয় উঁচু মহলে তার বেশ প্রভাব আছে।

'আমি আশ্চর্য হলাম,' অবজ্ঞার চোখে ভ্যালেরির দিকে চেয়ে মন্তব্য করল সে। 'গতরাতে তোমার টাকাটা গ্রহণ করাই উচিত ছিল। পাঁচশো ডলার! প্রায় আমার এক বছরের কামাই! অযৌক্তিক!'

'আমার মনে হয় ও ঠিক কাজই করেছে, মিস্টার টাট্স,' প্রতিবাদ করল মিসেস মার্শ। 'খারাপ উদ্দেশ্য না থাকলে যেখানে আজ সকালে দেখা করার কথা, সেখানে রাতের বেলা টাকা নিয়ে এসে সই করাবার তাড়া কেন?'

'শেষ পর্যন্ত কিছুই পাবে না মেয়েটা, কিছুই না!'

দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ শোনা গেল। মিসেস মার্শ উঠে গিয়ে দরজা খুলল। হেনরি চ্যানট্রি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। পরনে ধূসর রঙের স্যুট।

'মিসেস মার্শ? আমি চ্যানট্রি,' বলল সে।

'হাউ ডু ইউ ডু?'

'মিস্টার চ্যানট্রি?' লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেল টাট্স। 'আমি টাট্স। অনেকদিন থেকেই তোমার সাথে একটু কথা বলার আশায়—'

'আর কোন সময়ে। মিস স্নোনের সাথে আমার কাজ আছে।' একটু পিছিয়ে ভ্যালেরিকে বাইরে বেরোবার জন্যে জায়গা করে দিল চ্যানট্রি।

চ্যানট্রির গাড়িতে উঠে বসার পর ভ্যালেরি বলল, 'ওই লোকটাকে আমার মোটেও পছন্দ হয় না।'

'তোমার জীবনে যাদের কোন গুরুত্ব নেই তাদের কথা ভেবে সময় নষ্ট কোরো না। মানুষ একটা সীমিত সময়ের জন্যে পৃথিবীতে আসে। তাই সময়টা যদি বিচার কোরে তোমার প্রিয়জন আর তুমি পছন্দ করো এমন কাজে কাটাতে পারো, তবেই পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। কোন অনুশোচনা থাকবে না।'

যাওয়ার পথে গতরাতে পাঁচশো ডলার নিয়ে কাগজ সই করাতে হুইটনির বোর্ডিঙ হাউসে হাজির হওয়ার কথা চ্যানট্রিকে জানাল ভ্যালেরি।

'তুমি ঠিকই করেছ, ভ্যালেরি,' বলল সে। 'এটা আরও অনেক টাকার ব্যাপার।'

বব হুইটনির অফিসের সামনে নেমে ছড়িটা অন্য হাতে নিয়ে চ্যানট্রি ভ্যালেরিকে নামতে সাহায্য করল।

'তোমার ছড়িটা সুন্দর,' মন্তব্য করল ভ্যালেরি। 'আমার বাবারও ওই রকম একটা ছড়ি ছিল।'

'হ্যাঁ, ওটা সে তোমার দাদার থেকে পেয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে বাবা ওটা বিশেষ ব্যবহার করত না। ছড়ি ছাড়াই সে অনেক হাঁটতে পারত।'

'অবশ্যই।' ছড়িটা তুলে ধরল চ্যানট্রি। 'হাঁটার জন্যে অবশ্য আমারও এটা দরকার পড়ে না। তবে কাছে থাকলে ভাল লাগে—অভ্যাস।'

লম্বা যুবক কেরানি চ্যানট্রিকে দেখে চট কোরে উঠে দাঁড়াল। 'ইয়েস, স্যার!'

'আমরা মিস্টার হুইটনিকে চাই। বলো মিস স্লোন আর হেনরি চ্যানট্রি এসেছে।'

'হ্যাঁ, স্যার। এক্ষুণি ব'লছি, স্যার।'

ডেস্কের পিছনে কুঁজো হয়ে বসে আছে হুইটনি। চ্যানট্রি আর

ভ্যালেরি ভিতরে ঢুকলে উঠে দাঁড়াল সে। অসন্তুষ্ট চেহারা।

'মিস্টার চ্যানট্রি? তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি, স্যার?'

'তুমি মিস স্লোনকে পাঁচ হাজার তিনশো পঁচিশ ডলার দিতে পারো। আমার বিশ্বাস ওটাই ম্যাকমিলান সম্পত্তি থেকে ওর প্রাপ্য।'

'শোনো! এক মিনিট! আমি—'

'মিস্টার হুইটনি, আমি খুব ধৈর্যশীল মানুষ নই। যত বয়স বাড়ছে, সময় আমার কাছে ততই মূল্যবান হয়ে উঠছে। তোমার কিছু কার্যকলাপের ব্যাপারে বার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্যের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। মিস স্লোনের কাছে গতরাতে তার কাছ থেকে তোমার সই করিয়ে নেয়ার সব কথাই আমি জেনেছি। যাক, মিছে সময় নষ্ট করতে চাই না। টাকাটা দিয়ে দাও!'

অনিচ্ছার সাথে সিন্দুকের দিকে এগোল বব। একটু ইতস্তত কোরে শেষ পর্যন্ত সিন্দুক খুলল।

টাকা গোনা হলে ভ্যালেরির দিকে ঠেলে দিল। 'এই নাও!' রুষ্ট স্বরে বলল সে। 'আর এই রসিদে সই করো।'

'আর একটা জিনিস,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল চ্যানট্রি। 'লোহার ধাঁধার কিউব।'

টেবিলের ধারটা আঁকড়ে ধরল হুইটনি। চ্যানট্রির দিকে তাকিয়ে আছে। 'কিউবটা? ওটা বাচ্চাদের একটা খেলনা।'

'আমার ক্লায়েন্ট খেলনা পছন্দ করে—কিউবটা দাও।'

সিন্দুকের কাছে ফিরে কিউবটা নিয়ে এল হুইটনি। ওটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এটা কিছুই না।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হুইটনি।' ভ্যালেরির দিকে ফিরল চ্যানট্রি। 'এবার তুমি কাগজটা সই করতে পারো।'

ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়িতে বসে হেনরি বলল, 'এখন তো তোমার কাজ শেষ। আমার সাথে সন্ধ্যায় ডিনারে যাবে তুমি? তুমি জানো না, তোমার মত সুন্দরী যুবতীর সাথে আমাকে দেখা গেলে আমার মর্যাদা

কত বেড়ে যাবে!'

ওহ! হেনরি চ্যানট্রির সাথে ডিনার! ভাবতেই আনন্দে শিউরে উঠছে ভ্যালেরি। কামরায় ফিরে, এই ধরনের উপলক্ষ্যে পরার মত যেই জামাটা সে তৈরি করেছিল, সেটা বের করল। এই ট্রিপে আসার জন্যে ওটা বানায়নি—রহাইডের বর্ণনা করা স্বপ্নের দেশে পরার জন্যেই ওটা তৈরি করা হয়েছিল।

ফিলিস ওকে সাহায্য করল। ওই তেতো চেহারার মেয়েটাও এল! মহিলা নিজের হাতেই ভ্যালেরির জামাটা ইস্তিরি করে দিল। তারপর সে প্রশ্ন করল, 'তোমার গ্লাভ্‌স্ কোথায়?'

'গ্লাভ্‌স্?' বোকার মত চেয়ে রইল ভ্যালেরি।

'হ্যাঁ, তোমার গ্লাভ্‌স্ থাকতেই হবে। হাল ফ্যাশানের কোন মহিলা গ্লাভ্‌স্ ছাড়া প্রকাশ্যে বেরোয় না!'

শেষ পর্যন্ত মহিলা ভ্যালেরিকে তার ঘরে নিয়ে একটা কাশ্মীরী শাল, আর গ্লাভস বের কোরে পরতে দিল। শালটা অদ্ভুত রকম নরম। 'এটা ইণ্ডিয়ার,' বলল সে, কিন্তু আর কোন ব্যাখ্যা দিল না।

ভ্যালেরির আকাশী রঙের জামাটার সাথে ম্যাচ কোরে পরার মত কোন পেটিকোট ছিল না। একটা পেটিকোটও মার্জেরি বের কোরে দিল। মহিলার নাম মার্জেরি।

পেটিকোটটা পরে অবাক হলো ভ্যালেরি। চমৎকার ফিট হয়েছে—কিন্তু মার্জেরি অনেক লম্বা। প্রশ্ন করায় মার্জেরি জবাব দিল, 'ওটা ছিল আমার মেয়ের।'

'ওহ, সে কিছু মনে করবে না তো?'

'আমার মেয়ে মারা গেছে।' সহজ স্বরে কথাটা বলে ঘুরে চলে গেল সে। বলার কিছু খুঁজে না পেয়ে ভ্যালেরি চুপ করে রইল।

যাওয়ার জন্যে তৈরি হওয়ার পর চ্যানট্রির জন্যে অপেক্ষা করছে ভ্যালেরি। ফিলিস আর মার্জেরিও আছে ওখানে।

'তুমি খুব সুন্দরী,' বলল মার্জেরি। 'তোমার ফিলাডেলফিয়াতেই থাকা উচিত।'

'পাহাড় আমি ভালবাসি। তাছাড়া বিছানায় পড়ে আছে রহাইড, ওদের জন্যে শিকার করবে কে?'

'তারমানে তুমি শিকার করো? তুমি? তুমি নিজে হত্যা করো?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। আমরা টেবিলে যা খাই তার সবটাই শিকার করা মাংস। আমার ভাইয়েরা না থাকলে আমাকেই শিকার করতে হয়। আমাদের ওখানে অনেক শুয়োর আছে—জংলী শুয়োর। আমরা ওদের জড়ো কোরে তাড়িয়ে শহরে নিয়ে বিক্রি করি। শুয়োর বা টার্কি ড্রাইভে যাওয়ার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই।

'অবশ্য, আবহাওয়া যদি ভাল থাকে, তবেই। বৃষ্টি এলে আমাদের খুব ঝামেলায় পড়তে হয়।'

ভ্যালেরির শিকারের কথা শুনতে শুনতে ফিলিস উপদেশ দিল, 'আজকে যাদের সাথে তোমার দেখা হবে ওদের কিন্তু এইসব শিকারের গল্প বলতে যেয়ো না—ওরা বুঝবে না।'

'ঠিক আছে, ম্যাম। তবে পাহাড়ে সবাই এসব করে।'

ইউনাইটেড স্টেটস হোটেলের ভিতরটা যে কেমন তা অবাক বিস্ময়ে দেখল ভ্যালেরি। ওরা যে শ্যাম্পেইন খেলো তার এক বোতলের দামই আড়াই ডলার!

'পাহাড়ে কি তোমরা ওয়াইন খাও?' প্রশ্ন করল চ্যানট্রি।

'কিছু লোক খায়,' স্বীকার করল ভ্যালেরি, 'কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ নিজেরাই সাইডার বা হুইস্কি তৈরি করে। এখানে সেখানে কিছু জংলী আঙুর অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেই ওয়াইন এর তুলনায় কিছুই না।

'আমি ওসব নিয়ে চিন্তাই করি না, মিস্টার চ্যানট্রি। আমাদের ওখানে মেয়েরা হুইস্কি খায় না—অন্তত প্রকাশ্যে খায় না। কেউ কেউ লুকিয়ে একটু-আধটু খায়, তবে আমার সেই অভ্যাস নেই। আমাদের পরিবারে কেউই বিশেষ ড্রিঙ্ক করে না।'

'তোমার কিন্তু সাবধান থাকতে হবে,' সতর্ক করল চ্যানট্রি। 'তোমার সাথে অনেক টাকা থাকবে। তোমার ওপর চুরি বা ডাকাতির হামলা যদি না আসে তাহলেই আমি বেশি অবাক হব।'

'আমি টাকাটা সংগ্রহ করতে অনেকদূর এসেছি, এখন সেটা কোনো চোর-ডাকাতের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই। আমার কাছে একটা পিস্তল আছে, আর পিকটাও আছে।'

'ও, হ্যাঁ। আরকেনসও টুথপিক।' হেনরি চ্যানট্রির হাসিটা খুব সুন্দর। 'কিন্তু সাবধান, ওটা অনেকের কাছেই প্রচুর টাকা।'

কামরার অন্যপাশে একটা লোক ভ্যালেরিদের দিকে মুখ করেই বসে আছে। লম্বা লোক। গালের উপরকার হাড় দুটো উঁচু। নাকটা পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। আর পাতলা ঠোঁট। লোকটা ওদের দিকেই চেয়ে ছিল, ভ্যালেরি চোখ তুলে তাকাতেই সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ওর চাহনিটা খেয়াল করেছে ভ্যালেরি—লোকটা শিকারি।

'মিস্টার চ্যানট্রি, কামরার ওপাশে একটা লোক বসে আছে, দুই মহিলার সাথে বসা ভদ্রলোকের পিছনের টেবিলে। আমার মনে হয় লোকটা ভয়ানক।'

একটু অপেক্ষা কোরে ঘুরে তাকিয়ে লোকটাকে দেখল চ্যানট্রি।

'তোমার বোঝার শক্তি খুব ভাল, ভ্যালেরি। লোকটা জেসি হ্যাটফিল্ড। বব হুইটনি একটা খুনের কেসে ওর উকিল ছিল।

ছয়

অনেক সময় নিয়ে ওরা ডিনার খেলো। আড়াল থেকে মিউজিক ভেসে আসছে—চমৎকার একটা পরিবেশ। ওয়েইটাররা নিঃশব্দে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। ওরা যে আছে টেরই পাওয়া যায় না। অথচ দরকারের সময়ে ঠিকই সামনে হাজির হচ্ছে। ওদিকে ভ্যালেরি খুনী লোকটার ওপর নজর রেখেছে।

লোকটার ওখানে উপস্থিত থাকাটা হয়তো নেহাত ঘটনাচক্র না-ও হতে পারে। জেসি হ্যাটফিল্ড খুনের দায়ে জেলে গেছিল। বুব হুইটনিই উদ্যোগ নিয়ে কেসটা আবার খুলিয়ে কৌশলে ওকে মুক্ত করেছে। ভ্যালেরির হাতে টাকা আসার পর সে যেখানে খেতে এসেছে, ওই লোকটাও দৈবাৎ সেখানেই খেতে আসবে, এটা ভ্যালেরির বিশ্বাস হচ্ছে না।

হোটেলে যারা খেতে আসছে তারা প্রায় সবাই চ্যানট্রিকে চেনে। লোকজন ঢুকেই চ্যানট্রিকে দেখে সম্মান জানাতে এগিয়ে আসছে। ভ্যালেরিকে বন্ধুর নাতনী বলে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে হেনরি। ওদের ভিতর তরুণ বয়েসের কিছু যুবকও রয়েছে।

ওদের তিনজন অদূরেই একটা টেবিলে বসেছে। কিন্তু ওদের মধ্যে কেবল দু'জন চ্যানট্রির সাথে আলাপ করতে এসেছিল—তৃতীয়জন আসেনি। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসেছে তৃতীয়জন। যুবকের চওড়া কাঁধটাই কেবল দেখতে পাচ্ছে ভ্যালেরি, ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে না।

'আমার ভাগনে, ডেভিড,' ব্যাখ্যা দিল চ্যানট্রি। 'খুব বেশি স্বাধীনচেতা বলে ওকে গতকাল আমি বেশ বকে দিয়েছি। তাই তোমার সাথে আলাপ করার ইচ্ছা থাকলেও সে আমাদের টেবিলে আসবে না।'

হঠাৎ হাসল হেনরি। ওর চোখে একটু দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে গেল। 'আমরা দু'জন একই ধাঁচের মানুষ, তাই মাঝে মাঝে আমাদের বেধে যায়। ইদানীং সে নাচ, সোর্ড ফেনসিঙ, ঘোড়ায় চড়া আর শূটিঙেই বেশি সময় দিচ্ছে, পড়াশোনা বিশেষ করছে না।'

'শূটিঙে ওর হাত ভাল?'

'হ্যাঁ। ঘোড়াও সে ভাল চালায়। মেয়েমহলে সে বেশ পপিউলার। চমৎকার ছেলে, তবে একটু আড়ষ্ট। শূটিঙের কথা বলছিলে, তুমি শূটিঙ করো?'

'হ্যাঁ, স্যার। সাত বছর বয়সেই বাবা শূটিঙে আমার হাতেখড়ি দিয়েছিল। আমি মেয়ে বলে ভাইয়েরা আমার ওপর হম্পিতম্পি করত।

'বাবা বলল, "শোনো, মেয়ে হওয়াটা মোটেও খারাপ কিছু নয়।

ওদের তোমার ওপর মাতব্বরি করতে দিও না।" '

' "কিন্তু ওদের আমি ঠেকাব কি করে? ওরা আমার চেয়ে বড়, জোরও আমার চেয়ে বেশি।" '

' "ওদের চেয়ে ভাল হও। ভাল শূটিঙ করতে শেখো।" '

"কিন্তু তা কি কোরে হবে? স্লোনদের কেউ হারাতে পারে না।" '

'আমার দিকে চেয়ে বাবা হাসল। বলল, "কিন্তু তুমিও তো স্লোন! এসো, আমি তোমাকে শেখাচ্ছি!" এবং তাই সে করল।'

'ওদের হারিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, স্যার। বেশিরভাগ সময়েই হারিয়েছি। কিন্তু রহাইড—সে আমার চাচা, কিন্তু ভাইয়ের মতই—সে আমার বিরুদ্ধে কিছুতেই গুলি ছুঁড়ল না। মনে হয় সে আমাকে হারাতে চায়নি; তাই।'

'হয়তো ডেভিডের ওটাই দরকার। একটা মেয়ের কাছে পরাজিত হওয়া।'

'না! তা আমি কখনও করব না! রহাইড, সে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে আমি ভাল শূট করতে পারি তা যেন কোন পুরুষকে না জানাই।'

'ভাল উপদেশ। কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে যেয়ো না। ডেভিড ভাল ছেলে, কিন্তু ও এখন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা বাড়ি খেয়ে ওর কিছুটা নিচে নামা দরকার।'

পরে, ডেভিডকে এক ঝলক দেখার জন্যে আড়চোখে তাকাল ভ্যালেরি। চেয়ারটা খালি দেখে একটু নিরাশ হলো সে।

এটা সেটা নানান কথার পর চ্যানট্রি হঠাৎ বলল, 'মাঝেমাঝে তোমার কথায় আমি চমকে উঠি। চমৎকার কথা বলো তুমি, কিন্তু আবার এমন কথাও বলো যখন মনে হয় তুমি পাহাড়ী নিরক্ষর মেয়ে।'

'হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু প্রায় সব মানুষই তাই করে। বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন রকম কথা বলে।

'মা ঠিকমত কথা বলার জন্যে জোর করত। স্কুলেও তাই। কিন্তু

পাহাড়ী লোকের সাথে ওদের মত কোরেই কথা বলতে হয়। আমরা সবাই কয়েক রকম ভাবে কথা বলি। তুমি নিজের কথাই ধরো, কোর্টে তুমি একরকম ভাবে কথা বলো, এখানে অন্যরকম। আবার চিঠি লেখার সময়ে আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি, তা কথা বলার সময়ে ব্যবহার করি না।

'অনেকে মনে করে বই-পড়া বিদ্যাই বুঝি সব। কিন্তু কাজ কোরে মানুষ হাতে-কলমেও অনেক কিছু শেখে। আবার অন্যের সাথে কথা বলেও শেখে। তাই যে পড়ালেখা করেনি তাকে নির্বোধ ভাবা ঠিক হবে না। কোন জংলী গাছের কি উপকার তা ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। আবার শিক্ষিত হলেই যে মানুষ সবজান্তা হয়ে গেল তাও না। একজন এঞ্জিনিয়ারও শিক্ষিত, ডাক্তারও শিক্ষিত, কিন্তু ওরা একে অন্যের কাজ পারবে না।'

'হ্যাঁ, কথাগুলো তুমি ঠিকই বলেছ,' স্বীকার করল চ্যানট্রি।

ওয়েইটারকে আরও কফি আনার নির্দেশ দিল হেনরি। যে টেবিলে যুবক তিনজন বসেছিল সেদিকে তাকাল ভ্যালেরি। ওই টেবিলে এখন অন্য লোক বসেছে।

'ভ্যালেরি? তোমার প্ল্যান কি? তুমি কিন্তু ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পারো। এখানে চমৎকার কয়েকটা স্কুল আছে। তাছাড়া তুমি যুবকদের যেভাবে আকর্ষণ করো তাতে মনে হয় না তুমি নিঃসঙ্গ বোধ করবে।'

'না, স্যার। কাল সকালেই আমি পাহাড়ে ফেরার পথ ধরব। বাড়িতে লোকজন আমাকে নিয়ে চিন্তা করবে।'

'তুমি আমার ওখানেই থাকতে পারতে। আমার বিশাল বাড়িতে বিশাল শূন্যতা। মেরি ব্রিনান—আমার হাউসকীপার তোমাকে নিয়ে মহা সুখে ব্যস্ত থাকতে পারত। আমার জন্যে তেমন কিছুই করতে হয় না বলে ওর খুব দুঃখ।'

'ধন্যবাদ, স্যার। কিন্তু পাহাড়ের কোলে পাইনের গন্ধভরা বাতাস আমাকে টানছে।'

'তুমি তাহলে কাল সকালেই চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, স্যার। স্টেজকোচে আমি সীট বুক কোরে রেখেছি।'

'তোমার খুব সাবধান থাকতে হবে। সাথে কোরে অনেক টাকা তুমি নিয়ে যাচ্ছ। আর ওই লোহার বাক্সে যা আছে সেই নীলাটার দাম তুমি ক্যাশ যা নিচ্ছ তার থেকেও বেশি।

'জেসি হ্যাটফিল্ড এখনও বসে আছে। আমার মনে হয় না এটা একটা উদ্দেশ্যহীন ঘটনা। লোকটা ভয়ঙ্কর, তাছাড়া সে হুইটনির কাছে ঋণী। তুমি মত পাল্টে আমার কাছে থেকে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হতাম।'

'সে যদি টাকার জন্যে আমার পিছু নেয়, তবে টাকাটা সে নিজে রাখবে বলেই আমার মনে হয়,' মন্তব্য করল ভ্যালেরি। 'ওকে দেখে মনে হচ্ছে সে হুইটনির থেকেও নীচ। খুন কোরে টাকা লুট করা ওর কাছে কিছুই না। কিন্তু একবার আমি জঙ্গলে পৌঁছতে পারলে ও আমার কিছুই করতে পারবে না।'

মাথা নেড়ে হাসল হেনরি। 'তোমরা, স্লোনরা, সত্যিই আজব মানুষ!'

'আমরা বুনো এলাকায় বাস করি, স্যার। আমি জানি অনেকে বুনো জন্তু-জানোয়ারকে স্নেহের চোখে দেখে। কিন্তু ওরা কখনও মুরগির খাঁচায় বেজি ঢুকলে কি ঘটে তা দেখেনি। বেজি হয়তো একটা বা দুটোর রক্ত খেতে পারবে, কিন্তু সবগুলোকেই সে মেরে রেখে যাবে। ভেড়ার বেলায় নেকড়েও তাই করে। পৃথিবীতে বর্বর জন্তু অনেক আছে, এবং মানুষও আছে· যারা একই রকম। আমাদের সাথে মাঝেমাঝে তাদের মোকাবিলা হয়েছে।'

এরপর হোটেলে যতক্ষণ থাকল সুখকর বিষয় নিয়েই কথাবার্তা হলো। চ্যানট্রির কাছ থেকে কিভাবে স্ত্রীর সাথে তার প্রথম পরিচয়, কিভাবে সে বিয়ের প্রস্তাব দিল, সবই সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন কোরে শুনল। মিসেস মার্শের বোর্ডিঙ হাউসের সামনে যখন গাড়ি থামল তখন বেশ রাত হয়েছে। ওপাশে অন্ধকারে কিছু যেন নড়তে দেখল ভ্যালেরি।

রাতে বিছানায় শুয়ে স্টেজে পিট্‌স্‌বার্গ। যাওয়ার কথা ভাবছে না ভ্যালেরি, ওর চোখের সামনে কেবল ডেভিডের চওড়া কাঁধ আর মাথার পিছনটা ভাসছে। কিন্তু কোনদিনই হয়তো তাদের আর দেখা হবে না।

ভোর হওয়ার আগেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ভ্যালেরি। আর একজন মহিলার সাথে ফিলিস রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। ওরা দু'জনেই ভ্যালেরিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

'আমার এটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না,' অস্থির ভাবে বলল ফিলিস। 'তুমি একা বাড়ি ফিরছ, এতটা পথ! আর সাথে এতগুলো টাকা!'

'কথাটা যত কম প্রচার হয় ততই ভাল,' বলল ভ্যালেরি। 'কিন্তু তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। বিপদ সামলানোর ক্ষমতা আমার আছে।'

ওদের থেকে বিদায় নিয়ে কার্পেটব্যাগটা হাতে তুলে নিল ভ্যালেরি। ওটা এখন আগের তুলনায় অনেক ভারি হয়েছে। তবে ওর মত শক্ত মেয়ের কাছে ওই ভার তেমন কিছুই নয়। পাহাড়ে আগুনের জন্যে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও অনেক বেশি ভার সে বয়েছে।

প্রথমেই চারপাশটা একবার দেখে নিল সে। কেউ তার ওপর নজর রাখছে না দেখে ভ্যালেরি কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

কোচ স্টেশনে বেশ ভিড়। কোচে উঠে সুস্থির হয়ে বসার পর সে চেক জ্যাকেট আর শক্ত বোওলার হ্যাট পরা লোকটাকে দেখতে পেল। ভ্যালেরির উল্টো দিকে সবথেকে দূরের কোনায় বসেছে লোকটা। কোচের যাত্রী মোট বারোজন। বাকি সবাই, যাত্রীরা যেমন হয় তেমনি। ওদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা, ভ্যালেরিকে নিয়ে ছয়জন। কমবয়সী মেয়েটা সুন্দরী, বড়-বড় চোখ, আর মিষ্টি কোরে হাসে।

ভ্যালেরির পাশেই বসেছে ছোট গড়নের পাকা চুলওয়ালা বুড়ি। ওর নীল চোখদুটো সতর্ক।

কোচ ছেড়ে দিল। বেশ দ্রুত ছুটছে। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে। বুড়িটার সাথে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে ভ্যালেরি। হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে সে

চমকে উঠল। পাশের বুড়ির ব্যাগটা নতুন, কিন্তু ওটা দেখতে ঠিক তার কার্পেটব্যাগের মত!

কয়েকবার চুপিচুপি কোনার বোওলার হ্যাট পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল স্লোন। কিন্তু লোকটা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, ওর দিকে মোটেও খেয়াল করছে না। লোকটা হয়তো নিজের কাজেই যাচ্ছে, মিছেই ওকে সন্দেহ করছে ভ্যালেরি। তবু সন্দেহটা ওর মন থেকে কাটল না।

কয়েকটা ওয়্যাগনকে পার হয়ে এল স্টেজকোচ। ধীরগতি ওয়্যাগনগুলো পশ্চিমে চলেছে। পুরুষ সবাই পাশেপাশে হাঁটছে, মহিলা আর বাচ্চারা ওয়্যাগনে চড়ে যাচ্ছে।

ল্যাংক্যাস্টারে স্টেজ থামল। ওখানে দু'জন যাত্রী নেমে গেল—একজন উঠল। রহাইড প্রায়ই এই শহরটার গল্প করত। বলত এখানকার পেনসিলভেনিয়া ডাচ্‌রা নাকি চমৎকার রাইফেল তৈরি করে।

বারবার ঘুরেফিরে ডাইনিঙ রুমে দেখা যুবকটার কথাই ভ্যালেরির মনে পড়ছে। ডেভিড—চমৎকার নাম। কিন্তু রহাইড যা বলেছিল সেটাও ওর স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, 'তাড়াহুড়া কোরো না। তোমার একশো লোকের সাথে জানাশোনা হবে, এবং তারমধ্যে হয়তো একজন বা দু'জনকে সত্যিই তোমার মনে ধরবে। তাদের বয়সও হবে উপযুক্ত।'

'উপযুক্ত বয়স কোনটা?' প্রশ্ন করেছিল সে।

'তার সাথে দেখা হলে সেটা তুমি নিজেই বুঝবে,' ওর দিকে চেয়ে হেসে জবাব দিয়েছিল রহাইড।

ল্যাংক্যাস্টারে বেশিক্ষণ থামল না, তাই কিছু দেখা হলো না। কিন্তু এলিজাবেথ টাউনে একঘণ্টারও বেশি থামবে জেনে ব্যাগ হাতে স্টেজ থেকে নামল ভ্যালেরি। কফির সাথে কিছু খেয়ে নেয়ার ইচ্ছা। স্টেজের ছোটখাট বুড়িটাও নেমেছে। ভ্যালেরির পাশেই বসল সে। মহিলা অমায়িকভাবে হাসল, কিন্তু কথা বলার কোন আগ্রহ ওর মধ্যে দেখা গেল না।

কাছাকাছি কয়েকটা শহর পার হয়ে শেষে চেম্বার্সবার্গ শহরে রাত

কাটাবার জন্যে স্টেজটা থামল। সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত। ঝাঁকানির চোটে ভ্যালেরির সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে। বোওলার হ্যাট পরা লোকটা বুড়িকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল। বুড়ির ব্যাগটাও সে-ই নামাল। হয়তো লোকটাকে ভুল বুঝেছিল ভ্যালেরি।

নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে নিচে নামার জন্যে দরজার দিকে এগোল স্লোন। ব্যাগটা কেমন যেন অন্যরকম ঠেকল। অস্পষ্ট আলোয় তাকিয়ে দেখে ঠিকই আছে মনে হলো। একজন ওকে নামতে সাহায্য করল। আবার ব্যাগটা তুলে নিল সে।

বেশি হালকা। চট কোরে ব্যাগ খুলে ভিতরে দেখল। ওটা তার ব্যাগ নয়!

আতঙ্কিত ভ্যালেরি চোখ তুলে তাকাল। দেখল সেই চেক জ্যাকেট পরা লোকটা বুড়ির সাথে দালানের কোনা ঘুরে অদৃশ্য হলো! বোওলার হ্যাট পরা লোকটাই তার ভারি ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সাত

দরজা খুলতেই নিজের ডেস্কের পিছন থেকে মাথা তুলে তাকাল হেনরি। তারপর সামনের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল সে।

ডেভিড বেশ লম্বা। চর্চা করা শক্ত শরীর। হেনরি চ্যানট্রিও ওই বয়সে অনেকটা ওর মতই ছিল। তবে ডেভিডের কাঁধ যে তার থেকে চওড়া, এটা মনে মনে স্বীকার করল সে।

'তোমাকে আমি একটা মিশনে পাঠাতে চাই।'

'মিশন? নাকি কাজকেই তুমি মিশন বলছ?' সুন্দর সাদা দাঁতের সারি দেখিয়ে হাসল সে।

'মিশনই। গতকাল ডিনারে আমার সাথে যে তরুণী মেয়েটা ছিল তাকে দেখেছিলে তুমি?'

'আর সবাই ওদিকে এত মনোযোগ দিচ্ছিল যে আমার মনোযোগের প্রয়োজন ছিল না ওর।'

'তাহলে তুমি ওকে আবার দেখলে চিনতে পারবে না?'

'অবশ্যই না।'

'আজ সকালে মেয়েটা পাঁচ হাজার ডলার আর একটা অত্যন্ত দামী পাথর নিয়ে একাই শহর ছেড়ে গেছে। আমি ওর জন্যে দুশ্চিন্তায় আছি।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ডেভিড। 'মামা,' বলল সে, 'আমি অ্যালিসিয়াকে কথা দিয়েছি ওকে আমি—'

'ওকে একটা নোট লিখে জানিয়ে দাও একটা বিশেষ জরুরী কাজে তোমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। সে নিশ্চয় বুঝবে।'

'আমি? কাজের তাগিদে বাইরে যাচ্ছি? না, সে বুঝবে না। কাজের জন্যে কবে আমি বান্ধবীকে দেয়া অঙ্গীকার ভেঙেছি?'

চ্যানট্রির চোখ কঠিন হলো। 'তুমি যদি নোটটা লিখতে না চাও তবে লিখো না। কিন্তু আমি আশা করব একঘণ্টার মধ্যেই তুমি পিট্‌স্ বারার স্টেজটাকে ধরার জন্যে পশ্চিমে রওনা হবে।

'আমি চাই ভ্যালেরি স্লোন নামের ওই মেয়েটা যেন নিরাপদে টেনেসিতে বাড়ি পৌঁছতে পারে, তুমি তার ব্যবস্থা করবে। বিশ বছর বয়স হয়েছে তোমার, এবং—'

'ওই বয়সে তুমি তোমার জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলে। জানি আমি। তুমি আমাকে ওই গল্প বহুবার শুনিয়েছ। এখন—'

'তুমি যদি একঘণ্টার মধ্যে ঘোড়ায় চেপে রওনা না হও, আর ওই মেয়েটা যদি নিরাপদে বাড়ি না পৌঁছায়, তাহলে তোমার সাপ্তাহিক হাত-খরচের টাকা কমিয়ে ছয় ডলার কোরে দেয়া হবে।'

প্রতিবাদে কড়া কিছু বলতে গিয়েও চ্যানট্রির চেহারার দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিল ডেভিড। মামা এমন মুডে থাকলে তার সাথে তর্ক করা বৃথা।

'সপ্তাহে ছয় ডলার? না খেয়ে মরব আমি!'

'অনেক ভাল-ভাল কাজেও ওর চেয়ে কমই দেয়া হয়। না, তুমি না খেয়ে মরবে না; তবে তোমাকে একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে। তোমাকে নিয়মিত কাজে যেতে হবে। হয়তো সেটাই তোমার জন্যে সবথেকে ভাল হবে।'

নিজের হাতের উল্টোপিঠের দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড। ভ্যালেরি স্লোন···স্লোনদের গল্প সে অনেক শুনেছে। তার মামার মনে স্লোনদের স্থান কোথায়, এটা সে ভাল করেই জানে।

'পিট্স্বার্গ থেকে সে কোথায় যাবে? মানে সে কিভাবে যাবে? স্টীমার? স্টেজ? না ঘোড়ায়?'

'স্লোনরা পাহাড়ে বাস করে। বুনো এলাকাই ওদের পছন্দ। নক্সভিল নামে একটা শহর আছে—'

'ওটার নাম আমি শুনেছি।'

'টাকালাকি কোভ ওটারই পুবে কোথাও আছে। কিন্তু যা ঘটার সেটা ওই মেয়ে পাহাড়ে পৌঁছার আগেই ঘটবে।'

ঘটবে? তুমি কি ঝামেলা হবে বলে আশা করছ?'

'নইলে তোমাকে কেন পাঠাব? তুমি একজোড়া পিস্তল আর তোমার রাইফেলটা সাথে নিও।' ডেভিড কিছু বলার আগেই চ্যানট্রি আবার বলল, 'তুমি জেসি হ্যাটফিল্ডের নাম শুনেছ?'

'প্রথম ল পড়া শুরু করার সময়ে ওর বিচারে আমি উপস্থিত ছিলাম। ওর কথা ভাল কোরেই মনে আছে আমার।'

'যারা মিস স্লোনের টাকা ডাকাতি করে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে তাদের মধ্যে হ্যাটফিল্ডও যে একজন, এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আমার রয়েছে।' সংক্ষেপে হুইটনি, হ্যাটফিল্ড, ম্যাকমিলানের উইল, আর হুইটনির অফিসে যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিল হেনরি। তারপর আবার বলল, 'এটাকে হালকা ভাবে নিও না। হ্যাটফিল্ড সাংঘাতিক লোক। খুন করতে সে একটুও দ্বিধা করবে না। আমি সন্দেহ করছি আরও লোক এতে জড়িত আছে।'

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা টাকার থলে বের কোরে ঝাড়িয়ে দিল চ্যানট্রি। 'এটা রাখো, তোমাদের খরচ। বেরিয়ে দেখবে আর্চি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আর্চি? মানে ক্লাবের ওয়েইটার?'

'হ্যাঁ। আর্চি তোমার সাথে যাবে। কিন্তু চাকর হিসেবে নয়, সঙ্গী হিসেবে। ও যে ফেলনা লোক নয়, এটা তুমি ধীরে ধীরে টের পাবে। সহজ লোক নয় আর্চি। সে আমার সাথে পরশুরাতে ডাচম্যানস্ সেলুনে গেছিল।'

চমকে মুখ তুলে তাকাল ডেভিড। 'তুমি? ডাচম্যানসে? এই বয়সে?'

হাসল হেনরি। 'হ্যাঁ, এই বয়সে। কিন্তু দেখলাম, তোমরা আমাকে যত বুড়ো মনে করো তত বুড়ো আমি এখনও হইনি। আসলে ওই অভিজ্ঞতার ফলে আমার বয়স দশ বছর কমে গেছে বলেই মনে হচ্ছে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'যাও, ডেভিড, কিন্তু খুব সাবধান। এটা একটা মারাত্মক ঝুঁকির কাজ।'

থলেটা পকেটে ভরে মামার সাথে হাত-মিলিয়ে বেরিয়ে এল ডেভিড।

শক্তিশালী কালো লোকটা বাইরে অপেক্ষা করছিল। সে বলল, 'আমি দুটো ঘোড়া সেজে তৈরি কোরে রেখেছি, স্যার, পথে যা লাগবে তাও নিয়েছি। কেবল তোমার অস্ত্রগুলো নেয়া বাকি।'

'তুমি অস্ত্র নিয়েছ?'

'নিশ্চয়, হ্যাটফিল্ড আর হুইটনিকে আমিও চিনি। তবে আরও লোকজন থাকবে। হুইটনির ওখানে নেড কলিনস নামে একজন কাজ করে। খুব খারাপ লোক।'

রাস্তার ওপর ঘোড়ার খুরের ক্লপ-ক্লপ শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। এখন আর অ্যালিসিয়ার কথা ভাবছে না ডেভিড। তার মামা, জেসি হ্যাটফিল্ডের মত লোকের হাত থেকে একটা যুবতী মেয়েকে রক্ষা করতে তাকে পাঠাচ্ছে! হঠাৎ গর্বে ফুলে উঠল তার বুক। মামার নিশ্চয় তার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা—কারণ এটা যে-সে লোকের কাজ নয়।

কয়েক বছর আগের কথা ওর মনে পড়ল। জেসি হ্যাটফিল্ডের অবজ্ঞাভরা ঠাণ্ডা চোখদুটো সে এখনও ভোলেনি। ভরা কোর্টরুমে একবার ওর সাথে তার চোখাচোখি হয়েছিল।

'আমরা জোরে ঘোড়া ছুটালে স্টেজটাকে চেম্বার্সবার্গে ধরতে পারব। স্টেজকোচটা রাতের জন্যে ওখানে থেমে পরদিন সকালে আবার রওনা হবে।'

'যদি এরমধ্যে কিছু না ঘটে।'

'কিছুই বলা যায় না, স্যার।'

'আচ্ছা, হ্যাটফিল্ড কি করবে বলে মনে হয়?'

'জানি না, কিন্তু সে সাবধান থাকবে। কারণ সে পরিচিত বলে কোন কোর্টেই সহানুভূতি পাবে না। তাই উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে সে।'

'সে কি মেয়েটাকে মেরে ফেলবে?'

'হ্যাঁ, মারবে। খুন সে আগেও করেছে। আর আমরা যে এলাকায় যাচ্ছি সেটা ওর চেনা। নাচেজ ট্রেসে সে আগে থেকেই অনেক ধান্দাবাজিতে জড়িত ছিল।'

'আর নেড কলিনস?'

'একটা গুণ্ডা, স্যার। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী। কিছুদিন বাজি ধরে টাকার বিনিময়ে সে মুষ্টিযুদ্ধ করেছে। একজন জুয়াড়ী আর মস্তান। জঘন্য লোক।'

'কিছু বক্সিঙ আমিও করেছি।'

আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে আর্চি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কখনও লড়েছ? বক্সিঙ করেছ বললে—কিন্তু লড়াই? সত্যিকার লড়াই কখনও করেছ, স্যার?'

'স্কুল-কলেজে কেউ আমার সাথে পারেনি। ভেবো না। আমি নিজেরটা নিজেই সামলাতে পারি।'

'সন্দেহ নেই, স্যার। কিন্তু নেড কলিনস যে ধরনের ফাইট করে, সেটা কলেজে তোমরা যেমন লড়েছ, তেমন না।'

বিরক্ত বোধ করছে ডেভিড। কিছুটা তফাত তো হবেই—কিন্তু কলেজের মুষ্টিযোদ্ধারা ছিল খুব উঁচু ট্রেইনিঙ পাওয়া উপযুক্ত ফাইটার। সাধারণ কোন যোদ্ধা ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। কথাটা বলেও ফেলল সে।

'জবাব দেয়ার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, স্যার, কিন্তু নেড ওদের সবাইকে একই সন্ধ্যায় একে একে হারানোর পরেও একটুও ঘামবে না। সৌখীন আর পেশাদারের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। নেড যথেষ্ট ভাল। ওকে আমি ফাইট করতে দেখেছি। ইয়র্কশায়ার সোয়াইপারের বিরুদ্ধে সে বেয়াল্লিশ রাউণ্ড লড়েছিল।'

'বেয়াল্লিশ রাউণ্ড?'

ডেভিড নিজে কখনও পাঁচ রাউণ্ডের বেশি লড়েনি। মাঝেমাঝে জিদের বশে কিছু ভাল ফাইটও হয়—কিন্তু বেয়াল্লিশ রাউণ্ড? প্রাইজ ফাইটের নিয়ম অনুযায়ী কেউ পড়ে গেলেই রাউণ্ড শেষ। শুধু মার খেয়েই নয়, ধাক্কা খেয়ে, বা পিছলে পড়ে গেলেও রাউণ্ড শেষ হয়। কিন্তু তাই বলে বেয়াল্লিশ রাউণ্ড—তাতে দু'জনকে কমপক্ষে একঘণ্টা লড়তে হবে।

অবশ্য এক ঘোড়ারক্ষকের বিরুদ্ধে, ঘোড়াকে অকারণে মারার প্রতিবাদে সে লড়েছিল। ষণ্ডামার্কা লোকটা ওজনে প্রায় তার দেড়গুণ ছিল। কতক্ষণ লড়েছিল? কমপক্ষে তিরিশ মিনিট হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে ভাল মত শায়েস্তা করেছিল সে।

ঘোড়া দুটো দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এলিজাবেথ টাউনে পৌঁছে ওরা খোঁজ নিল। জানল, ওইরকম একটা মেয়ে স্টেজে ছিল।

লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। লালচে চুল। ফুলের মত সুন্দর।

বর্ণনাটায় বিরক্ত হলো ডেভিড। 'ফুলের মত সুন্দর!' কার মতে? স্ট্যান হ্যারিসও টেবিলে ফিরে এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। বলেছিল, 'পাহাড়ী মেয়েরা যদি এত সুন্দর হয় তবে আমি ভুল জায়গায় বাস করছি।' অবশ্য স্ট্যানের সবকিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি।

মিডলটাউনে ঘোড়া বদল কোরে আবার দ্রুত এগোল ওরা।

চেম্বার্সবার্গ ওখান থেকে বেশি দূরে নয়।

যাত্রীরা স্টেজে উঠছে, এই সময়ে ওরা চেম্বার্সবার্গ পৌঁছল।

'না, স্যার,' ডেভিডের প্রশ্নের জবাবে ড্রাইভার বলল, 'স্টেজ থেকে নামার পর আর আমি তাকে দেখিনি। যতটুকু বুঝলাম, তাতে মনে হলো ওরা ভুল কোরে তার ব্যাগটা নিয়ে গেল, মেয়েটাও ওদের পিছনে ধাওয়া করে ছুটল। ওরা ওই দিকে গেছে।' আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করল সে।

'ওরা কারা?'

'একটা ছোট্ট বুড়ি, আর অন্যজন চেক জ্যাকেট পরা ভারি গড়নের লোক। লোকটা বুড়িকে নামতে সাহায্য করেছিল। এর আগে বুঝিনি ওরা একই সাথের লোক। গাড়িতে ওরা আলাদা বসেছিল।'

বিড়বিড় কোরে একটা গাল দিয়ে ডেভিডের দিকে তাকাল আর্চি।

'ওরা মোটেও দেরি করেনি, স্যার। ব্যাগটা নিয়ে গেছে। ওর টাকা তো নিয়েই গেছে, হয়তো ওকেও নিয়েছে!'

'এটা কতক্ষণ আগের ঘটনা?' ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল ডেভিড।

'তিন-চার ঘণ্টা হবে। আমি পিছন থেকে ডেকেছিলাম, কিন্তু সে থামল না।' একটা ব্যাগ দেখাল সে। 'ওইটা রেখে গেছে মেয়েটা। ব্যাগ খুলে দেখেছিল ভিতরে কি আছে—তারপরেই ছুটল। ব্যাগে পুরানো কার্পেট ছাড়া আর কিছুই নেই।

রাগে, আর মেয়েটার জন্যে আশঙ্কায় রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটাল ডেভিড। দালানের কোনা ঘুরে দেখল ওদিক দিয়ে একটা সরু রাস্তা এগিয়ে গেছে। দু'পাশে গুদাম আর খালি স্টোর। থেমে দাঁড়াল ডেভিড। ধুলো উড়ে আবার স্থির হলো।

'আমরা ধীরে এগোই,' প্রস্তাব দিল আর্চি। 'হয়তো আমরা কোন ক্লু দেখতে পাব। ওরা খাপটি মেরে কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারে, আবার এগিয়েও গিয়ে থাকতে পারে।'

ঘোড়ার পিঠে বসেই রাস্তাটা খুঁটিয়ে দেখল ডেভিড। তারপর বলল, 'ছায়ার পিছনে ছুটে লাভ নেই। আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করতে

হবে। ধরে নিচ্ছি ওরা এটা আগে থেকেই প্ল্যান করেছিল। এখানে পৌঁছে মিস স্লোন ক্লান্ত থাকবে সন্দেহ নেই।

'ভ্যালেরি স্লোনের পাশে বসা বুড়িটা নিশ্চয় ওদেরই দলের লোক। নেড ছিল দরজার পাশে, কোনায়। সে বুড়ির হাত থেকে ভারি ব্যাগটা নিয়ে ওকে নামতে সাহায্য করেছে। ওরা আশা করেছিল ব্যাগ বদল করাটা জলদি ধরা পড়বে না।

'ওরা যদি এসব প্ল্যান করেও থাকে, ওদের যাওয়ার একটা জায়গা দরকার। যেখানে ওরা স্টেজ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে।

'আবার ব্যাগ বদলের ব্যাপারটা জানাজানি হলে ওরা কি করবে সেটারও একটা প্ল্যান ওরা নিশ্চয় করেছে। বোঝা যাচ্ছে নিরাপদে লুকাবার জায়গা ওদের জন্যে খুব জরুরী। আমরা জানি মেয়েটা ওদের পিছনে ধাওয়া করেছে। এখন দুটো সম্ভাবনা আছে। হয় মেয়েটা এখনও ওদের অনুসরণ করছে, অথবা সে ওদের হাতে বন্দী হয়েছে।'

'কিংবা খুন হয়েছে,' বলল আর্চি। 'নইলে ওদের জেলে যেতে হবে। অবশ্য, মাথায় আঘাত কোরে কোথাও ফেলেও রেখে যেতে পারে।'

ঘোড়া দুটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে সামনে এগোল ওরা। 'মেয়েটা হয়তো কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারে,' বলল ডেভিড।

'কিন্তু তা কেন করবে? সে তো একা।'

'মেয়েটা স্লোন তো বটে? আমি মামার মুখে শুনেছি ওদের পরিবার একে অন্যের বিপদে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ হোক কাল হোক মেয়েটার খোঁজ পড়বেই। চিহ্ন না রাখলে যারা আসবে তারা অনুসরণ কিভাবে করবে? আমার বিশ্বাস কোন না কোন চিহ্ন সে নিশ্চয় রাখবে।'

'সম্ভব হলে, এবং বেঁচে থাকলে।'

ওই সম্ভাবনার কথাটা বিবেচনা করতে চায় না ডেভিড। নেড বা জেসির হাতে পড়লে মেয়েটার কি হবে ভেবে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর।

কি চিহ্ন রাখতে পারে মেয়েটা?

রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছেও কোন চিহ্ন ওদের চোখে পড়ল না। হঠাৎ মাটির দিকে দেখাল আর্চি।

'এইখানে একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে ছিল! খুরের চিহ্নগুলো দেখো। মনে হয় ঘণ্টাখানেকের বেশিই অপেক্ষা করেছে ওটা।'

একজন মোটাসোটা মহিলা তার উঠানের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে মাঝবয়সী মেয়েটার দিকে এগোল ডেভিড।

'ম্যাম?' মাথা থেকে হ্যাট নামাল সে। 'তুমি কি রাতের বেলা এখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ? কিংবা সকালের দিকে?'

'একটা গাড়ি? হ্যাঁ, তা আমি দেখেছি।' হাতের ইশারায় একটা জানালা দেখাল সে। 'আমি ওখানে জানালার ধারে ঘুমাই। গতরাতে ঘোড়ার মাটিতে পা ঠোকা আর গাড়ির ককানিতে প্রায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি।

'ভোর হওয়ার কিছু আগে দু'জন মানুষ দৌড়ে ছুটে এসে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল।

'দু'জন লোক? তুমি শিওর যে ওরা তিনজন ছিল না?'

'আরও একজন ছিল, কমবয়সী মেয়ে, কিন্তু সে পরে পৌঁছল। ততক্ষণে গাড়িটা বাঁক ঘুরেছে। মেয়েটা থামল, খুব রেগেছিল সে। মাটিতে পা ঠুকে কি যেন বলল···খুব জোরে।'

'তারপর? কোথায় গেল সে?'

'ওই দিকে।' একটা আস্তাবলের দিকে দেখাল মহিলা। ওটার দরজায় এখনও লণ্ঠন জ্বলছে। 'ওটা লিভারি স্টেব্‌ল্। মেয়েটা ভিতরে ঢোকার দুই মিনিটের মধ্যেই আবার বেরিয়ে ঘোড়া নিয়ে ছুটল ওদের পিছনে। আমি জানি না ঘটনাটা কি, কিন্তু মেয়েটা যে খুব বিগড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ম্যাম।'

ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ওরা। 'মেয়েটা ওদের পিছনেই ধাওয়া করেছে। ওদের জলদি ধরা দরকার।'

'মিস্টার? তুমি লিভারি স্টেব্‌লের পোকি জোকে জিজ্ঞেস করলে সে তোমাকে সব বলতে পারবে। ওকে বোলো ময়রা রীডার তোমাকে পাঠিয়েছে।' একটু থেমে মহিলা প্রশ্ন করল, 'মেয়েটা কি বিপদে পড়েছে?'

'আমরা সেই ভয়ই করছি, ম্যাম। সেই ভয়ই করছি।'

আট

এক হাতে স্কার্ট কিছুটা গুটিয়ে রাস্তা ধরে ছুটেছিল ভ্যালেরি। কিন্তু কোনাটা ঘুরে দেখল ওরা গাড়িতে উঠছে। পুরোটাই আগে থেকে প্ল্যান কোরে করা, গাড়িটা ওদের জন্যেই ওখানে রাখা ছিল। গাড়িতে উঠেই দ্রুতবেগে ওরা গাড়ি ছুটাল।

ওটার পিছনে দৌড়ে কোন লাভ নেই। এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল সে। বুকের ভিতর ধড়াস-ধড়াস কোরে ভারি হার্ট বীট চলছে। টাকাটা ওদের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। এখন তার চোখের সামনেই টাকাটা দূরে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভেবেছিল ওই টাকা দিয়ে চাষের সুবিধার জন্যে একটা মিউল কিনবে। রহাইডের জন্যে একটা নতুন রাইফেল, আর নিজের জন্যে কিছু ফ্যাশনের জামা। কিন্তু সবই গেল একটু ঘুমের ভাব আসায়, আর ছোট্ট বুড়িকে সন্দেহ না করায়।

মহিলা তার কার্পেটব্যাগটা চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়েই স্টেজে উঠেছিল। ওরা জানত সে কি রঙের ব্যাগ নিয়ে ফিলাডেলফিয়ায় এসেছে। সুতরাং সবটা প্ল্যান করতে ওদের কোন অসুবিধে হয়নি। তার চিৎকার কোরে ওদের গালি দিতে ইচ্ছা করছে। হঠাৎ লিভারি আস্তাবলের দরজায় লণ্ঠনটা ওর নজরে পড়ল।

কপাল ভাল কয়েকটা সোনার মুদ্রা প্রয়োজনে খচর করার জন্যে সে পকেটে রেখেছিল। ছুটে লিভারি স্টেব্‌লে ঢুকে একটা ঘোড়া চাইল সে। লোকটা কোন কিছু বলার আগেই ওর হাতে একটা সোনার কয়েন ধরিয়ে দিয়ে একটা ঘোড়া বের কোরে ঘোড়াকে মাথার সাজ পরাল ভ্যালেরি। লোকটা তার তাড়া বুঝেই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে পেটি এঁটে দিল। ঘোড়াটাকে সে ফেরত দেবে জানিয়ে গাড়িটার পিছনে ছুটল ভ্যালেরি।

চেম্বার্সবার্গ ছোট শহর। গ্রামের পথ ধরতে ওদের বেশিদূর যেতে হয়নি। মোড় নেয়ার সময়ে দূর থেকে ওদের এক ঝলক দেখতে পেল মেয়েটা। ভাবছে তার সাথে রাইফেলটা থাকলে ভাল হত। তাহলে গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার আগেই সে ওদের থামাতে পারত। কিন্তু বর্তমানে চিরুনি আর সুগন্ধির বোতলের সাথে ব্যাগের ভিতর ছোট ব্যারেলের পিস্তল আর জামার ভিতর টুথপিকটা ছাড়া ওর কাছে আর কিছু নেই। ব্যাগটা লম্বা ফিতের মাথায় ওর কব্জির সাথে ঝুলছে।

ওরা পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। ভ্যালেরির থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে গাড়িটা। দ্রুত এগোতে ভয় পাচ্ছে ও, কারণ তাহলে হয়তো ওরা কোথাও মোড় নিতে পারে, এবং অন্ধকারে ওরা কোথায় মোড় নিল সেটা ওর চোখ এড়িয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া এখন ওরা স্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে যেটা ভোরের আলো ফুটলেই ওর পক্ষে অনুসরণ করা সহজ হবে। পুবের আকাশের ফিকে রঙ দেখে বোঝা যাচ্ছে সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই।

ভ্যালেরি যে কি করবে এ বিষয়ে ওর মাথায় কোন সুনির্দিষ্ট প্ল্যান নেই। বর্তমানে সে কেবল ওদের পিছু নিয়েছে। লোকটা নিশ্চয় পিছন ফিরে দেখেছে যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক যে কেউ তাকে অনুসরণ করুক তা সে চাইবে না। সুতরাং ফাঁদ থেকে ভ্যালেরিকে সাবধানে থাকতে হবে।

হেনরি চ্যানট্রি বলেছিল জেসি হ্যাটফিল্ড খুন করেছে। এবং আবারও খুন করতে সে দ্বিধা করবে না। সুযোগ পেলে সামনের লোকটাও তাই

করবে।

রাস্তাটা পাইন বা আর কোন জঙ্গলে ঢুকেছে। দূর থেকে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গাছগুলো রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘন হয়ে জন্মেছে। মাঝে মাঝে খুঁটির সাথে লম্বা লম্বা বার এঁটে বেড়া দেয়া হয়েছে। মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর গাছ পাতলা হয়ে এল। দু'পাশেই বেড়া দেয়া মাঠ আর পশু চরার জমি দেখা যাচ্ছে। দূরে, অনেক সামনে একটা আলো।

আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে। লাইটটা যেখানে রয়েছে সেখানে অস্পষ্টভাবে কয়েকটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছে ভ্যালেরি। যে গাড়িটাকে অনুসরণ করছিল সে, ওটা থেমে দাঁড়াল।

স্পারের খোঁচা দিয়ে ঘোড়াটাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটাল ভ্যালেরি। ওদের হাতেনাতে ধরতে চায় সে। কিন্তু গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। একজনকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। স্টেজ স্টেশনের দরজা খোলার চেষ্টা করছে—ভিতরে ঢুকে পড়তে চাইছে। দরজাটা খুলতে না পেরে চট করে একবার ভ্যালেরির দিকে ফিরে চেয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির পিছন দিকে রওনা হলো। ওর পিছনে ছুটল স্লোন।

দালানের পিছনের কোনায় পৌঁছে বুড়িকে ধরার জন্যে ঘোড়ার পিঠে বসেই থাবা চালাল ভ্যালেরি। একটা নরম টুপি আর কিছু পাকা চুল উঠে এল ওর হাতে। মুহূর্তে কব্জি ধরে টেনে মহিলা ভ্যালেরিকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল!

ধুলোর ওপর পড়ল ওরা, ভ্যালেরি উপরে। মহিলা ওর চুলের মুঠি ঠেসে ধরল। মেয়ে হলেও পাহাড়ে শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে স্লোন। সোজা বুড়ির নাকের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি বসাল সে। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে বুড়ি, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে ওর। ওকে আবার আঘাত করল স্লোন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভাল কোরে চেয়ে দেখল।

মানুষটা কোন পাকা চুলওয়ালা ছোট্ট বুড়ি নয়। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাণবন্ত যুবতী। প্রথমেই পরচুলা হারিয়েছে, পরে ধস্তাধস্তিতে ওর মুখের জাল মেইকআপও অনেকাংশে মুছে গেছে। মেয়েটার ব্যাগ

ছিঁড়ে সোনার মুদ্রার সাথে আরও কিছু খুচরা পয়সা বেরিয়ে ধুলোয় পড়েছে। সোনার মুদ্রা দুটো তুলে নিল ভ্যালেরি।

'একটা গরীব মেয়ের টাকা লুট করার জন্যে তোমার পারিশ্রমিক হিসেবে তুমি এগুলো নিয়েছ? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!'

নতুন চকচকে সোনার মুদ্রা। ওগুলো যে তারই তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুদ্রাগুলো ব্যাগে ভরে ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল ভ্যালেরি।

'তুমি আমার সব টাকাই নিয়ে গেছ!' প্রতিবাদ করল মেয়েটা। 'আমার কাছে এখন স্টেজে শহরে ফেরার পয়সাও রইল না!'

'আছে,' জবাব দিল স্লোন। 'ওখানে কিছু ভাঙতি পয়সা আছে, ওটাই যথেষ্ট। যাকগে, না থাকলে হাঁটবে। খারাপ পথে চলার জন্যে তাতে তোমার উচিত সাজা হবে।'

ঘোড়াটাকে আরও কাছে টেনে এনে ওটার পিঠে চড়ল স্লোন।

'লোকটা কোথায় যাচ্ছে?' প্রশ্ন করল সে।

'তাতে তোমার বাপের কি?' রুক্ষ স্বরে বলল মেয়েটা।

'শোনো, পাজি মেয়ে,' শান্ত স্বরেই বলল ভ্যালেরি। 'তোমাকে ভাল-মুখে জিজ্ঞেস করেছি, ভালভাবেই জবাব দাও। নইলে ঘোড়াটা তোমার ওপর চড়িয়ে দেব!'

তাড়াতাড়ি মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু তার আগেই ঘোড়ার কাঁধের ধাক্কায় চিৎপাত কোরে ওকে মাটিতে আছড়ে ফেলল ভ্যালেরি। গড়িয়ে উঠে বসল সে। পা ছড়ানো, হাত দুটো পিছন থেকে খুঁটির মত ওর অর্ধেক দেহের ভার রেখেছে।

'জলদি বলো! নইলে ঘোড়াটাকে তোমার ওপর দিয়েই চালিয়ে দেব।'

ভ্যালেরির দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা। 'ও আমাকে চল্লিশ ডলার দেবে বলেছিল! ওটা অনেক টাকা!'

'এই ঘোড়াটাও অনেক ভারি,' বলল স্লোন। 'কোথায় যাচ্ছে ও?'

'ওর কাছে আমার কোন ঠেকা নেই,' বলল মেয়েটা। 'সে ডিকি মাউন্টিনসে একটা গোপন আস্তানায় যাচ্ছে। ওটা ডেভি লুইসের

হাইডআউট ছিল!'

টেনেসির পাহাড়েও ডেভি লুইসের নাম ওরা শুনেছে। লোকটা পেন্‌সিলভেনিয়ার আউটল। প্রথমে মুদ্রা জাল করত, পরে জেল থেকে বেরিয়ে পুরোপুরি আউটল হয়েছে।

শোনা যায় ডেভি হচ্ছে রবিন হুড টাইপের ডাকাত। বড়লোকদের থেকে নিয়ে গরীবকে দেয় সে। অবশ্য এমন অনেক রবিন হুডের কথাই আজকাল শোনা যায়, যারা গরীব বলতে নিজেকেই বোঝে।

দিনের আলো ফুটেছে। গাড়ির ট্র্যাকটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খুরের ছাপ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ভ্যালেরি। ওগুলো মানুষের স্বাক্ষরের মত—একটার সাথে অন্যটা মিলবে না। সুতরাং ওই ছাপ পরে আবার দেখলে সে ঠিকই চিনতে পারবে।

জেসি-হ্যাটফিল্ডও যে এরসাথে জড়িত আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এবং সামনের গাড়িতে যে আছে, সেও তারই লোক।

ভ্যালেরির কাছে আছে 'ডুন' পিস্তল। ওটা থেকে একবারে একটাই গুলি করা যায়। ওর কাছে অবশ্য আরও পাঁচবার গুলি করার মত বারুদ আছে। অবশ্য সে যদি যথেষ্ট কাছে ঘেঁষতে পারে, তাহলে একজনের জন্যে একটার বেশি গুলি তার দরকার পড়বে না। তবে গোলাগুলি ছাড়া কাজ চললেই ভাল। কাউকে গুলি করে মারতে সে চায় না।

এখন ভ্যালেরির মাথায় একটাই চিন্তা। ওরা তার টাকা নিয়েছে—যেভাবেই হোক, সেটা তাকে উদ্ধার করতেই হবে। ভাবছে তার জায়গায় এখানে আজ রহাইড, বা তার ভাই ইথান থাকলে ভাল হত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওদের কাউকে এখন সাহায্যের জন্যে পাওয়া যাবে না। যদি সে আইনের সাহায্য নিতে যায়, তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

পথে মাঝে মাঝে ফার্ম পড়ছে। বেশির ভাগই কাঠের রেইল দিয়ে ঘেরা, আর বাড়িগুলো মোটা কাঠের তৈরি। এগুলো ওকে বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এখন দ্রুতবেগে এগোচ্ছে ভ্যালেরি। খুরের আর চাকার দাগ দেখে চিনতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

ওরা কোথায় যাচ্ছে? কত দূরে? কিন্তু 'ওরা' ভাবছে কেন ভ্যালেরি? হ্যাঁ, নিশ্চয়। গাড়িটা ওখানে কে এনেছিল? গাড়ির একজন চালক থাকাই স্বাভাবিক। কে সেই ড্রাইভার? হ্যাটফিল্ড? জানে না সে। কেবল এইটুকু জানে, টাকাটা উদ্ধার কোরেই সে বাড়ি ফিরবে। ওটা তাদের ভীষণ কাজে আসবে।

এমন নয় যে তারা অভুক্ত আছে। পাহাড়ে প্রচুর খাবার আছে। শিকার, বিভিন্ন রকম শাক, বাদাম—এছাড়া ওরা যা চাষ করে তাতে কিছু সব্জি আর শস্যও পায়। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার চাহিদা পূরণ হওয়ার পরও অনেক রকম আকাঙ্ক্ষা আর চাওয়া থেকে যায়। তার মায়ের বয়স হয়েছে, ভ্যালেরি চায় না তাকে এখনও কঠিন পরিশ্রম করতে হোক। ছোটখাট অনেক আরাম প্রয়োজন—যেমন, নতুন বিছানা, নতুন জামা-কাপড়, যা ওদের জীবনে কিছুটা আয়েশ আনবে। ওদের চাহিদা খুব কম। টাকাটা ওদের সব চাহিদা মেটাতে পারত।

এতক্ষণ ভ্যালেরি কেবল ওদের অনুসরণই করেছে। এবার ওদের দেখা পেলে কি করবে, সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। কি করতে পারে সে? সে একা, আর ওরা দু'জন শক্তিশালী পুরুষ। ওদের একজন যদি হ্যাটফিল্ড হয়, তাহলে আরও বিপদ—সে একজন খুনী। বোঝা যাচ্ছে লোকগুলো নির্জন পাহাড়ের ভিতর ঢুকছে…তারপর?

ভ্যালেরির লম্বা নলের পিস্তলটা কার্পেট ব্যাগের ভিতর রয়েছে। ওটা বারুদ ভরে গুলি করার জন্যে তৈরি করেই রাখা আছে। ওটা ওরা বের কোরে নেয়নি তো?

একটাই গুলি করতে পারবে সে। তারপর আবার তাকে রিলোড করতে হবে।

বহুদিন শিকার কোরে অভ্যাস থাকায় সে দ্রুত রিলোড করতে পারে বটে, কিন্তু পিস্তলধারী কারও মোকাবিলা করার মত দ্রুত রিলোড করা অসম্ভব।

অর্থাৎ তাকে আলাদা ভাবে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। একসাথে দু'জনকে সে সামলাতে পারবে না। সতর্কভাবে অত্যন্ত

চালাকির সাথে তাকে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

সে যে এখানে আছে তা কেউ জানে না। হেনরি চ্যানট্রি জানে সে এখন বাড়ির পথে। রহাইড আর তার মা ভাববে সে ফিলাডেলফিয়ায় অথবা ফেরার পথে কোথাও আছে। কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে, এটা ওরা কেউ আন্দাজ করার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।

শিকার করার সময়ে বহুবার সে চুপিসারে শিকারের একেবারে কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। জঙ্গলে আর পাহাড়ে সে ভূতের মতই চলাফেরা করতে পারে। এতদিন যা শিখেছে সবই এখন তার কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য ওভাবে কোন মানুষকে শিকার করার কথা সে কখনও ভাবেনি। এটা একটা পাহাড়ী সিংহ বা রাগী ভালুককে কোণঠাসা করার মতই হবে···তবে আরও বিপজ্জনক।

ভ্যালেরির মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে। হার্ট বীটও ভারি। এটাই কি ভয়? না, তা হয়তো নয়। ওরা এখনও সামনে কোথাও রয়েছে। সাবধানে এগোচ্ছে ভ্যালেরি। মনে হচ্ছে ওরা এসব কেবিন আর লোকালয় ছেড়ে যাওয়ার আগে কিছু করবে না। ওকে ধীরে এগোতে হবে।

কি যে করবে বুঝে পাচ্ছে না ভ্যালেরি। তাকে বুদ্ধি দেয়ারও কেউ নেই। যা করার তা ওকে বুদ্ধি খাটিয়ে একাই করতে হবে।

দু'বার ঝর্নার পাশে থেমেছে সে। পানি খেয়েছে। খিদে পেয়েছে ওর, কিন্তু এটা ওকে সহ্য করতে হবে, নইলে ওদের হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। ওদিকে সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। অন্ধকারে আর অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। রাতের জন্যে ওকে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। কিছু খাবারও সংগ্রহ করতে হবে।

দু'পাশের মাঠই একেবারে খালি। ওই জমি কেউ চাষ করেনি। এদিকটা জনশূন্য বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সামনে, দূরে, একটু ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে সে। নিশ্চয় কেউ রাতের খাবার তৈরি করছে। ঘোড়ার গতি আরও কমাল ভ্যালেরি। এখনই সতর্ক থাকার সময়। কেউ হয়তো তাকে গুলি করার জন্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে পারে।

কিছু ঘন গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে দু'বার সে সামনের ট্রেইলটার ওপর নজর রেখেছে। ওর হাতব্যাগের ভিতর ডুন পিস্তলটার বাট ধরে ছিল। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই ওর চোখে পড়ল না।

ডুন পিস্তলগুলো বিশেষ ভাবে তৈরি। গত শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডের সব লোকের কাছেই ওই পিস্তল ছিল অত্যন্ত প্রিয়। অনেক স্কটিশ হাইল্যাণ্ডার ডুন পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জন মার্‌ডক্‌ নামে একজন স্কচ লোক ভ্যালেরির পিস্তল দুটো তৈরি করেছিল। ভ্যালেরির বয়ে বেড়াবার সুবিধার জন্যে রহাইড একটা পিস্তলের নল চার ইঞ্চি কেটে ছোট কোরে দিয়েছে। যদিও লম্বা নলের পিস্তলটাই ওর বেশি প্রিয়, তবু কেবল পাহাড়ে ছাড়া একটা মেয়ের পক্ষে এতবড় পিস্তল সাথে রাখা অশোভন।

রাস্তাটা সামনে বাঁক নিয়ে ঘুরেছে। কেবল দুইপাশে ওয়্যাগনের চাকা চলাচলের ফলে সাদা দাগ হয়েছে, মাঝখানে ঘাস। বেড়ার রেইল অনেক জায়গায় খসে পড়েছে। সবকিছুতেই একটা পরিত্যক্ত ভাব; অযত্নের চিহ্ন। ঘোড়া থামিয়ে আবার সামনের এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল ভ্যালেরি। গাছের তলাগুলো বেশ অন্ধকার। সামনে থেকে বাতাসে হালকা ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে।

ঘোড়ার কান দুটো খাড়া হয়েছে। ধোঁয়ার গন্ধ ওর নাকেও গেছে। এটা যে কাছাকাছি কোথাও মানুষের অস্তিত্বের চিহ্ন এটা ভাল কোরেই জানে সে। হয়তো গুদামে রাখা খড়ের গন্ধও ঘোড়াটা টের পাচ্ছে। এগিয়ে যেতে চাইছে ও, কিন্তু ভ্যালেরি ওকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

একটা ফাঁদ—এটারই ভয় করছে স্লোন। ধীরে ঘোড়াটাকে এগোতে দিল সে। পিস্তলটা তৈরি। প্রত্যেকটা ঝোপ আর গাছে ওর চোখ ঘুরে ফিরছে। যে কোন রকম শব্দ শোনার জন্যে তার কান খাড়া আছে। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না।

কোথাও একটা পেঁচা ডেকে উঠল। ঘোড়াটা ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে। হয়তো মিছেই সে এত সতর্ক থাকছে। ওরা হয়তো এতক্ষণে অনেক মাইল সামনে এগিয়ে গেছে। তাছাড়া একটা ফার্মের কাছে কিছু

করার চেষ্টা ওরা করবে না। তবু, সাবধানের মার নেই।

ভ্যালেরি ক্লান্ত। এত রাত পর্যন্ত স্টেজ যাত্রার ক্লান্তি। তারপর সারাটা দিন ঘোড়ার পিঠে। কম ধকল যায়নি, তার ওপর সারাদিন সে কিছু খায়নি। গাড়ির ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছে ও। গাড়িটা সোজা এগিয়েছে।

এখন কেবিনের জানালায় আলো দেখতে পাচ্ছে সে। একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। কেউ ভিতরে ঢুকল বা বাইরে বেরিয়েছে। হয়তো এখানে কিছু খাবার পাওয়া যাবে। কপাল ভাল থাকলে রাত কাটাবার জায়গাও মিলতে পারে। যাহোক, জিজ্ঞেস কোরে দেখতে ক্ষতি নেই। অন্ধকারে ট্র্যাক দেখা যাবে না, তাই অনুসরণ করার চেষ্টা বৃথা।

আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না ভ্যালেরি। বেশি অন্ধকার। ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে গেইট দিয়ে ঢুকে হিচিঙ রেইলের সামনে এসে নামল সে। ওর পুরো শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঘোড়াটাকে বেঁধে পিছনে গেইটের দিকে তাকাল। ওটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে ওরা। ফার্মের লোকজন সাধারণত এসব ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখে। হয়তো ওরা কোন প্রতিবেশীকে আশা করছে, কিংবা ওদেরই কেউ এখনও বাইরে আছে।

বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দিল ভ্যালেরি। এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। কোন সাড়া নেই। বেকন ভাজার গন্ধ ওর নাকে আসছে। ওর পেটটা জোরে ডেকে উঠল। খিদে পেয়েছে তারই সঙ্কেত।

আবার নক করল সে। এবার কারও আসার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজা খুলে গেল। ভিতর থেকে আলো এসে পড়ল ভ্যালেরির মুখে।

'ভিতরে এসো!' পুরুষের কণ্ঠস্বর। 'সোজা চলে এসো! ভাল সময়েই এসেছ, সাপার প্রায় তৈরি!'

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার জন্যে ঘুরে দেখল ওটা আগেই বন্ধ করা হচ্ছে।

টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি রয়েছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। একটা ফ্রাইঙ প্যানে বেকন ভাজা হচ্ছে। পাশেই কফির কেতলি।

'এসো, বসো! সাপারের জন্যে সময় মতই হাজির হয়েছ তুমি!'

ভ্যালেরির পিছনে দরজাটা বন্ধ হলো। হুড়কো দিয়ে ওটাকে ভাল মত আটকে দিল লোকটা। ভিতরে দু'জন লোক। একজন হুইটনির অফিসের বাচাল কেরানি। অন্যজন স্টেজের বোওলার হ্যাট আর চেক জ্যাকেট পরা সেই লোক।

নয়

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভ্যালেরি। আগুনের ধারে কমবয়সী যুবক একটা ফর্ক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। চেক জ্যাকেট পরা লোকটা রয়েছে ভ্যালেরি আর দরজার মাঝখানে। ওকে পেরিয়ে দরজা খুলে হুড়কো নামিয়ে বাইরে বেরোবার কোন উপায় নেই। চেষ্টা করলে বেরোবার আগেই ওরা দু'জন খুব সহজে ভ্যালেরিকে ধরে ফেলবে।

'ধন্যবাদ,' বলল মেয়েটা। 'যাত্রায় বেরোলে মানুষের প্রচণ্ড খিদে পায়। ওই বেকনের গন্ধ আমাকে একেবারে রুখে দিয়েছে।'

ভ্যালেরির এমন সহজ সুরের কথায় ওদের রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা হলো। মেয়েটা যে কি ধরনের মানুষ, এবং এই অবস্থায় ওদের কি করা উচিত, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। স্লোনও তাই চাইছে। ওদের চিনতে পারেনি, এমন একটা ধারণাই ওদের মনে সে জাগাতে চায়। এখন সে স্পষ্ট বুঝছে এটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। এত আগাছা , আর ভাঙা বেড়া দেখে তার আগেই তা বোঝা উচিত ছিল।

'আমার নাম স্লোন, ভ্যালেরি স্লোন।' হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'টেনেসি যাচ্ছি। আমার চাচা, রহাইড পিট্‌স্‌বার্গে আমাকে নিতে আসবে।'

ডাহা মিথ্যে কথা। কিন্তু ভ্যালেরি চাচ্ছে ওরা জানুক লোকজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে পিট্‌স্‌বার্গে । এবং সে না পৌঁছলে প্রশ্ন উঠবে।

'হেনরি চ্যানট্রি আমার দাদার পুরানো বন্ধু। সে আমাকে নিতে আসার জন্যে রহাইডকে খবর পাঠিয়েছে। আমি একা জার্নি করি এটা হেনরি চায়নি।'

কথা বলেই চলেছে ভ্যালেরি। ওদের কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছে না। ভয় পাচ্ছে সে থামলেই ঝামেলা যা ঘটার তা ঘটবে। ওদের মনে একটু ভয় ঢুকানোও ওর উদ্দেশ্য। ওরা যদি ভাবে লোকজন তার খোঁজ করবে, তবে হয়তো ওরা যা করতে চায় তা করতে কিছুটা ইতস্তত করবে।

'রহাইড, সে হচ্ছে টেনেসির সবথেকে ভাল ট্র্যাকার, আর ইণ্ডিয়ান ফাইটার। আমার সাথেই আসতে চেয়েছিল সে, কিন্তু একটা বিশেষ কাজে আটকে গেল বলে আসতে পারেনি। তবে শীঘ্রি ওর দেখা পাব আমি।'

একটা বড় শ্বাস নিল ভ্যালেরি। তারপর কেউ কিছু বলার আগেই সে আবার বলল, 'ওহ, দারুণ! ওই বেকনের গন্ধ আমাকে খিদেয় পাগল কোরে তুলছে!'

'ওকে কিছু বেকন আর রুটি দাও।' বিশাল লোকটা তার মাথা থেকে ধূসর বোওলার হ্যাটটা খুলে ঝুলিয়ে রাখল। লোকটার ঘাড়টা মোটা, কান দুটো কোঁকড়ানো, আর নাকটা মনে হয় এক সময়ে ভেঙে ছিল।

'ধন্যবাদ, স্যার।' স্কার্টের পিছনটা হাত দিয়ে সমান কোরে নিয়ে বসল ভ্যালেরি। 'তোমার নামটা আমার জানা হয়নি, স্যার।'

'নেড কলিনস,' অনিচ্ছার সাথে জানাল সে। 'আর ও হচ্ছে কেলভিন।'

'আমাদের সাক্ষাত আগেই হয়েছে।' কেলভিন খাবার প্লেটটা ভ্যালেরির সামনে রাখল। 'ফিলাডেলফিয়ায় দেখা হয়েছে।' লোকটার চোখে লালসা।

'তাই? ও, হ্যাঁ! তুমি মিস্টার হুইনির অফিসের সেই চমৎকার অফিসার! কেন যেন আমি ধারণা করেছিলাম তুমি শহুরে মানুষ। তাই এতদূরে এখানে তোমাকে দেখব আশা করেনি।'

'আমাকে কিছুটা কফি ঢেলে দাও,' কেলভিনকে বলল নেড।

ভ্যালেরি যে ওদের পিছু নিয়েছে এটা ওরা জানে কিনা বুঝতে পারছে না সে। ওরা কি তাকে ছুটে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াতে দেখেছিল? দেখে থাকলেও হয়তো অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারেনি ধরে নিয়ে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল।

'আমি চেম্বার্সবার্গে স্টেজ ছেড়েছি,' বলল সে। 'স্টেজের জার্নি আমার পোষাল না। ঝাঁকির চোটে আমার হাড়গোড় ব্যথা হয়ে গেছে। তাই মালপত্র স্টেজেই রেখে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়েছি। ঘোড়ার পিঠে যাত্রা অনেক সহজ। ভাবলাম থেমে কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করব।'

'বন্ধু? তুমি না বললে তুমি টেনেসির মেয়ে?' প্রতিবাদ করল কেলভিন।

'হ্যাঁ, আমি টাকালাকি কোভের কাছেই থাকি। কিন্তু এদিকেও আমার জানাশোনা লোক আছে।' একটা নাম মনে করতে চেষ্টা করল মেয়েটা। 'অর্থাৎ একজন বন্ধু আছে, লোকটা শিকারি। এই এলাকায় খুব সুনাম আছে। ওর নাম জন হার্ডি।'

'ওর নাম কখনও শুনিনি,' বলল কেলভিন।

'তুমি শিকারি হলে নিশ্চয় ওকে চিনতে। রাইফেলে দারুণ হাত ওর। মিস করে না। হয়তো শিকারের মাংস সে বাজারেও সাপ্লাই দেয়—জানি না।'

'শিকার করা নিয়ে বাহাদুরি করার কি আছে?' প্রশ্ন করল যুবক।

'আমরা শিকার না করলে আমাদের খাবার টেবিলে মাংস আসে

না। আমার বিশ্বাস এদিককার পাহাড়েও তাই। যারা ভাল গুলি ছুঁড়তে পারে, তাদের আমরা সম্মান করি। আমাদের স্লোন পরিবারের কথাই ধরো—আমরা সবাই শিকারি, এবং সবাই ভাল গুলি ছুঁড়তে পারি। বর্তমানে ফিনলেদের সাথে আমাদের ফিউড চলছে। কিন্তু ওদের থেকে আমরা অনেক এগিয়ে আছি। আমাদের লোকজন ওদের থেকে অনেক ভাল গুলি ছুঁড়তে পারে।'

'ওখানে আইন নেই?'

'ওটা নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। যতক্ষণ আমরা আর কাউকে মারছি না ততক্ষণ কেউ এতে মাথা গলাতে আসবে না। হয়তো ওরা ভাবে আমরা গোলাগুলি কোরে দুই দলই শেষ হয়ে যাব। কিন্তু আমরা শেষ হতে বেশ কিছু সময় লাগবে। এখনও অন্তত চল্লিশজন স্লোন পাহাড়ে আছে।'

ভ্যালেরির খাওয়া শেষ হয়েছে। এখন জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে হবে ওকে। কফিটা শেষ কোরে চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল স্লোন।

'আমার এবার যেতে হবে,' বলল সে। 'যদি জলদি ওখানে আমি হাজির না হই, তবে হার্ডির লোকজন আমাকে খুঁজতে বেরোবে।'

দরজার দিকে এগোল ভ্যালেরি। তারপর থামল। এক ঝটকায় বাম হাতে তার কার্পেটব্যাগের ওপর ঢাকা দেয়া ছালাটা সরিয়ে ফেলল সে।

'এটাও আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি,' বলে ব্যাগ হাতে ঘুরে দাঁড়াল ভ্যালেরি। ওর ডান হাতে রয়েছে স্কটিশ পিস্তলটা।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল নেড; আর ভ্যালেরির এই হঠাৎ পরিবর্তনে চমকে ঘুরে তাকাল কেলভিন।

'তোমরা দু'জনেই স্থির থাকো,' হুমকি দিল স্লোন। 'এই পিস্তলটা খুব সোজা গুলি ছোঁড়ে। তোমাদের একজনকে অন্যের কবর দিতে হোক, এটা আমি চাই না। তোমরা স্থির থাকলে কেউ মারা পড়বে না।'

ব্যাগ নামিয়ে রেখে বাম হাতেই দরজা খুলল ভ্যালেরি। মুহূর্তের জন্যেও ওদের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ব্যাগটা আবার তুলে নিল।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে ফ্রাইঙ প্যানটা ধীরে নামিয়ে রাখল কেলভিন। লোকটার মতলব কি তা বুঝতে পারছে না ভ্যালেরি—কিন্তু সেটা বোঝার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার ইচ্ছা তার মোটেও নেই।

চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে একটু সামনে ঝুঁকেছিল নেড। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে ঝাঁপ দিল সে।

দ্রুত বেরিয়ে পিস্তল ধরা হাতের একটা আঙুল দিয়ে দরজার পাল্লাটা টেনে বন্ধ কোরে দিল ভ্যালেরি। দরজার ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা। দেরি না কোরে ঘোড়ার দিকে ছুটল স্লোন। পিছন থেকে নেডের গালি আর কেলভিনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। তারপর দরজাটা খুলে গেল। দু'জনেই গড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে ভ্যালেরি। বাম হাতে কার্পেটব্যাগ আর জিন ধরেছে—অন্য হাতে পিস্তলটা তৈরি। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করবে।

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেইট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরল স্লোন। গালি দিয়ে আস্তাবলের দিকে ছুটল ওরা। জিন চাপিয়ে ঘোড়া সাজতে ওদের কিছুটা সময় লাগবে। ততক্ষণে ভ্যালেরি পগার পার হয়ে যাবে।

কপাল! হ্যাঁ, এটাকে কপাল-গুণই বলতে হবে। সে যখন উঠেছিল, তখন কেবল পালাবার চিন্তাই ছিল ওর মাথায়। হঠাৎ ছালার নিচে আংশিক ভাবে ঢাকা কার্পেটব্যাগটা চোখে পড়ে গেল। এরপর যা করেছে, সব ঝোঁকের মাথায়—ভেবে কিছুই করেনি। যেটা ওর সব থেকে বেশি সুবিধা করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ওদের নিজেদের প্রতি অগাধ আস্থা। ওরা ভাবতেও পারেনি ভ্যালেরির মত কম বয়সের একটা মেয়ে ওদের ওপর টেক্কা মারতে পারে।

রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে ভ্যালেরি। সামনে একটা বড় কালো রিজ দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়ে। কতগুলো বাড়ি দেখতে পেয়ে ঘোড়ার গতি কমাল সে। মনে হচ্ছে ওগুলোর মধ্যে দুটো গ্রাম্য সেলুনও রয়েছে। কিন্তু রাতের জন্যে বন্ধ। একটা হয়তো লুডন বা সেরকম আর কোন জায়গা। কোভ মাউন্টিন রয়েছে সামনে। একটা ট্রেইল এঁকেবেঁকে উপরে উঠেছে।

এতক্ষণে নিশ্চয় নেড আর কেলভিন ওর পিছু নিয়েছে। ওরা যেরকম মানুষ, তাতে ঘোড়ার জন্যে মায়া করবে না। কিন্তু তবু ঘোড়ার গতি বাড়াল না ভ্যালেরি।

চূড়ায় উঠতে স্লোনের প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগল। সাত বা আট মাইল পথ চলেছে সে। চূড়ার মাথার কাছে উঠে ওদের আসার শব্দ শুনতে পেল ভ্যালেরি।

ওখানে আরেকটা সেলুন রয়েছে। ওটার বাইরে কয়েকটা ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে। বাড়ির নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে ওসব ওয়্যাগনে। বাড়ি বদল কোরে আর কোথাও যাওয়ার পথে কেউ এখানে রাত কাটাবার জন্যে থেমেছে। দু'জন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক করছে। ওদের কথার সুরে ভ্যালেরি বুঝল ওরা আইরিশ।

'প্যাডি,' বলল সে—মেয়েটা জানে আইরিশ লোকদের ওই নামেই সম্বোধন করা হয়—'তোমরা আমার একটা উপকার করবে?'

'এটা একটা মেয়ে, রোরি! এত রাতে একটা মেয়ে!'

'আমার পিছনে দু'জন লোক লেগেছে, ওরা চোর, একটু আগে ওদের থেকেই আমি পালিয়ে এসেছি। তোমরা জখম হও এটা আমি চাই না, কিন্তু ওদের যদি কিছুক্ষণের জন্যেও তোমরা ঠেকাতে পারো, আমি দূরে সরে পড়তে পারব।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল রোরি। 'নিশ্চয়, ম্যাম! আমি ওদের ঠেকাব। ওরা কি এখনই আসছে?'

'হ্যাঁ, আমার পিছনেই। ওদের একজন কিন্তু ফাইটার।'

'কে ফাইটার?' অন্যজন আগ্রহের সাথে এগিয়ে এল। 'আমিও কিছু কিছু ফাইট করেছি! তুমি এগিয়ে যাও ম্যাম, আমরা ওদের ঠেকাব। দেখে নেব ওরা কত বড় ফাইটার!'

'ধন্যবাদ, স্যার! তোমরা সত্যিই ভাল লোক!'

ভ্যালেরির মনে পড়ল বাবার কাছ থেকে সে এই জায়গার অনেক যুদ্ধ আর লড়াইয়ের গল্প শুনেছে। স্থানীয় লোক আর ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর ব্রিটিশ সৈন্যদের হাত থেকে লুডন আর

বেডফোর্ড কেল্লা দুটো মুক্ত করা হয়েছিল। ওই সময়ে ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধেও স্থানীয় লোকদের অনেকবার লড়তে হয়েছে।

সামনে একটা গ্রাম আছে। ওটার নাম ম্যাক্‌কনেল্‌স্‌ টাউন। যার থেকে ঘোড়া এনেছে সে বলেছিল ম্যাক্‌কনেল্‌স্‌ টাউনে নোব্‌ল্‌স ট্যাভার্নে ঘোড়াটা ফেরত দেয়া যেতে পারে। ওখানকার খাবার ভাল, ওটা একটা স্টেজ স্টেশনও বটে।

ভ্যালেরি যখন কেবিনে ছিল তখন যদি স্টেজটা ওকে পেরিয়ে না থাকে, তবে ওটা এখনও পিছনেই আছে। কপাল ভাল থাকলে ওটাই সে আবার ধরতে পারবে।

খুব ক্লান্ত অবস্থায় নোবল্‌স্‌ ট্যাভার্নে পৌঁছল ভ্যালেরি। ওর ঘোড়াটা নেয়ার জন্যে আস্তাবলরক্ষী এগিয়ে এল।

'তুমি অনেকদূর পথ এসেছ,' বলল সে। 'এই ঘোড়াটাকে আমি চিনি।'

'ঘোড়াটা আমার এখানেই জমা দেয়ার কথা। স্টেজটা কি এসেছে?'

'না, এখনও আসেনি। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওটা এখানে এসে পৌঁছার কথা।' লোকটা ভাল। ভ্যালেরির ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থা দেখে সে আবার বলল, 'তুমি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমার স্ত্রী তোমার জন্যে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।'

নোবলের স্ত্রী বেশ হাসিখুশি। তার ব্যবহারটাও খোলামেলা আর আন্তরিক।

'যাও, বাছা,' আঙুল দিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দিল সে। 'ওখানে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। তুমি বেরোবার আগেই তোমার জন্যে আমি নাস্তা তৈরি করে ফেলব।'

নাস্তাটা ভাল—সসেজ, ডিম, হ্যাম আর অ্যাপলসস্‌। সস্‌টা মহিলা নিজেই তৈরি করেছে। আশপাশে আর কেউ নেই। কৌতূহলী মহিলা আলাপ করার জন্যে ভ্যালেরির টেবিলে এসে বসল।

ওর প্রশ্নের জবাবে স্লোন জানাল, 'হ্যাঁ, অনেক পথ এসেছি। আমি

পিট্‌স্‌বার্গ যাচ্ছি। আমার পিছনে দু'জন লোক লেগেছে, আমার কাছে সামান্যই আছে, কিন্তু তাও ওরা ছিনিয়ে নিতে চায়। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।' লোক দুজনের বিবরণ দিল সে।

'তুমি একটুও চিন্তা কোরো না! আমার এখানে ওসব কিছুই হতে দেব না আমি!'

ভ্যালেরির খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়াল মিসেস নোব্‌ল্‌।

'এসো!' বলল সে, 'তুমি খুব ক্লান্ত। তোমার ব্যাগ নিয়ে তুমি আমার কামরায় চলো। ওখানে স্টেজ না আসা পর্যন্ত তুমি একটু বিশ্রাম করো। তোমাকে না নিয়ে স্টেজ ছাড়তে দেব না আমি।'

মহিলার কামরায় একা বিছানার ওপর বসে ব্যাগ খুলল সে। সবই আছে, ভিতর থেকে কিছুই সরানো হয়নি। দ্বিতীয় ডুন পিস্তলটা ওখানেই আছে। বাড়তি বারুদ আর লোহার গোলকও রয়েছে পাশে। ব্যাগটা বন্ধ কোরে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ভ্যালেরি।

স্বপ্নে চওড়া কাঁধের সেই যুবককেই দেখল। কিন্তু ওর চেহারা দেখা গেল না। চেহারাটা সুন্দরই হবে ধারণা করছে। ঘোড়ার পিঠে যুবক তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুন্দর সুখের স্বপ্ন—এর মধ্যে ঘুমটা ভেঙে গেল বলে মন খারাপ লাগছে। দেয়ালের ওপাশ থেকে একটা স্বর শুনেই ওর ঘুমটা ভেঙেছে। স্বরটা আগেও সে শুনেছে।

'আমার ঠোঁট কেটে দিয়েছে ব্যাটা। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে লোকটা একেবারে নাছোড়বান্দা। আমি মেরে ওকে তিনবার ফেলে দেয়ার পরেও সে আবার উঠে লড়েছে।'

ওটা নেড কলিনসের স্বর। পরে কেলভিনের গলা শোনা গেল।

'তবে তুমি ওকে পিটিয়েছ বটে। ভালমত পিটিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না জানা নেই শোনা নেই লোকটা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করতে গেল কেন?'

'তুমি একটা আস্ত গাধা।' নেডের স্বরটা নিচু আর ভীতিকর শোনাল। 'বুঝতে পারছ না? এটা ওই মেয়েটারই কাজ। সে-ই ওকে উস্কে আমার পিছনে লাগিয়েছে। দাঁড়াও! ওকে একবার হাতে পেয়ে

নিই, তারপর ওর মজা বের করব!'

বাইরের ঘরের দরজায় নক করার শব্দ হলো।

'এসো! তোমরা বেরিয়ে এসো!' মিসেস নোবলের স্বর শোনা গেল। 'স্টেজ আসার সময় হয়েছে, এবার তোমাদের যেতে হবে। ওদের জন্যে এখানে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে আমার।'

'তুমি কোনো যুবতী মেয়েকে দেখেছ? একটা বে ঘোড়ার ওপর?'

'মেয়ে? এত রাতে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এইমাত্র আমরা দরজা খুলেছি! কেউ যদি এদিক দিয়ে গিয়েও থাকে, তবে রাতের অন্ধকারেই গেছে! যাক, এবার তোমরা বেরোও। মাতাল হয়ে মারপিট করা লোকের জন্যে এখানে কোনো জায়গা নেই।'

'মুখ সামলে কথা বলো! আমি মাতাল ছিলাম না! আমি—'

'সে যা-ই হোক, আমাদের এখানে কেবল স্টেজ যাত্রীদের জন্যে যথেষ্ট খাবার আছে। তোমাদের এখন যেতে হবে! তোমরা যদি নাস্তার জন্যে এসে থাকো, তবে আরও কিছুটা সামনে আরেকটা ট্যাভার্ন আছে—ওখানে তোমরা নাস্তা পাবে। আর তোমরা যাকে খুঁজছ সেও হয়তো ওখানেই থামবে, কারণ ওরা সারারাত বাতি জ্বেলে রাখে।'

উঠে বুট পরে নিল ভ্যালেরি। হাত-মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিল সে। সত্যি বিচ্ছিরি অবস্থা ছিলো তার। এখন হাত-মুখ ধুয়ে চুল ঠিক কোরে কিছুটা ভাল দেখাচ্ছে। জামা ঠিক করছে, এই সময়ে মিসেস নোবল ঢুকল।

'এসো! গরম কফি তৈরি। স্টেজ আসার আগে তুমি কিছু খেয়েও নিতে পারো।' লাল চেক কাপড়ে ঢাকা টেবিলে পিরিচের ওপর কাপ বসিয়ে কফি ঢেলে দিল ল্যাণ্ডলেডি। 'একটু আগেই দু'জন লোক এসেছিল। একজনের মুঠি ছেলা আর চোখের পাশটা নীল, ঠোঁটও কিছুটা থেঁতলে কেটে গেছে। ওরাই কি তোমার পিছনে লেগেছিল?'

'হ্যাঁ। আমি ওদের কথাবার্তার আওয়াজ পেয়েছি। লুডনের একজন আইরিশ লোক ওর বিরুদ্ধে লড়েছে।'

'বুঝেছি, ওর নাম রোরি। চমৎকার ছেলে! শক্ত পেশীওয়ালা শরীর।

তবে মদ একটু বেশি খায়! মারপিটের জন্যে সবসময়েই তৈরি। ওর কাছে ওটা একটা স্পোর্ট। ওর মনে কোনো কলুষ নেই!'

ব্যস্তভাবে নিজের কাজে চলে গেল মিসেস নোব্‌ল্। কফিতে চুমুক দিতে-দিতে ভাবছে ভ্যালেরি। লোক দুটো এখন তার সামনে কোথাও আছে। ওরা যদি রাস্তায় তাকে না-ও ধরতে পারে, পিটসবার্গে তার নাগাল পাবে।

ভ্যালেরি স্টেজে থাকবে এটা ওরা আশা করবে না, কারণ ওরা নিশ্চিত সে ওদের আগে কোথাও আছে। কফি শেষ হওয়ার সাথেই স্টেজ এসে হাজির হলো। কিন্তু স্টেজ থেকে মাত্র তিনজন খেতে এল। সাথে ড্রাইভার।

ভ্যালেরিকে দেখে লোকটা চমকে উঠল। 'তুমি এখানে? ভালই হলো, তোমার তো ভাড়া দেয়াই আছে, তুমি ইচ্ছা করলেই আমাদের সাথে যেতে পারো।' হঠাৎ ব্যাগটার দিকে ওর চোখ পড়ল। 'ওটা কি তোমার ব্যাগটাই? ফেরত পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, এটা আমারটাই,' বলল মেয়েটা।

'আমরা এখানে ঘোড়া বদলাচ্ছি, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার রওনা হবো।'

লোকটা রান্নাঘরের দিকে রওনা হয়েছিল। ওকে থামিয়ে কি ঘটেছে জানাল ভ্যালেরি।

'ওরা যদি রাস্তায় তোমাকে স্টেজ থামাতে বলে, থামিও না,' অনুরোধ জানাল সে। 'ওরা দেখতে চাইবে আমি গাড়িতে আছি কিনা।'

'নিশ্চিন্ত থাকো,' অভয় দিল ড্রাইভার। 'নেহাত ঠেকায় না পড়লে আমি কারও জন্যে গাড়ি থামাই না। অবশ্য সামনের রাস্তাটা চড়াই, আর রাস্তাটাও সরু।'

স্টেজে যাত্রীর সংখ্যা এখন অনেক কম। কার্পেটব্যাগটা নিজের পাশে সীটের ওপর তুলে ওটার ওপর কনুইয়ের ভর রাখল ভ্যালেরি। দ্বিতীয় পিস্তলটা ওর হাতের কাছেই রইল। কব্জির সাথে ঝোলানো

ব্যাগটার মুখও কিছুটা ঢিলে কোরে রাখল সে—এখন দরকার হলে সহজেই হাত ঢুকিয়ে পিস্তলের বাঁট ধরতে পারবে।

লোকজন সবাই স্টেজে উঠল। সীটের পিছনে হেলান দিয়ে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজল ভ্যালেরি। চাবুক ফোটার তীক্ষ্ণ শব্দের সাথে লাফিয়ে স্টেজটা এগোতে শুরু করল। এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।

অত্যন্ত ক্লান্ত স্লোন।

দশ

পুবে যাওয়ার সময়ে পিটসবার্গে যে বোর্ডিঙ হাউসে উঠেছিল, ফেরার পথেও সেখানেই উঠল ভ্যালেরি। ল্যাণ্ডলেডি মিসেস ও'নিল তার নিজের বিরাট বাসাতেই একটা চমৎকার বড় কামরায় ওর থাকার ব্যবস্থা কোরে দিল। তার কাজের মেয়েটা গরম পানি এনে দিল। গোসল কোরে জার্নি করার জামাগুলো নিজেই ধুয়ে নিল সে। এখন তাকে সেই আগের ভ্যালেরির মতই দেখাচ্ছে।

সেদিন বা তার পরদিন কোনো স্টীমার ছাড়বে না জেনে আরও খোঁজখবর নিল সে। মিসেস ও'নিল জানাল হুইলিঙ হয়ে গেলে তাকে অনেক কম পথ চলতে হবে। নেড আর কেলভিন সম্পর্কে ল্যাণ্ডলেডিকে কিছুই জানাল না ভ্যালেরি।

কিন্তু পরদিন নাস্তা খাওয়ার পর বৈঠকখানায় বসে বারবার জানালা দিয়ে বাইরে চাওয়া দেখে অভিজ্ঞ মহিলা ঠিকই তার উৎকণ্ঠা টের পেল। যদিও ভ্যালেরি জানে ওদের পক্ষে তাকে এত জলদি খুঁজে বের করা খুবই অস্বাভাবিক, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি সে।

'কি হয়েছে, মিস স্লোন? কার ভয়ে তুমি বাইরে চোখ রেখেছ?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত কোরে ল্যাণ্ডলেডিকে সব খুলে বলল ভ্যালেরি জানাল, সে যত তাড়াতাড়ি পাহাড়ে ফিরে যেতে পারে ততই ভাল।

'তুমি যদি হুইলিঙ হয়ে যেতে চাও,' বলল মিসেস ও'নিল, 'তাহলে একটা স্টেজ কোচ আছে, ওটা ওয়াটার স্ট্রীট থেকে ছাড়ে। ওটা একটা নতুন কোচ লাইন, কিন্তু ওদের বেশ কয়েকটা কোচ আছে।'

'ওরা স্টেজকোচের ওপর নজর রাখবে,' বলল ভ্যালেরি। 'এবং স্টীমবোটের ওপরও ওদের চোখ থাকবে।' হঠাৎ একটা চিন্তা ওর মাথায় এল। 'আচ্ছা, আসার পথে আমি একটা খালি জায়গায় কতগুলো ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওরা কারা?'

'ওরা নতুন বাসার খোঁজে যাচ্ছে।' মিসেস ও'নিলের স্বরে অবজ্ঞা প্রকাশ পেল।

'আমরা সবাই তাই করেছি, ম্যাম,' বলল ভ্যালেরি। 'তুমিও নতুন বাসার খোঁজেই আয়ারল্যাণ্ড ছেড়েছ।'

'তা ঠিক। কিন্তু তবু এটা যেন একটু ভিন্ন।'

'স্থায়ী বাসিন্দারা সব সময়েই অস্থায়ীদের নিচু চোখে দেখে,' মন্তব্য করল ভ্যালেরি। 'কিন্তু নতুন জায়গায় তো প্রথমে কাউকে বাস শুরু করতেই হবে? তারপর ওরা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন হয়তো ওরাও ওদেরই মত অন্যান্য লোকজনকে নিচু চোখে দেখবে।'

একটা ফন্দি ঘুরছে ভ্যালেরির মাথায়। হয়তো ওদের সাথে মিশে শহর থেকে বেরোলে, নেড আর কেলভিনের চোখকে ফাঁকি দেয়া যাবে।

সে বলল, 'ভাবছি আমি ওদের সাথে একটু আলাপ করতে যাব।'

'প্লীজ! খুব সাবধান! তোমার মত একজন যুবতী মেয়ে! তাছাড়া তোমাকে জন স্লেটারের দড়ি পাকাবার খালি জমিটা পার হয়ে ওখানে পৌঁছতে হবে। ওই জায়গাটা খারাপ লোকজনে ভরা।'

চিন্তার কিছু নেই। আমার কোনো বিপদ হবে না।'

ফ্যাক্টরির ধোঁয়া প্রায়ই শহরটাকে ঘিরে থাকলেও পিটসবার্গে বেশ

সুন্দর। দড়ির মাথায় ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটছে ভ্যালেরি। ব্যাগের মুখটা ওর হাতের এক ইঞ্চি নিচে।

রোপওয়াকে লোকজন দড়ি পাকাতে ব্যস্ত। ওদের কেউ-কেউ চোখ তুলে ভ্যালেরির দিকে তাকাল বটে, কিন্তু কিছু বলল না। রাস্তার কিনার ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা যুবক হ্যাট কাত কোরে ওকে সম্মান জানাল। জবাবে স্লোন সামান্য নড করল, কিন্তু হাসল না, বা ওর চোখের দিকেও তাকাল না।

ওটা পার হয়ে পিছন দিকে প্রায় গোটা বারো ওয়্যাগন দাঁড় করানো রয়েছে। কিছু বাচ্চা ছেলেপেলে ছুটাছুটি কোরে খেলছে। একজন মহিলা দড়ির ওপর কাপড় শুকাতে দিচ্ছে। কাপড় আটকানোর কয়েকটা ক্লিপ ওর মুখে। এই পরিবেশেও মহিলাকে পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। ওর কাছে যে বাচ্চা দুটো খেলছে, তারাও পরিষ্কার।

থামল ভ্যালেরি। 'ম্যাম? তোমার সাথে আমি এক মিনিট কথা বলতে পারি?'

মুখ থেকে ক্লিপগুলো বের কোরে দ্রুত হাত চালিয়ে নিজের চুলটা একটু ঠিক কোরে নেয়ার চেষ্টা করল মেয়েটা।

'নিশ্চয়!' বলল সে, 'বলো আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'বুঝতে পারছি তোমরা যাত্রার পথে রয়েছ। তোমরা কি হুইলিঙের ওদিকে যাবে বলে ভাবছ?'

'হ্যাঁ, আমরা ওই দিকেই যাব। কেন বলো তো?'

'ম্যাম, আমি তোমাদের ওয়্যাগনে হুইলিঙ যেতে চাই—এজন্যে ভাড়া হিসেবে কিছু টাকাও আমি দিতে পারব।' জবাবে মেয়েটা তাকে মানা কোরে দেয়ার আগেই সে আবার বলল, 'আমি স্টেজ নিতে চাই না, কারণ আমার পিছনে লোক লেগেছে।'

'আমাদের ওয়্যাগন প্রায় ঠাসা, কিন্তু—'

'আমি পাহাড়ী মেয়ে, ম্যাম,' বলল ভ্যালেরি। 'কষ্ট সহ্য করায় আমি অভ্যস্ত। তুমি আমাকে যেখানেই জায়গা দাও, সেখানে বসেই আমি যেতে পারব। রান্নাতেও আমি সাহায্য করতে পারব। বাচ্চাদের গল্প

শোনাব—'

'ওই যে, আমার স্বামী রুডল্‌ফ্‌ আসছে। ওকে জিজ্ঞেস কোরে দেখি।'

রুডলফের গড়নটা শক্ত, বয়স পঁয়ত্রিশের মত হবে। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ সুস্পষ্ট—কিন্তু সাথে সমঝতার ছাপও রয়েছে।

'হুইলিঙ পর্যন্ত? হ্যাঁ, তোমাকে নিতে পারব।' যাচাই করার চোখে ভ্যালেরিকে একবার ভাল করে দেখল সে। 'তোমার কোনো পয়সা দিতে হবে না, কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনা কোরে রাখতে পারবে তুমি?'

'নিশ্চয়, আমি সব কিছুতেই সাহায্য করব—এবং ভাড়া হিসেবে কিছু টাকাও আমি দেব। এখন তিন ডলার, ওখানে পৌঁছে আরও দুই ডলার দেব।'

'ওটা অনেক বেশি,' বলল সে। তারপর হাসল। 'কিন্তু ওটা আমরা নেব। ঈশ্বর জানেন মানুষের বেঁচে থাকতে কত টাকার প্রয়োজন হয়। আমার আশা ছিল হয়তো একটা চাকরি পাব, কিন্তু কপাল মন্দ। অথচ বাজারে সবই দুর্মূল্য।

'সামান্য একটা কামরার এক বছরের ভাড়া একশো ডলার। একশো ডলার! ভাবতে পারো? গরুর মাংসের পাউণ্ড সাত সেন্ট···এখানে থাকা আর আমার পোষাচ্ছে না।'

আড়চোখে ভ্যালেরির দিকে তাকাল সে। 'আগেই বলে নিচ্ছি, যাত্রাটা কিন্তু তোমার জন্যে মোটেও আরামের হবে না। ওয়্যাগন মালে বোঝাই।'

'ও পাহাড়ী মেয়ে। হয়তো কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ওর আছে,' সুপারিশ করল রুডলফের স্ত্রী।

'নিশ্চয়!' বলল ভ্যালেরি। 'আমাকে নিয়ে তোমরা কোনো চিন্তা কোরো না। তোমাদের যেন কোনো রকম অসুবিধে না হয় সেদিকে আমি খেয়াল রাখব। কিন্তু একটা কথা—আমি যে তোমাদের সাথে যাচ্ছি, এটা কাউকে জানিও না। ভোর হওয়ার আগেই তোমাদের সাথে

আমি যোগ দেব।'

'এই লোকগুলো, যারা তোমার পিছু নিয়েছে, ওরা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল রুডল্‌ফ্‌।

কম কথায় ওদের যথার্থ বর্ণনা দিল ভ্যালেরি। মনোযোগ দিয়ে সব শুনল লোকটা। তারপর বলল, 'তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। ইচ্ছা করলে তুমি পুরো পথ ওয়্যাগনের ভিতরে কাটাতে পারো, কিংবা মাঝেমাঝে বাইরেও হাঁটতে পারো। আমার মনে হয় না তুমি ওই রাস্তা ধরবে বলে ওরা আশা করবে।'

ভোররাতে রান্নাঘরে ঢুকে ভ্যালেরি দেখল ওখানে বসে কফি খাচ্ছে মিসেস ও'নিল। এক নজরু ওকে দেখল ল্যাণ্ডলেডি।

'আমি একটু আগেই দেখলাম বাইরে আশেপাশে কেউ নেই,' বলল সে। 'তুমি কফি খেয়ে নাও। সূপ গরম হচ্ছে, যাওয়ার আগে কিছু মুখে দিয়ে যেতে পারবে।'

'ধন্যবাদ। তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ।'

'ও কিছু না। শুধু তুমি সাবধানে থেকো।'

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল ভ্যালেরি। অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। একটা বাতিও দেখা যাচ্ছে না। বনেটটা মাথায় দিয়ে তৈরি হলো সে। কাপড়ের ব্যাগটা বাম হাতে। ওটার মুখ আলগা কোরে ডুন পিস্তলের বাঁটটা ধরল।

কামরাটা অন্ধকার। মিসেস ও'নিল নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল।

'যাও, বাছা। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার সহায় হোক!'

বারান্দার কাঠের একটা তক্তা ওর পায়ের চাপে ককিয়ে উঠল। স্থির হয়ে চারপাশটা আর একবার ভাল কোরে দেখে নিল ভ্যালেরি। কিছুই নড়ছে না। বাতাসটা ভারি। নদীর ধার থেকে ভেজা কাঠ-কয়লার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথ ধরে এগোল সে। তিন ব্লক পরে ওই ওয়্যাগনগুলো রাখা আছে। প্রথম ব্লকটায় ঘরবাড়ি— এই সময়ে সবই অন্ধকার আর নীরব। দ্বিতীয় ব্লকটা

রোপওয়াক; এবং তারপরেই ওয়্যাগনগুলো।

ভয়ের কিছু নেই দেখে পিস্তলের বাঁট ছেড়ে স্কার্টটা একটু উঠিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল সে। এতে তার কাপড়ের থেকে খসখস শব্দ হবে না—কোথাও সামান্য আওয়াজ হলেও সে শুনতে পাবে। ফিতে দিয়ে বাঁধা ছোট ব্যাগটা ওর বাম কাঁধে ঝুলছে। কার্পেটব্যাগটা ভারি, তাই হাত বদল করল স্লোন। রোপওয়াকের কাছে এসে আবার হাত বদল করল।

সামনে বেশ কিছুটা দূরে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। রুডলফ্ তার ওয়্যাগনের সাথে ঘোড়া জুড়ছে, সন্দেহ নেই। অন্ধকার ছায়াগুলোই ভয়ের কারণ। কিছুই দেখা যায় না—

নড়াচড়ার শব্দটা ওর কানে এল, কিন্তু একটু দেরিতে। কড়া-পড়া শক্ত হাত ওকে ধরে ফেলল। মুখের কাছে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে ওর দম আটকে আসছে।

'চেঁচিও না, তাহলে তোমাকে মেরেই ফেলব। এখন চুপ কোরে আমার কথা শোনো। নেড ওদিকে স্টেজ স্টেশনের ওপর নজর রাখছে। লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার কথা মত চললে আমি ওকে জানাব না তোমাকে খুঁজে পেয়েছি।'

নিচু স্বরে কথা বলছে কেলভিন। 'তুমি এতরাতে কোথায় যাচ্ছ জানি না, কিন্তু এটা জানি আমরা দু'জনে এখন কি করতে পারি। আমরা—'

পা তুলে বুটের গোড়ালি প্রচণ্ড বেগে ওর পায়ের আঙুলের ওপর নামিয়ে আনল ভ্যালেরি। একই সাথে কপালটা জোরে ঠুকে দিল ওর নাকের ওপর।

আচমকা আক্রমণে ভ্যালেরিকে ছেড়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল কেলভিন। সুযোগ বুঝে ফিতের সাথে বাঁধা ব্যাগটা ওর মাথা লক্ষ্য কোরে ঘুরাল। পিস্তল আর অন্যান্য জিনিসে ব্যাগটা যথেষ্ট ভারি। লোকটার কানের পাশে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেলো ওটা। ছোট হলেও দুর্বল নয় পাহাড়ী স্লোন। প্রচণ্ড আঘাতে ধুলোর ওপর গড়িয়ে পড়ল কেলভিন। একটু ককিয়ে উঠে বসার চেষ্টা কোরে আবার পড়ে গেল।

ওর দিকে চেয়ে একটুও দুঃখ বোধ করল না ভ্যালেরি। দ্রুতপায়ে ওয়্যাগনগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে।

যাত্রার জন্যে তৈরি হয়েছে কয়েকটা ওয়্যাগন। কোনো কথা না বলে হাতের ইঙ্গিতে ভ্যালেরিকে ওয়্যাগনে ওঠার নির্দেশ দিল রুর্ডল্‌ফ্‌। ভ্যালেরি উঠে বসতেই ওয়্যাগন ছেড়ে দিল সে।

মালপত্রের ভিতর একটা জায়গা কোরে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল স্লোন। জেগে দেখল দিনের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। দুটো বাচ্চা বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে।

'আমার নাম ভ্যালেরি,' হাসিমুখে বলল সে। 'তোমাদের কি নাম?'

ছোট মেয়েটা লাজুকভাবে একটু মোচড়া-মুচড়ি কোরে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু ছেলেটা সপ্রতিভ ভাবে বলল, 'জিমি। আমি জিমি ওয়াটসন। ও আমার ছোট বোন একৌলি।'

'একৌলি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ভ্যালেরি।

'একৌ!' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল মেয়েটা। 'ও আমাকে সব সময়ে একৌলি বলে খেপায়!

'একৌ (Echo) বাহ, চমৎকার নাম তো?' বলল স্লোন।

'একৌ আবার একটা নাম হলো নাকি?' তর্ক তুলল ছেলেটা। 'ওটা তো শব্দের প্রতিধ্বনি!'

'হ্যাঁ,' বলল ভ্যালেরি। 'কিন্তু ওটা একটা নামও বটে। গ্রীক দেব-দেবীর মহলে একটা পরীর নাম ছিল একৌ। অত্যন্ত সুন্দরী ছিল সে। কিন্তু ওকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারত না। বেশি কথা বলত। তাই একদিন দেবী হেরা আদেশ জারি করল একৌ কখনও প্রথমে কথা বলতে পারবে না। কিন্তু কেউ কথা বললে সে চুপ কোরেও থাকতে পারবে না। একৌ পরে নার্সিসাসের প্রেমে পড়েছিল। নার্সিসাস মারা গেলে একৌ ওর শোকে দিনদিন শুকিয়ে যেতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ওর স্বরটা ছাড়া আর কিছুই থাকল না। সেইজন্যেই একৌ মানে প্রতিধ্বনি।'

'দূর! ওটা একটা গল্প!'বলল জিমি।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু ওটা অনেক, অনেক পুরানো গল্প।

আমি যখন প্রথম স্কুলে যাই, আমার টীচার আমাকে ওই গল্পটা বলেছিল।'

'আমিও কি ওই রকম শুকিয়ে যাব? স্বর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না?' দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে একৌ। 'নার্সিসাসের সাথে তো আমার দেখাই হয়নি!'

'না, না। ওটা একটা গল্প। তোমার বেলায় তা হবে না,' অভয় দিল ভ্যালেরি।

'ওরা তোমাকে জ্বালাচ্ছে না তো?'ওদের মা উঠে বসল। 'আমি লওনা ওয়াটসন। তুমি কিন্তু বেশ সুন্দর গল্প বলতে পারো।'

'ওদের সাথে গল্প কোরে বরং আমারই চমৎকার সময় কাটছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে কোনো বাচ্চা নেই। তাই ওদের অভাব যে কি সেটা আমি বুঝি।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?' প্রশ্ন করল জিমি।

'টেনেসির পাহাড়ে। অনেক, অনেক ভিতরে। ওখানে অনেক ভালুক থাকে।'

'ওরা মানুষ খায়?'

'সচরাচর খায় না,' জবাব দিল ভ্যালেরি। 'তবে আমার মনে হয় ওদের খুব খিদে পেলে খেতেও পারে।'

'তুমি ভালুক দেখেছ? জ্যান্ত বুনো ভালুক?'

'অনেকবার দেখেছি। আমার চাচা একটার সাথে লড়াই কোরে এখন জখম অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। ওর কাছে রাইফেল ছিল না।'

ঘুরে পিছনে তাকাল রুডলফ। 'তারমানে সে গান ছাড়াই ভালুকের সাথে লড়েছে?'

'ওর কাছে ছুরি আর কুড়াল ছিল। প্রথমে ছুরি, পরে কুড়াল দিয়ে লড়েছে সে। সাথে যা ছিল তাই দিয়েই তুমুল যুদ্ধের পর ভালুকটাকে মেরেছিল।'

কিছুক্ষণ অবিশ্বাস নিয়ে ভ্যালেরির দিকে চেয়ে থেকে আবার

ওয়্যাগন চালানোর দিকে মন দিল রুডল্‌ফ্‌। কয়েক মিনিট সবাই চুপ থাকার পর জিমি মুখ খুলল।

'ভালুকটা ওকে কামড়ায়নি?' প্রশ্ন করল সে।

'কয়েকবার কামড়েছে। থাবার আঁচড়েও খারাপ ভাবে জখম করেছিল। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত ওটাকে মেরে আধমরা অবস্থায় কোনোমতে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আমরা ঝর্না থেকে পানি আনতে গিয়ে ওকে দেখতে পাই।'

দুপুরের দিকে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে দুর্গম পথ পেরিয়ে এগোচ্ছে ওয়্যাগন। মাথার ওপর গাছপালা এত ঘন যে দিনের বেলাই মনে হচ্ছে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রুডলফের ওয়্যাগনটাই সবার আগে। ওর ঘোড়াগুলো ভাল। উপড়ে পড়া গাছকে পাশ কাটিয়ে, ঝাঁকি খেয়ে ভাঙা ডাল পেরিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাঝেমাঝে থেমে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিচ্ছে রুডল্‌ফ্‌।

ওয়্যাগনের কোনায় রাখা আছে ওর রাইফেল। প্রায় নতুনই দেখাচ্ছে ওটা। নামটা দেখা না গেলেও ওটার আকার দেখে ভ্যালেরি নিশ্চিত ওটা ল্যাঙক্যাস্টার রাইফেল।

'তুমি কি শিকার করতে ভালবাস?' রুডলফকে প্রশ্ন করল ভ্যালেরি।

সে পিছন ফিরে তাকাল। 'শিকারে যাওয়ার সুযোগই আমার হয় না। ছেলে-বেলায় কিছু শিকার করেছি, কিন্তু তারপর চাকরিতে শহরেই আমার জীবন কেটেছে। যখন বুঝলাম ওতে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তখন ঠিক করলাম নিজেই খেটে কিছু করব। আমরা এখন কেন্‌টাকি যাচ্ছি,' বলল সে। 'হয়তো ওখান থেকে মিসৌরিতে যেতে পারি।'

এগিয়ে চলল ওয়্যাগন। একটানা মন্থর গতি। ঘুমিয়ে পড়েছিল ভ্যালেরি, যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওয়্যাগনের ভিতর সাবধানে এগিয়ে সামনের দিকে চলে এল সে।

'তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। ওয়্যাগন চালানোর ভার আমি নিচ্ছি।'

'তুমি ওয়্যাগন চালাতে পারো?' অবাক হলো রুডল্‌ফ্‌।

'আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে সবাই চালায়,' বলল ভ্যালেরি। 'আমি ওয়্যাগন চালাতে পারি, হাল চষতে পারি, প্রয়োজনীয় সব কাজ ওখানে সবাইকেই করতে হয়।'

'তুমি কিছুক্ষণের জন্যে ভার নিতে পারলে আমি বাঁচি। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি,' স্বীকার করল সে। 'কিন্তু এখন আমাদের একটা ক্যাম্প করার মত জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।'

'ওটার জন্যে জলদিই কোনো ব্যবস্থা করতে হবে,' মন্তব্য করল স্লোন। নইলে অন্ধকারে আমরা কোথায় আছি বোঝা যাবে না। তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি ক্যাম্পের জন্যে ভাল জায়গা বেছে বের করতে পারব।'

একটু ইতস্তত করল রুডল্‌ফ্‌। 'ঠিক আছে, অল্প কতক্ষণ বিশ্রাম পেলেই আমার চলবে।'

লাগাম হাতে তুলে নিল ভ্যালেরি। ওয়্যাগনের পিছন দিকে সরে গেল রুডল্‌ফ্‌। গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে মেয়েটা বুঝতে পারছে, এমনিতেই লোকটা ক্যাম্প করতে দেরি কোরে ফেলেছে। আগুনের জন্যে কাঠ সংগ্রহ করা ছাড়াও ক্যাম্পের জন্যে আরও রকমারি প্রস্তুতি দরকার । তাই দৃষ্টি সজাগ রাখল সে। দু'মাইলও যায়নি, একটা ছোট পরিষ্কার জায়গা ওর চোখে পড়ল। পাশেই ছোট একটা ঝর্নার স্বচ্ছ পানি পাথরের ওপর দিয়ে নেচেনেচে বয়ে যাচ্ছে।

ওয়্যাগনটাকে ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ কোরে ঘোড়াগুলোকে থামাল ভ্যালেরি। অন্য ওয়্যাগনগুলোকেও কে কোথায় কিভাবে দাঁড়াবে দেখিয়ে দিল। আর কেবল তিনটে ওয়্যাগনই ছিল, টায়টায় এঁটে গেল। ওদিকে আরও একটা খোলা জায়গা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা। ছোট্ট একটা মাঠ। ওদের আগেও লোকজন এখানে ক্যাম্প করেছে। গাড়ি থেকে ঘোড়াগুলোকে খুলে মাঠে চরার জন্যে নিয়ে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধল। জিমি উৎসাহের সাথে ওকে সাহায্য করল। ওদের দেখাদেখি অন্য ওয়্যাগনের লোকজনও তাই করল।

লওনা ওয়্যাগন থেকে একৌকে সাথে নিয়ে নেমে এল।

'ওদের চোখেচোখে রাখা ভাল,' উপদেশ দিল ভ্যালেরি। 'জঙ্গলে বাচ্চারা একবার হারালে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

কিছু ডালপালা আর শুকনো বাকল জোগাড় কোরে ভ্যালেরি মাত্র দু'এক মিনিটের মধ্যেই আগুন জ্বেলে ফেলল। আগুন যে মানুষের মনকে উৎফুল্ল কোরে তোলে এটা সত্যি।

'এবার রুডলফকে ঘুম থেকে জাগানো দরকার,' বলল লওনা।

'একটু অপেক্ষা করো,' বলল ভ্যালেরি। 'আগে আমরা কফি তৈরি কোরে নিই—বেচারা অনেক পরিশ্রম করেছে আজ।'

অন্যান্য লোকজন আরেকটা আগুন জ্বালাল। দুটো আগুনেই কাজ চালিয়ে নিল ওরা। ওয়্যাগন থেকে নেমে রুডল্‌ফ্‌ দেখল কফি ফুটছে।

'একেবারে মড়ার মত ঘুমিয়েছি আমি,' লজ্জিত স্বরে বলল সে।

'তোমার বিশ্রামের দরকার ছিল,' ভ্যালেরি বলল।

আগুনের ধারে এগিয়ে এলে ওকে একটা কাপে কোরে কফি ঢেলে দিল লওনা।

'কাল সকালে তোমার রাইফেলটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ব্যবহার করতে দেবে?' প্রশ্ন করল ভ্যালেরি।

'কেন?'

'এটা শিকারের জন্যে খুব ভাল এলাকা। হয়তো আমি সবার জন্যে কিছু মাংসের ব্যবস্থা করতে পারব।'

'তুমি গুলি ছুঁড়তে পারো?'

'কিছুটা হাত আছে,' বলল ভ্যালেরি। 'দেখি কি করতে পারি।'

এগারো

ভোর হওয়ার আগেই রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়ল ভ্যালেরি। মাঠটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। গাছগুলো একএকটা বিশাল বড়। পপলারের গুঁড়ির বেড়ই প্রায় পনেরো ষোলো ফুট। মেপল গাছও প্রায় একই সমান। পায়ের তলার মাটিটাও খুব উর্বর। শতশত বছরের ঝরা পাতা নিচে পড়ে পচে মাটিতে পরিণত হয়েছে। সাবধানে ঝোপ আর গাছের ফাঁক গলে এগোচ্ছে মেয়েটা। সামনে আরও একটা ফাঁকা জায়গা ওর চোখে পড়ল। একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ভ্যালেরির থেকে ওটার দূরত্ব আশি গজও হবে না।

ওই লোকগুলোর বিশেষ কিছুই নেই। এবং সবারই মাংস দরকার। ওটার ঘাড়ে গুলি কোরে মাংস নিয়ে ক্যাম্পে ফিরল ভ্যালেরি।

রুডলফ অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল। 'তুমি হরিণ শিকার করেছ?'

'ছোট হরিণ,' বলল সে। 'যাওয়ার পথে আমি তোমাদের যতদূর সম্ভব সহায়তা করতে চাই।' রাইফেলটা ফিরিয়ে দিল স্লোন। 'এটা যত্নে রেখো, চমৎকার অস্ত্র! ওয়্যাগন ছাড়লে ওটা আমি ভাল কোরে পরিষ্কার কোরে দেব।'

হরিণের মাংস সমান ভাবে ভাগ কোরে দেয়া হলো সবাইকে।

প্রথমে ধীর গতিতেই ওদের এগোতে হলো। কিন্তু খোলা জায়গায় পড়ে ওয়্যাগনের গতি অনেক বাড়ানো গেল। নেড আর কেলভিনের জন্যে সর্বক্ষণ পিছনের রাস্তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ভ্যালেরি। ওরা পিছন থেকে আসবে, কিংবা হয়তো হুইলিঙে তারা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। হুইলিঙ থেকেই ভ্যালেরির স্টীমবোট ধরার ইচ্ছা আছে।

তৃতীয় দিন চারটে হাঁস মারল স্লোন। জিমি ওয়াটসন ছিল ওর সাথে। দুটো হাঁস ওয়্যাগন পর্যন্ত বয়ে এনে সে সাহায্য করল।

'চমৎকার শূটিঙ!' প্রশংসা করল রুডলফ। 'তোমার কপাল ভাল, হাঁস একটু সাড়া পেলেই আকাশে ওড়ে। ওদের বসা অবস্থায় পাওয়া খুব কঠিন।'

'ওরা বসে ছিল না, ড্যাডি,' গর্বের সাথে জানাল জিমি। 'সাড়া পেয়েই আকাশে উড়েছিল, কিন্তু ভ্যালেরি পটাপট চার গুলিতে চারটাকে ফেলে দিল। সবগুলোকেই পাখায় লাগিয়েছে!'

'উড়ন্ত হাঁস? রাইফেল দিয়ে?'

'বাড়িতে প্রথমে আমার শটগান ছিল না,' ব্যাখ্যা করল ভ্যালেরি। 'তাই হাঁস খেতে চাইলে আমাকে রাইফেল দিয়েই তা শিকার করতে হত।'

পাহাড়ের তলায় নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে হুইলিঙ। শহরের বেশিরভাগ অংশই প্রধান রাস্তার দু'পাশে। এখানেও, একটা রোপওয়াক আছে, কিছু দোকান, গুদাম, আর হোটেল।

রাত কাটাবার জন্যে একটা হোটেলে উঠল ভ্যালেরি। খোঁজ নিয়ে জেনেছে পরদিন সকালেই স্টীমার ছাড়বে। নদীপথে সিন্‌সিনাটি পৌঁছে, ওখানে থেকে স্থলপথে কেন্টাকি পার হয়ে টেনেসি যাবে বলে প্ল্যান করেছে সে।

ওয়্যাগনটাই ওকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ওখানেই লওনা, রুডলফ আর বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিল ভ্যালেরি। গত কয়েকদিনের সান্নিধ্যে কেমন যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে। বিদায় নেয়ার সময়ে কারো চোখেই শুকনো ছিল না। পরস্পরের সাথে ওদের হয়তো আর কোনদিনই দেখা হবে না। বিদায় নেয়াটা সত্যিই কষ্টের।

হোটেলের খাবারটা ভাল। খাওয়ার শেষে জানালার ধারে বসে রাস্তার ওপর চোখ রেখেছে ভ্যালেরি। নেড বা কেলভিনের কোন চিহ্ন

দেখা যাচ্ছে না। সে যখন স্টীমবোটের খবর নিতে নদীর ঘাটে গেছিল, তখনও ওদের কাউকে দেখতে পায়নি। কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। সকালে কার্পেটব্যাগ হাতে নদীর ঘাটের দিকে রওনা হলো ভ্যালেরি। পথে দোকানের জানালায় একটা চমৎকার নীল জামা ওর চোখে ধরল। ওটা তার এতই পছন্দ হয়েছে যে এক মুহূর্তের বেশি ভাবার প্রয়োজন হলো না। ভিতরে ঢুকে জামাটা কিনে ফেলল। ওর জার্নি করার পোশাকটাও বেশ জীর্ন হয়ে এসেছে, তাই সস্তা অথচ টেকসই দেখে একসেট কাপড়ও কিনল। সামনের লম্বা পথ পাড়ি দিতে ওটা ওর কাজে লাগবে।

ঘাটে স্টীমবোটের জন্যে অপেক্ষা করছে ভ্যালেরি। কার্পেটব্যাগটা ওর পাশেই রয়েছে। দূরে স্টীমবোটটা দেখা যাচ্ছে। ভারি ভেঁপু বাজিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। ভেঁপুর শব্দটা মনটাকে উদাস কোরে দেয়।

স্টীমবোটটা জেটিতে এসে ভিড়ল। ভ্যালেরি মুখ তুলে চাইল। রেইলিঙের ধারে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজন বিশাল কালো লোক, তার পাশে লম্বা সুদর্শন পুরুষ—চওড়া কাঁধ! ভ্যালেরির হার্ট-বীট বেড়ে গেল। ও? এখানে! কিভাবে?

হঠাৎ কেন যেন ওর মনে হলো নীল জামাটা কিনে সে ভালই করেছে। কিন্তু লোকটা তার দিকে তাকাল না। একবারও না!

একটা লোক ভ্যালেরির সামনে এসে দাঁড়াল। মাথার হ্যাটটা ছুঁয়ে সম্মান জানিয়ে সে বলল, 'ম্যাম? তুমি কি এই জাহাজেই যাচ্ছ?'

'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ! নিশ্চয়!'

'তাহলে জলদি উঠে পড়ো, ম্যাম। ক্যাপ্টেনের খুব তাড়া আছে। জাহাজে ওঠার সিঁড়িটা এখনই তুলে নেবে।'

ব্যাগটা তুলে নিয়ে স্টীমবোটে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে এগোল মেয়েটা। আড়চোখে চেয়ে দেখল কালো লোকটা তাকেই লক্ষ করছে। পাশের সুদর্শন যুবককে কি যেন বলল সে। কিন্তু যুবক ভ্যালেরির মাথার উপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে আছে। ঘুরে তাকাল ভ্যালেরি। ওর পিছনেই

দাঁড়িয়ে আছে কেলভিন!

ওর দিকে চেয়ে বিচ্ছিরি হলুদ দাঁত বের কোরে হাসল কেলভিন। 'তোমার ব্যাগটা আমি বয়ে নেব, ম্যাম?'

কথার জবাব না দিয়ে সোজা এগোল ভ্যালেরি। বোটে উঠে দেখল নেড কলিনস ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে না, বা আর কিছু করছে না, কেবল তাকিয়ে আছে। ওর ঠোঁটের কাটাটা মিলিয়ে গেলেও চোখের থেকে বিদ্বেষটা মিলিয়ে যায়নি। আগের মতই আছে। ওকে পাশ কাটিয়ে বোটের একজন অফিসারের দিকে এগোল স্লোন।

তরুণ বয়সের অফিসার। চমৎকার চেহারা—এখনও দাড়ি গোঁফ ওঠেনি। চুল সোনালি। রোদে গাল দুটো একটু লাল হয়ে উঠেছে।

'কেবিন, ম্যাম? এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি,' বলল সে।

'স্যার? সিঁড়ির পাশে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, ওর নাম নেড কলিন্‌স্। ওর কেবিনের কাছে আমি কেবিন চাই না। প্লীজ?'

'বুঝেছি, ম্যাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, জাহাজে এত যাত্রী যে খালি কেবিনের সংখ্যা খুব কম। তাই বাছাবাছির সুযোগ বিশেষ নেই। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, ম্যাম, আমাদের ক্যাপ্টেন খুব কড়া মানুষ—কোন রকম অসঙ্গতি সে সহ্য করবে না। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি তোমাকে কেউ বিরক্ত করবে না।'

কেবিনটা খুব ছোট। দুটো বাঙ্ক রয়েছে ভিতরে। নিচের বাঙ্কে একটা ব্যাগ রাখা আছে।

'ওহ্? আমাকে কি কারও সাথে কেবিন শেয়ার করতে হবে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। আমাদের জায়গার এত অভাব যে বেশিরভাগ লোক ডেকেই ঘুমায়। ইদানীং যাত্রীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। তুমি কি অনেক দূরে কোথাও যাচ্ছ, ম্যাম?'

'সিনসিনাটি পর্যন্ত। হয়তো আরও দূর যেতে পারি।'

'তাই যেন হয়।' টুপি ছুঁয়ে সম্মান জানাল অফিসার। 'তোমার মত সুন্দরী যাত্রী পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের খুব কমই হয়।'

'ধন্যবাদ। তুমি জানো আমার সাথে কে এই কেবিন শেয়ার

করছে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। একজন বয়স্কা মহিলা। সেও সিনসিনাটি যাচ্ছে। মিসেস বুখ্যান্যান (Buchanan)—বর্তমানে ওটাই তার নাম।'

'বর্তমানে? তার মানে?'

চট কোরে একবার চারপাশ দেখে নিয়ে গলার স্বর নিচু করল সে। 'হয়তো বলাটা আমার ঠিক হচ্ছে না—আমি অন্য একটা বোটে যখন কাজ করতাম, তখন ওই মহিলা একবার ওই বোটের যাত্রী হয়েছিল। কিন্তু তখন সে অন্য একটা নাম ব্যবহার করেছিল।' একটু দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল অফিসারের চেহারায়। 'তুমি একটু সাবধানে থেকো, ম্যাম। আমার সন্দেহ অমূলকও হতে পারে।'

লোকটা চলে যাওয়ার পর উপরের বাঙ্কের দিকে তাকাল ভ্যালেরি। কার্পেটব্যাগটা ভারি। কিন্তু যেভাবেই হোক ওটা উপরে তুলবে সে। ওটা তার যত কাছে থাকে ততই ভাল। একবার হারিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, ওটা আবার হারাতে সে চায় না।

ভারি কিছু উঁচুতে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু কোনমতে ওটাকে বাঙ্কের ওপর তুলল সে। মাথার দিকে রেখে বালিশ চাপা দেয়ায় অংশিকভাবে ওটা ঢাকা পড়ল। নিচে থেকে ওটা দেখাই যাচ্ছে না।

কেবিনের দেয়ালে একটা আয়না ঝুলছে। ভাল না হলেও কাজ চলে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে, মাথা থেকে বনেট খুলে ঝুলিয়ে রেখে, নিজের চুল ঠিক কোরে পরিপাটি হয়ে ডেকে বেরিয়ে এল স্লোন। রেইলের ধারে একটা জায়গা বেছে নিল যেখান থেকে কেবিনের দরজাটার ওপর নজর রাখা যায়।

স্টীমবোটটা এরই মধ্যে জেটি ছেড়ে বেরিয়ে ওহাইও নদী ধরে এগোতে শুরু করেছে। নদীটাই ওহাইও স্টেটের দক্ষিণ সীমান্ত। নদীর ডান পাশে ওহাইও, আর বাম পাশে বর্তমানে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া—কিন্তু সিনসিনাটির দিকে প্রায় অর্ধেক পথ গেলে বামে কেন্টাকি পড়বে।

নদীর উঁচু দুই পাড়ে বড় বড় গাছাপালায় ভরা ঘন জঙ্গল। রাস্তার মত এখানেও লোকজনের যাতায়াত রয়েছে। বিভিন্ন আকারের বোট

আর নৌকা চলছে। তবে বেশিরভাগই স্রোতের পক্ষে চলছে।

খুব কাছে একজনের গলার স্বর শুনে ফিরে তাকাল ভ্যালেরি। সেই যুবক! পাশে কালো লোকটা রয়েছে। আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল যুবক। ভ্যালেরি হাসল।

অবাক চোখে কতক্ষণ চেয়ে থেকে ভ্যালেরির দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল সে। সে-ই বটে। সেই চওড়া কাঁধ আর মাথার পিছনটা ভ্যালেরি যেকোন জায়গায় দেখলে চিনতে পারবে।

ভাল! সে যদি এমনই ব্যবহার করতে চায়, ঠিক আছে! কেবিনের দিকে তাকিয়ে দেখল দরজা দিয়ে একটা মেয়ে ঢুকছে। এগিয়ে মেয়েটার পিছন-পিছন ভ্যালেরিও কেবিনে ঢুকল।

পায়ের শব্দে মেয়েটা ফিরে তাকাল। বড় বড় ঘন নীল চোখ। ঠোঁট দুটো এত লাল, পেইন্ট করেছে বলে বোঝা যায়। কিন্তু কাজটা এমন নিখুঁতভাবে করা যে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল।

'ও, তাহলে তোমার সাথেই আমি কেবিন শেয়ার করছি?'

'হ্যাঁ।'

'জানো, তুমি কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। এসো, ভিতরে এসো! জায়গা খুব ছোট, কিন্তু আমাদের কোনমতে চলে যাবে।' হাত বাড়িয়ে দিল সে। হাতের আঙুলে কয়েকটা আংটি পরেছে মহিলা। ওর মধ্যে দুটো হীরের আংটি। 'আমি এলসি বুখ্যান্যান। সিনসিনাটি যাচ্ছি।'

'আমিও।'

'তাই নাকি? তাহলে আমি হয়তো ওখানে তোমার আপ্যায়ন করতে পারব। একটু রাফ্ হলেও ওটা একটা চমৎকার প্রাণবন্ত শহর।'

'ওখানে আমি বেশিক্ষণ থাকছি না।'

'খুব দুঃখের কথা।' আড়চোখে চেয়ে ভ্যালেরিকে চট কোরে একবার যাচাই কোরে নিল সে। 'তুমি কি একাই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' একটু থেমে ভ্যালেরি আবার বলল, 'ওখানে আমাকে নিতে লোক আসার কথা আছে।'

এটা ওটা কিছু কথাবার্তা হলো। বেশিরভাগই জামা-কাপড় আর

আবহাওয়া সম্পর্কে। তারপর মহিলা আবার বাইরে যাবার জন্যে রওনা হলো। 'তুমি যাবে আমার সাথে? একটু বেড়িয়ে আসবে?'

'না, ধন্যবাদ। আমি একটু বিশ্রাম নেব ভাবছি।'

মেয়েটা চলে গেল, কিন্তু ওর মাখা সুগন্ধির গন্ধটা কেবিনে রইল। ব্যাপারটা ভ্যালেরির কাছে বিশেষ ভাল ঠেকছে না। মহিলা দেখতে ভাল, জামা-কাপড়ও অত্যন্ত দামী—কিন্তু তবু যেন কি একটা গলদ রয়েছে। হয়তো স্টীমবোটের অফিসার ওকে যা বলেছে সেটাই ওর মনে প্রভাব ফেলেছে। যাহোক, কেবিনটার ওপর তাকে নজর রাখতে হবে। সুযোগ পেলেই নেড কলিনস যে তার ব্যাগটা চুরি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু একটা জিনিস ওর মাথায় আসছে না। ডেভিড এখানে এত দূরে কি করছে? তার শিকার, নাচ, আর ফিলাডেলফিয়ার মহিলা মহল থেকে এটা অনেক দূর। হয়তো এটা তারই ভুল—ডেভিডের চেহারা সে দেখেনি—হয়তো ওটা আর কেউ হবে। ওভাবে হাসায় লোকটা নিশ্চয় তাকে বেহায়া ভাববে। লজ্জায় একটু লাল হলো সে। বোকার মত কাজ হয়েছে ওটা।

ছেলেটার চেহারা সে দেখেনি, যুবকও হয়তো তাকে দেখেনি। সর্বক্ষণ সে ভ্যালেরির দিকে পিছন ফিরেই ছিল।

যে তরুণ অফিসার তাকে কেবিন দেখাতে এসেছিল, সে বোট সম্পর্কে ব্যাখ্যা কোরে ভ্যালেরিকে অনেক তথ্যই জানিয়েছে। যদিও লোকটা যা বলল তার বেশিরভাগ সে আগে থেকেই জানে, তবু খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনেছে। অনেক আগেই রহাইড তাকে বুঝিয়ে বলেছিল: 'পুরুষ নিজের কাজ আর পরিবেশ নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। শুনতে শেখো, আর যদি মাঝেমধ্যে একটা-দুটো প্রশ্ন করতে পারো, সেটা আরও ভাল। হয়তো অনেক সময়ে বিরক্তি ধরবে তোমার, কিন্তু সেইসাথে অনেক কিছু শিখতেও পারবে। ওরাও খুশি মনে সবাইকে বলে বেড়াবে কী চমৎকার মেয়ে তুমি।

'শুনতে শেখো, কিংবা অন্তত মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করো.

তাহলেই দেখবে লোকজন তোমার জন্যে অনেক কিছুই করছে। তুমি যদি নম্র আর বিনয়ী হও তবে দেখবে মেয়েরাও তোমাকে পছন্দ করছে।

'পুরুষ কাজ উদ্ধার করে কঠিন পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে, কিন্তু মেয়েরা করে কৌশলে—খেলিয়ে।'

'বোটের দু'পাশে দুই সারি কেবিন আছে,' বলছিল যুবক। 'কেবিনের দরজাগুলো ভিতরের বড় কামরাটার দিকে খোলে। ওখানে মানুষ অন্যান্য যাত্রীদের সাথে আলাপ-পরিচয় করে। আমরা খাবারও ওখানেই সার্ভ করি।

'বোটের মাল তোলা হয় প্রধান ডেকের ওপর। তুলোর গাঁইট যখন নেয়া হয় তখন আমরা যে ডেকে আছি তারচেয়েও উঁচু কোরে টাল দিতে হয়।'

লোকটার নাম হিউবার্ট। ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। 'যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয়, আমাকে জানিও। আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব সেটা আমি নিশ্চয়ই করব।'

মাঝখানের বড় কেবিনে তিনটে টেবিল পাতা আছে। রাতে খাওয়ার জন্যে সবাই ওখানে জড়ো হলো। সেই চওড়া কাঁধের যুবকের সাথে একই টেবিলে বসেছে ভ্যালেরি। ক্যাপ্টেন সবার সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিল। চিনতে ভুল করেনি মেয়েটা—ওই যুবকই চ্যানট্রির ভাগনে ডেভিড। ভ্যালেরি স্লোনের নাম ঘোষণা করা হতেই সে চোখ তুলে তাকাল। ওদের চোখাচোখি হলো। একটু লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল ডেভিড। রোমিও টাইপের মানুষ হয়েও এভাবে চোখ নামিয়ে নেয়াটা ভ্যালেরির কাছে একটু অস্বাভাবিক ঠেকল।

টেবিলে একজন বয়স্ক মানুষও রয়েছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ, পেটটা মোটা, মাথার চুল সাদা হলেও চেহারায় বয়স অনেক কম বলে মনে হয়। ভ্যালেরির পুরো নাম শুনে লোকটা আড়চোখে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। ওর নাম টিমোথি ওয়েবস্টার।

তৃতীয় টেবিলে নেড কলিনস বসেছে এলসি বুখ্যান্যানের পাশে। ওরা কথা বলছে। ভ্যালেরি ওদের দিকে তাকাচ্ছে না, সে যে লক্ষ

করেছে এটা ওদের জানতে দিতে চায় না। যেভাবেই হোক, ওকে এই বোট ছেড়ে পালাতে হবে।

ফাঁদে পড়া অবস্থা হয়েছে ভ্যালেরির—চারদিক থেকে সে যেন আটকা পড়ে যাচ্ছে। ওই মহিলাকে সে বিশ্বাস করে না, আর ওই মহিলাই কিনা আলাপ করছে নেডের সাথে। ওরা হয়তো সাধারণ অলস গল্পই করছে, কিন্তু ভ্যালেরির ঝুঁকি নেয়ার সাহস হচ্ছে না।

চোরা চোখে একবার ডেভিডের দিকে তাকাল ভ্যালেরি। ওর সাহায্য চাওয়াটা কি তার ঠিক হবে? হয়তো সে তাকে চেনেই না।

সে যদি মাঝরাতে বোট ছেড়ে সরে পড়তে পারত সবার অজান্তে, তাহলেই সব থেকে ভাল হত।

ডেভিডের সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবাটাও তার ভুল। যুবক তার দিকে একবার ভাল কোরে চেয়েও দেখেনি। ভ্যালেরিকে নিজের ফ্যামিলির কথা ভাবতে হবে। টাকাটা ওদের সবার খুব কাজে আসবে। ওরা আজীবন গরীবী হালেই কাটিয়েছে। কেবল ভাল শিকার করতে পারে বলেই ওদের কোনমতে দিন কেটেছে—কিন্তু এখন সেটা বদলানো সম্ভব।

চিন্তা-ভাবনা কোরে ওর একটা প্ল্যান করা দরকার। এখনই বা শীঘ্রি যদি সে এই বোট ছেড়ে নামতে পারে, তবে একটা ঘোড়া নিয়ে দক্ষিণে এগোলেই টেনেসি পৌঁছতে পারবে। বরং এখানকার চেয়ে সিনসিনাটি থেকেই টেনেসি বেশি দূরে। তবে এই এলাকাটা বেশি দুর্গম আর বুনো।

যদি ওর কাছে নদীর একটা ম্যাপ থাকত! স্টীমবোট মাঝেমাঝে ছোটছোট জায়গায় পাড়ে ভেড়ে। ওই রকম কোন জায়গায় যদি সবার অজান্তে সে নেমে পড়তে পারে···মাঝরাতে···

জাহাজের সেই আলাপী অফিসার হিউবার্ট নিশ্চয় জানবে। লোকটা তাকে প্রয়োজনে সাহায্য করার আশ্বাসও দিয়েছে। ওর সাহায্য নিয়ে যদি কোথাও নেমে যেতে পারে সে···।

জাহাজে নদীর একটা চার্ট নিশ্চয় থাকবে। হঠাৎ ভ্যালেরির

চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। সে ওর সাথে কথা বলছে। ডেভিড কথা বলছে ওর সাথে!

বারো

'মিস স্লোন, তুমি কি সিনসিনাটিতে স্টীমার ছাড়ছ?'

'সেটাই আমার বর্তমান প্ল্যান, মিস্টার···প্রেসকট, তাই না?'

'ডেভিড প্রেসকট। আমার বিশ্বাস তুমি আমার মামা হেনরি চ্যানট্রিকে চেনো।'

'হ্যাঁ, তার সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। একজন চমৎকার মানুষ—সত্যিই অসাধারণ।'

'এবং কড়া মানুষ, খুব কড়া।'

'অকারণে নিশ্চয়ই নয়?'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল ডেভিড। 'সন্দেহ নেই সে তাই মনে করে।' আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল সে। 'সিনসিনাটি থেকে তুমি বাড়ি ফিরবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু ওটা কি খুব দুর্গম পথ নয়?'

'কারও কারও মতে তাই।'

'কোন স্টেজ আছে? নাকি আর একটা স্টীমবোট নেবে তুমি?'

'হ্যাঁ, তা আছে, কিন্তু সোজাসুজি পাড়ি দিলে অনেক কম পথ।'

বিরক্ত আর উত্তেজিত বোধ করছে ডেভিড। এত দূরে এভাবে একা একটা মেয়ের পথ চলা, নেহাত বোকার মত কাজ! এই মেয়েটার জন্যেই তাকে শহরের আরাম আয়েশ ছেড়ে বনে-বাদাড়ে এই মেয়ের সাথে ঘুরে বেড়াতে হবে। একটু কৃতজ্ঞতা বোধও নেই—উদ্ধত।

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তোমাদের ফ্যামিলির লোকজন এটা কিভাবে সমর্থন করছে? ধরো পথে যদি একটা ভালুকের দেখা পাও? কিংবা খারাপ কোন লোক?'

'কেন? আমি তাকে সাপারের জন্যে বাসায় নিয়ে যাব।'

'কী? তুমি এমন একটা লোককে বাসায় নিয়ে যাবে?'

'লোক নয়, আমি ভালুকের কথা বলছিলাম,' নিষ্পাপ হাসি দিল ভ্যালেরি। 'ওকে আমি মেরে সাপারের জন্যে নিয়ে যাব!'

ডেভিডের চেহারায় উত্ত্যক্তির স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল। 'মামার নির্দেশ, তোমাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমার। তোমার জন্যে সে খুব উদ্বিগ্ন। বলল তোমার পিছনে—'

'ওরা এখানেই আছে।'

চমকে মুখ তুলে চাইল সে। 'এখানে?'

ডেভিড আর কিছু বলার আগেই ভ্যালেরি বলল, 'তোমার মামা আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করছে জেনে সুখী হলাম, কিন্তু চিন্তার কিছু নেই। আমি চাই না আমার জন্যে তোমাকে কোন ঝামেলা পোহাতে হোক। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে ভালুক আছে, এবং কিছু মানুষও আছে—কিন্তু বেশিরভাগই অত্যন্ত ভালমানুষ।'

'তোমার এভাবে একা ট্র্যাভেল করা নেহাত অযৌক্তিক।' ভ্যালেরির পাশে বসা মহিলার দিকে তাকাল ডেভিড। 'তুমি কি বলো?'

'আমি? আমিও একমত! একা একটা স্টেট পার হওয়া! অসম্ভব!'

'কিন্তু আমার সাথে আসার মত কেউ ছিল না। আমার চাচা অসুস্থ, অথচ ট্রিপটা জরুরী। যাহোক, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আমার যাত্রা। শীঘ্রি আমি বাড়ি পৌঁছব।'

বিরক্ত মুখে নিজের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইল ডেভিড। নিশ্চয় ভ্যালেরিকে সে খুব খেলো ভাবছে। তবু ওকে খেপাবার লোভ সামলাতে পারছে না ভ্যালেরি। দারুণ রেগেছে ডেভিড, আরও সুদর্শন দেখাচ্ছে ওকে।

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, স্যার। আমার কোন অসুবিধা হবে না, এবং আমাকে পৌঁছে দেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই সব সামলাতে পারব।'

খুব শান্ত স্বরে কথা বলল ডেভিড। 'ওই ব্যাপারে আমি মোটেও নিশ্চিত হতে পারছি না। শুনলাম এরই মধ্যে তোমার ব্যাগ চুরি হয়েছিল—'

'আমি ওটা ফেরত এনেছি।'

'তুমি স্টেজ থেকে কয়েকদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়েছিলে। তোমাকে আবার খুঁজে বের করতে আমার অনেক ঝামেলা হয়েছে।'

সুন্দর কোরে হাসল ভ্যালেরি। 'কিন্তু তুমি তো আমাকে খুঁজে পেয়েছ! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি ছাড়া আমি যে কি করতাম ভেবেই পাচ্ছি না!'

ঠাণ্ডা স্থির দৃষ্টিতে ভ্যালেরির দিকে তাকাল সে। 'মিস স্লোন, আমার মামা আমাকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে যেন আমি তোমাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিই। আমিও ঠিক তাই করব।'

তৃতীয় টেবিলটার দিকে তাকাল ভ্যালেরি। নেড কলিনস চলে গেছে। এলসি আসন ছেড়ে উঠছে। কেলভিনও নেই।

ভ্যালেরি যেখানে বসেছে সেখান থেকে ওর কেবিনের দরজাটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাইরের দিকে আরও একটা দরজা আছে। দরজাটা অবশ্য সে নিজের হাতেই তালা দিয়ে এসেছে, কিন্তু এসব লোকের কাছে সামান্য একটা তালা খোলা কোন ব্যাপারই নয়।

'আমাকে এবার উঠতে হচ্ছে,' বলে চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেরি। ডেভিড প্রেসকটও উঠল।

'তোমার সাথে কি সকালের নাস্তার সময়ে আমার দেখা হবে, মিস স্লোন?'

'যতদূর বিশ্বাস, হবে। ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসকট।'

সরে যাওয়ার সময়ে ভ্যালেরি শুনতে পেল তার পাশে বসা মহিলা

ডেভিডকে বলছে, 'মেয়েটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর।' ওর মন খুব চাইলেও ডেভিডের জবাবটা সে শুনতে পেল না।

কেবিনে পৌঁছে ভ্যালেরি দেখল ভিতরে কেউ নেই। ওর কার্পেটব্যাগটাও কেউ ধরেনি। সবই ঠিক আছে। ঘুরে আয়নার দিকে তাকাল সে। ওর নীল পোশাকটা ওকে সত্যিই মানিয়েছে।

নিজের মনেই মাথা নাড়ল সে। এসব কথা ওর ভাবা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। টাকা নিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফেরাই ওর একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। তার মায়ের জীবন এতে অনেক আরামের হবে। রহাইড সম্ভবত এখন দ্রুত সেরে উঠছে, কিন্তু সেটা তার জানার কোন উপায় নেই। কয়েকজনের কথাই সে জানে, যারা ভালুকের কামড় আর থাবার আঁচড়ে জখম হয়েছিল, কিন্তু ঠিক মত আর সেরে ওঠেনি। স্টোরের একটা লোক বলেছিল ভালুক অনেক সময়েই আধপচা মাংস খায়, এবং তার কিছু অংশ দাঁতের ফাঁকে আটকে ওদের দাঁতকে বিষাক্ত কোরে তোলে। রহাইডকে ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার, এবং এই টাকা নিয়ে ফিরতে পারলে তাতে কোন সমস্যাই হবে না।

ভ্যালেরির মনের একটা দিক চাইছে না ডেভিড ওর সাথে আসুক, কিন্তু অন্য একটা দিক সেটাই চাইছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে জঙ্গল আর পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছবে। ওইসব এলাকায় কিভাবে চলাফেরা করতে হয় সেটা ওর ভাল কোরেই জানা আছে। ইণ্ডিয়ানদের মতই তা পারে সে, কিন্তু ডেভিড? সে কি পারবে? ওকে যদি ভালুকে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়? তাহলে নিজেকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

ওর সাথে আর একবার দেখা হোক, এটাই চেয়েছিল ভ্যালেরি। দেখা হয়েছে। কিন্তু ওর সাথে সে যেমন ব্যবহার করেছে তাতে তার প্রতি ডেভিডের মন বিষিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। ওর নিশ্চয় অন্য প্ল্যান আছে। একটা বেয়াড়া পাহাড়ী মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে এতদূরে এই বিজন এলাকায় সে নিশ্চয় স্বেচ্ছায় আসতে চায়নি।

যত ভাবছে ততই খারাপ লাগছে ভ্যালেরির। ওর সুন্দর নীল

জামাটা! শহরে বিভিন্ন রকম সুন্দর পোশাক দেখে যে অভ্যস্ত, তার কাছে নিশ্চয় ওটা নিতান্ত সাধারণ বলেই মনে হয়েছে।

এলসি বুখ্যান্যান কেবিনে ঢুকে কোনায় ওয়াশবেসিন আর আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের চুল ফাঁপাতে ব্যস্ত সে। আয়নার ভিতর দিয়ে আড়চোখে ভ্যালেরির দিকে তাকাল মহিলা।

'মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, এখনই তুমি এই ঘুপচির মধ্যে ঢুকে কি করছ?' বলল সে। 'ওখানে দু'জন চমৎকার মানুষের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। ওদের একজনকে আমি তোমার কথা বলেছি, ভদ্রলোক তোমার সাথে পরিচিত হতে আগ্রহী। ওকে আমি বলেছি সেটার ব্যবস্থা আমি করতে পারব।'

'না, ধন্যবাদ। আমার ঘুমানো দরকার। অনেক পথ ট্র্যাভেল করেছি আমি।'

'এখানে থাকলে কোন পুরুষের সাথে তোমার কখনও সাক্ষাত হবে না। এদিকে পুরুষের আসা নিষেধ। এসো! আমরা কিছু আমোদ-ফুর্তি করি।'

'তুমি যাও।'

'ওই লোকটা, যার কথা আমি বললাম, সে মাঝবয়সী, কিন্তু টাকা আছে ওর। পছন্দ মত মেয়ে পেলে সে তার পিছনে মুক্ত হাতে খরচ করবে।'

অবাক হয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে রইল ভ্যালেরি। রহাইড তাকে এই ধরনের মহিলা সম্পর্কে আগেই সাবধান করেছে।

'না, ধন্যবাদ,' আবার প্রত্যাখ্যান করল সে।

মহিলা চলে যাওয়ার পর ভ্যালেরি নিজের বাঙ্কে শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে ভাবছে। কেলভিন বা নেড এই বোটে কোন রকম অপচেষ্টা চালাবে বলে তার মনে হচ্ছে না। তবে ওরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। ডাঙায় নামার পর থেকেই শুরু হবে আসল ঝামেলা। তখনই তাকে সব থেকে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু সে যদি আগেই

ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পথে কোন সুবিধাজনক জায়গায় নেমে যেতে পারে, তাহলে সবথেকে ভাল হয়। বিগ স্যাণ্ডির কথা ভ্যালেরির মাথায় এল।

কিন্তু ওটা ইণ্ডিয়ান এলাকা। গোটা ছয়েক ট্রাইবের শিকার করার রেঞ্জ। ক্রীক, চেরোকী, শওনী, এবং আরও কিছু ট্রাইব ওখানে শিকার করে। ব্যক্তিগতভাবে ভ্যালেরিকে চেরোকীরা চেনে, আর স্লোন পরিবারকে ওরা সবাই চেনে। তবু ওটা বেশ বড় রকম একটা ঝুঁকি নেয়া হবে। তবে এখনও শিকারের মৌসুম শুরু হয়নি, সুতরাং ঝাঁকেঝাঁকে শিকার পার্টি এখনও বেরোয়নি।

বিগ স্যাণ্ডির নিচের দিকে কিছু সুন্দর ফার্ম আছে। ওখানে ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে। ঘোড়া না পেলেও ক্যানু নিশ্চয় পাওয়া যাবে। লেভিসা ফর্ক দিয়ে কেন্টাকি পৌঁছে, ভার্জিনিয়ার নিচের কিছুটা অংশ পার হতে পারলেই সে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

ক্লিন্চ্ রিভার এলাকায় কিছু স্লোন থাকে। ওরা কিছুটা দাঙ্গাবাজ হলেও মানুষ হিসেবে ভাল। নেড কলিনস যদি ভ্যালেরিকে অনুসরণ কোরে ক্লিন্চ্ মাউন্টিন এলাকায় ঢোকে তবে ওই বিশালাকৃতি স্লোনদের যেকেউ ওকে পিটিয়ে ওহাইও পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ভ্যালেরি সিদ্ধান্ত নিল পরদিন সকালেই সে হিউবার্টকে ধরে নদীর ম্যাপটা দেখে একটা প্ল্যান ঠিক করবে আগামীতে কি করা যায়।

খুব ভোরে ভ্যালেরির ঘুম ভাঙল। সকালে ঘুম থেকে ওঠা ওর চিরকালের অভ্যাস। সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে, এলসিকে না জাগিয়ে, কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সকালের টাটকা ঠাণ্ডা বাতাসটা সরাসরি ওর মুখে এসে লাগছে। অপূর্ব অনুভূতি। বেড়াবার বিশেষ সুযোগ সে পায়নি, কিন্তু বুঝতে পারছে এটাই সত্যিকার জীবন। মানুষের সময় আর সুযোগ থাকলে বেড়াবার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই। ভাটির দিকে চলেছে স্টীমবোর্ড। উঁচু পাড়ের ওপর গাছ আর জঙ্গল। মাঝে মাঝে একটা-দুটো কেবিন বা ফার্ম দেখা

যাচ্ছে। কাছের পাড়টা অত্যন্ত উঁচু। বাবার কাছে ভ্যালেরি শুনেছে নিউ ম্যাড্রিড ভূমিকম্পের সময়ে এই ধরনের উঁচু পাড় একেকবারে একশো-দুশো গজ ভেঙে নদীতে পড়েছে। নিশ্চয় দেখার মতই একটা দৃশ্য!

ওই ভূমিকম্পের সময়েই মিসিসিপি নদীর স্রোত কিছুক্ষণ মাইলের পর মাইল উল্টোদিকে বয়েছিল। নদীর তলার ঢালটাই পাল্টে গেছিল।

হিউবার্ট কোথাও কাজে যাচ্ছিল, ভ্যালেরিকে দেখে থামল।

'গুড মর্নিঙ, মিস স্লোন। নদীর শোভা দেখছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, নদীর বাঁকগুলো বড় সুন্দর। আমাকে একটা ম্যাপ জোগাড় কোরে দিতে পারো তুমি?' সুযোগ বুঝে প্রস্তাবটা পাড়ল ভ্যালেরি।

'ম্যাপ? মানে নদীর একটা চার্ট?'

'হ্যাঁ। জাহাজে আমরা কখন নদীর কোন বাঁকে আছি এসব জানার আমার খুব শখ।'

'ওহাইও নদীর প্রত্যেকটা অংশ আমার মুখস্থ জানা আছে,' বলল সে। 'তুমি চাইলে আমি নিজেই এঁকে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।'

'অবশ্য এজন্যে তোমাকে আমি যোগ্য পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছি।'

'পারিশ্রমিক?' লজ্জায় একটু লাল হলো হিউবার্টের মুখ। 'না, না, ওসব কিছুই লাগবে না। তোমার জন্যে আমি আনন্দের সাথেই ওটা করব। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ বলে আমি গর্ব বোধ করছি।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করলে যে কাজ হবে এটা আমি আগেই জানতাম,' বলল ভ্যালেরি। 'কতদিন পরে তো তুমি নিজেই পাইলট হবে।' একটু থামল সে। 'আচ্ছা, রাতে কি আমরা থামি? মানে, যাত্রী নামাতে, বা মাল তোলার জন্যে?'

'মাঝেমাঝে, এবং মাঝেমাঝে রাতের জন্যে বিশ্রাম নিতেও আমরা নোঙ্গর করি। অবশ্য এটা মিসিসিপি বা মিসৌরি নদীতেই বেশি করা হয়। কারণ পানির তলায় কিছু চোরা-দ্বীপের মত সৃষ্টি হয়। দেখেশুনে না চালালে বোটের তলি ছিঁড়ে খুলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ওইসব জায়গায়

দিনের আলোতে না দেখে জাহাজ চালানোর উপায় নেই।'

পরে অবসর সময়ে চার্ট এঁকে সব বুঝিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল হিউবার্ট। নাস্তা খাওয়ার জন্যে মাঝখানের বড় কেবিনটার দিকে রওনা হলো ভ্যালেরি। এত সকালে ডেভিডকে ওখানে উপস্থিত দেখে অবাক হলো সে। তার ধারণা ছিল পুবের লোকেরা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। যত্নের সাথে চুল আঁচড়েছে ডেভিড, পরিপাটি দেখাচ্ছে ওকে।

'গুড মর্নিঙ, মিস স্লোন! রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?'

'তা হয়েছে, এবং তোমাকেও জানাই সুপ্রভাত, স্যার!'

কেবিনে লোকজনের সংখ্যা খুব কম। ওদের টেবিলে কেবল ওরা দু'জনই। চারদিকে একবার চেয়ে নিচু স্বরে সে বলল, 'গতরাতে তুমি বলছিলে তোমার টাকার পিছনে যারা লেগেছে তারা এই জাহাজেই আছে। তাই?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্লোন। 'কিন্তু ওদের থেকে আমি দূরে থাকি। ওরা কঠিন লোক।'

একটু আড়ষ্ট হলো ডেভিড। 'প্রয়োজনে আমিও শক্ত হতে পারি।'

'ওদের বিরুদ্ধে যুঝতে হলে শক্ত হতেই হবে,' বলল ভ্যালেরি।

'ওখানে কি ঘটেছিল? মানে তোমার ব্যাগটা হারাল কিভাবে?'

মোটামুটি ঘটনাটা জানাল ভ্যালেরি। তবে কেবিনে কি ঘটেছিল সেটা খোলাসা করল না।

'ব্যাগটা যখন উদ্ধার হলো তখন আমি অনেক পথ এগিয়ে গেছি। তাই ওই স্টেজটাই যখন এসে পৌঁছল, ওটাতেই আবার চড়ে বসলাম।'

'ওরা তাহলে তোমাকে অনুসরণ করেনি?'

'করেছিল, কিন্তু আমি এড়িয়ে গেছি।' ডেভিডকে সাবধান করা দরকার, তাই সে আবার বলল, 'ওখানে একজন বিশাল আইরিশ লোক ছিল, সে বলেছিল ওদের থামাবে। লোকটা দারুণ শক্ত-সমর্থ ছিল, কিন্তু তবু ঠেকাতে পারেনি। নেডের মুখে মারপিটের সামান্য কিছু দাগ আর

মুঠির কিছু চামড়া যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি।'

'বুঝলাম।'

ভাল। এখন সে জানে তার প্রতিপক্ষ কেমন। ডেভিড প্রেসকট চমৎকার সুগঠিত যুবক। শক্তিশালীও বটে, কিন্তু চোখ-উপড়ানো হাতাহাতি যুদ্ধে নেডের সামনে সে কিছুই না।

'শোনো,' হঠাৎ বলে উঠল ভ্যালেরি, 'তুমি বরং ফিরে যাও। তোমার মামাকে জানাও আমি ভালই আছি। একবার পাহাড়ে ঢুকতে পারলে আমি নিরাপদ হব। হাজার হলেও আমি একজন স্লোন, বলতে গেলে বিজন দুর্গম এলাকা আর স্লোন একে অন্যের জমজ ভাই। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকব।'

'সে আমাকে তোমার দেখাশোনার জন্যে পাঠিয়েছে।'

'তোমার চেহারা অত্যন্ত সুন্দর,' মনের কথাই বলল সে, 'আমি চাই না তুমি চোট পাও।'

'চোট? আমি? আমার কোন ক্ষতি হবে না। না, আমি তোমাকে তোমার বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'তাহলে তোমার কিছু টেকসই জামা-কাপড় দরকার,' বলল ভ্যালেরি। 'তুমি যা পরে আছ, ঝোপঝাড়ের মধ্যে তা মোটেও টিকবে না।'

নাস্তা খাওয়ার মাঝে আর ওদের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা হলো না। অন্যান্য লোকজন আসতে শুরু করেছে। ভ্যালেরির আচার-ব্যবহারে খুব অবাক হয়েছে ডেভিড। এমন অদ্ভুত মেয়ে সে আর কখনও দেখেনি। মেয়েটার কাছে রাখাঢাকার কোন ব্যাপার নেই। সে যা ভাবে, তাই বলে ফেলে।

ভ্যালেরিও ওর ব্যবহারে অবাক হয়েছে। এর আগে লেডির মত সম্মান দিয়ে কেউ তার সাথে কথা বলেনি—হ্যাঁ, যাদের সাথে তার পরিচয় আছে তাদের থেকেও সে সম্মান পেয়েছে, কিন্তু সেটা এমন নয়।

'মিস্টার প্রেসকট,' কাজের কথায় এল সে, 'নেড কলিনসের একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান আছে। সে আমার কার্পেটব্যাগটা হাতাবার তালে রয়েছে। ওর প্ল্যান এড়িয়ে আমাকে সাবধানে এগোতে হবে। ওর মতলব আঁচ কোরে চলতে না পারলে তারই জয় হবে। আমার এই স্টীমবোটে থাকা মানেই ওর মুঠোয় থাকা। আমার মনে হয় আমি যার সাথে কেবিন শেয়ার করছি সেই এলসি বুখ্যান্যানের সঙ্গে একজোট হয়ে সে কিছু করার চেষ্টায় আছে। ওদের আমি একসাথে কথা বলতে—'

'হ্যাঁ, আমি তোমার সাথে ওই ব্যাপারে কথা বলব বলে ভাবছিলাম,' বলে উঠল ডেভিড। 'অমন মেয়ের সাথে এক কেবিনে থাকা তোমার মোটেও ঠিক নয়। এটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার।'

'বেশিদিন থাকতে হবে না,' বলল ভ্যালেরি।

'না, এমনিতেই লম্বা সময় কাটানো হয়েছে, আর না। আমি ক্যাপ্টেনের সাথে এই বিষয় কথা বলব।'

'মোটেও তা করতে যেয়ো না।'

একটা লোককে কেবিনে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল ভ্যালেরি। ওর সাথে চোখাচোখি হলো। লোকটা জেসি হ্যাটফিল্ড!

'আমাদের সমস্যা আরও বাড়ল,' নিচু স্বরে বলল ভ্যালেরি। 'জেসি হ্যাটফিল্ডও এখানে হাজির!'

তেরো

কয়েক মিনিট ওখানে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল ভ্যালেরি। নেড বা কেলভিনকে নিয়ে সে তেমন চিন্তিত নয়। কিন্তু জেসি হ্যাটফিল্ডের কথা

আলাদা। লোকটা ভয়ানক।

ওকে এক নজর দেখেই বোঝা যায় লোকটা শুধু পাজিই নয়, সে অসম্ভব রকম ধূর্তও বটে। নেডকে ভ্যালেরি যেভাবে ধোঁকা দিয়েছিল, ওর জায়গায় জেসি থাকলে সেটা সম্ভব হত না। আইরিশ লোকটার সাথে ফাইট করার ঝামেলায় সে যেত না। ওকে সরাসরি খুন কোরে ভ্যালেরির পিছু নিত। সময় নষ্ট করত না।

নেড যে ভ্যালেরির ওপর নজর রাখার জন্যে এলসিকে নিয়োগ করেছে, এটা বুঝতে পারছে সে। সুতরাং পালাতে হলে এলসিকেও ফাঁকি দিতে হবে।

'মিস্টার প্রেসকট,' বলল ভ্যালেরি, 'আমাকে তোমার একটু সাহায্য করতে হবে। আমি বোট ছেড়ে পালাবার প্ল্যান করেছি। এতে তোমার সাহায্য দরকার।'

'কিভাবে?'

'সাপারের পর তুমি আমাকে তোমার সাথে ডেকে হাঁটার আমন্ত্রণ জানিও। মানে'—একটু রাঙা হলো ভ্যালেরি—'যেন তুমি আর আমি প্রেম করছি, এমন ভাব দেখাবে।'

শান্তভাবে ভ্যালেরির দিকে চাইল ডেভিড। 'এবং তারপর?'

'আমি বোট থেকে সরে পড়ব। পাড়ে পৌঁছে আমি বিগ স্যাণ্ডি ধরে এগোব। আমার বিশ্বাস একটা ঘোড়া বা খচ্চর কিনতে পারব আমি। তারপর বাড়ির পথ ধরব।'

'আমাকে ছাড়া নয়।'

'তুমি পারবে? ওটা অত্যন্ত রাফ এলাকা, মিস্টার প্রেসকট। ঘোড়ার পিঠে তোমার শিয়াল শিকারে যাওয়ার মত হবে না তা। তোমাকে উঁচু উঁচু পাহাড়ে চড়তে হবে, গভীর খাদে নামতে হবে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে পথ কোরে চলতে হবে, এবং হয়তো ইণ্ডিয়ানদের ঝামেলাতেও পড়তে হতে পারে।'

'ইণ্ডিয়ান? এখানে? আমরা এতটা পশ্চিমে পৌঁছাইনি!'

'না, স্যার, কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা আছে। চেরোকীরা স্লোনদের চেনে। অন্যান্য ইণ্ডিয়ানরাও কিছু কিছু চেনে, কিছু নামেও চেনে। যারা স্লোনদের চেনে তারা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু শওনী ইণ্ডিয়ানরাও আশেপাশে আছে, ওদের সাথে চেরোকীদের ভাব নেই। ক্রীকরাও নিজের মত চলতেই পছন্দ করে।'

কফিতে চুমুক দিল ভ্যালেরি। 'তোমার কাছে রাইফেল আছে, মিস্টার প্রেসকট?'

'রাইফেল? অবশ্যই না—এখানে নেই।'

'একটা রাইফেল তোমার দরকার হবে, আমারও একটা লাগবে। আমারটা আমি পথে একটা ট্যাভার্নে রেখে এসেছি। রহাইড আর আমার মা, দু'জনেই বলল ফিলাডেলফিয়ায় মেয়েদের রাইফেল বয়ে বেড়ানোটা অশোভন।'

'তুমি রাইফেল ছুঁড়তে পারো? সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ, স্যার, রাইফেল ছুঁড়েছি আমি।'

ভ্যালেরির কথাটা যে ডেভিড ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি বুঝতে পারছে সে। ওর জগতের মেয়েরা নাচে, পার্টি করে, আর সুন্দর জামা-কাপড় পরে সাজগোজ করে—ব্যস। কিন্তু পাহাড়ে যে পরিবেশ কতটা ভিন্ন এটা সে জানে না।

'মিস্টার প্রেসকট,' একটু চুপ কোরে থাকার পর বলল ভ্যালেরি, 'আমাদের আরও হাসা দরকার। যেন আমরা পরস্পরের সঙ্গ খুব উপভোগ করছি। হ্যাটফিল্ড আর তার সঙ্গীদের এমন ধারণা দেয়া দরকার যেন আমাদের মধ্যে কিছু একটা চলছে। আমরা যদি বেশি গম্ভীর থাকি তাহলে ওদের মনে সন্দেহ জাগবে।'

সুন্দর কোরে হাসল ডেভিড।

'এই তো! চমৎকার! আগে মনে হচ্ছিল প্রেম কাকে বলে তাই জানো না।'

'আমি তোমার সাথে ঠিক প্রেম করছি না, মিস স্লোন। কিন্তু তুমি

যদি ওদের ধোঁকা দিতে চাও, তাহলে অবশ্য—'

'এটা আমাদের করতেই হবে। আমরা যে বোট ছেড়ে স্থলপথে এগোব সেটা ওদের আঁচ করতে দেয়া ঠিক হবে না। একটা ম্যাপ আমি হাতে পাব বলে আশা করছি। জাহাজের এক তরুণ অফিসার আমাকে একটা ম্যাপ জোগাড় কোরে দেবে বা এঁকে দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

'তরুণ অফিসার?' ভুরু উঁচাল ডেভিড। 'আলাপ জমাতে তোমার সময় লাগে না দেখতে পাচ্ছি!'

'হ্যাঁ, দরকার পড়লে আলাপ করতেই হয়। লোকটা দেখতেও ভাল।'

'ওর সাথে কথা বলেছ তুমি?'

'নিশ্চয়, কয়েকবারই বলেছি। অফিসারটা লম্বা, সোনালি চুল।'

'আমি খেয়াল করিনি।' ডেভিডের স্বরটা একটু তীক্ষ্ণ শোনাল।

'না, ওকে খেয়াল করার কোন কারণ তোমার নেই। কিন্তু এলসি বুখ্যান্যানকে তুমি ঠিকই খেয়াল করেছ, তাই না?'

'লোকে খেয়াল করুক এটাই সে চায়। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত পোশাকও পরে।'

'এবং সেটাই সে পায়।' কফিতে একটা চুমুক দিয়ে সে আবার বলল, 'সে আমাকে কিছু লোকের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। বলেছিল ওদের একজন বেশ টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষ।'

'তুমি ওর প্রস্তাব গ্রহণ করোনি আশা করি?'

'না, তা করিনি, তবে মেয়েদের নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই হয়। এবং আমাদের ওদিককার পাহাড়ে যেসব ছেলে আছে তাদের বেশিরভাগ আগেই জুড়ি ঠিক কোরে রেখেছে। বোঝই তো, আমার বয়স ষোলো পেরিয়ে গেছে, আর আমি যেখানকার মানুষ সেখানে আমি বুড়ি ধাড়ি।'

'আমি বলতে চাই এলসি তরুণী মেয়ের সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত নয়।' ছাত্রীকে বোঝাবার ভঙ্গিতে ভ্যালেরির দিকে তাকাল সে। 'এক কথায়

বলতে গেলে বলতে হয় মেয়েটা দুশ্চরিত্রা।'

'তাই নাকি? রহাইড অবশ্য ওদের সম্পর্কে আমাকে বলেছে, কিন্তু আমি জানতাম না দুশ্চরিত্রা মেয়ে দেখতে কেমন হয়।'

'রহাইড কে?'

'আমি ভেবেছিলাম ওর সম্পর্কে আমি তোমাকে বলেছি। সে আমার চাচা। দেশ-বিদেশে প্রচুর ঘুরেছে সে। কিন্তু বর্তমানে সে বিছানায় পড়ে আছে। একটা ভালুকের সাথে এক রাউণ্ড লড়ার ফল।'

'মানে সে ভালুককে গুলি করে মেরেছে?'

'ঠিক তা নয়। ওটা একটা পাজি ভালুক ছিল। রহাইডকে আক্রমণ কোরে বসল সে। বোঝেনি রহাইড একজন স্লোন। বাধ্য হয়েই চাচার ওকে মেরে ফেলতে হলো। তবে সেও খুব জখম হয়েছে।'

'মেরে ফেলল? কিভাবে?'

'বেশিরভাগ ছুরির আঘাতে। একেবারে শেষে কুড়ালের আঘাতে। তবে সেও খামচে আর কামড়ে চাচার অবস্থা কাহিল করেছিল।'

'তুমি বলতে চাও সে একটা ভালুককে শুধু ছুরি আর কুড়াল দিয়েই মেরে ফেলেছে?'

'আর কোন পথ ছিল না। ভালুকটা ওকে বাড়ি থেকে রাইফেল নিয়ে আসার সুযোগ দিল না। আগেই আক্রমণ কোরে বসল। তাই সাথে যা ছিল তা দিয়েই ওকে লড়তে হলো।'

গম্ভীর ভাবে ডেভিডের দিকে তাকাল ভ্যালেরি। 'তুমি কখনও ভালুকের মাংস খেয়েছ, মিস্টার প্রেসকট? আমার দাদী বলত ছেলেদের ঠিকমত মানুষ করতে হলে ভালুকের মাংস খাওয়ানো ছাড়া আর কোন পথ নেই। প্রতি দু'তিনদিন পর সে তার রাইফেল নামিয়ে জঙ্গল থেকে একটা কোরে ভালুক মেরে আনত। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে আমাদেরই ওই এলাকা ছাড়তে হলো।'

'এলাকা ছাড়তে হলো? কেন?'

'আর ভালুক ছিল না। সবই দাদীর হাতে মারা পড়েছিল। তুমি যদি

আমার সাথে পাহাড়ে আসো তাহলে তোমাকে আমি ভালুকের মাংস খাওয়াব। ওটা স্বাস্থ্যের জন্যে খুব ভাল। রহাইড বলে ভালুকের মাংস খেলে পুরুষের বুকে লোম গজায়।'

স্তম্ভিত হলো ডেভিড। কথাটা বলা হয়তো ভ্যালেরির ঠিক হয়নি। সম্ভবত তরুণী মেয়েদের পুরুষের বুকের লোম সম্পর্কে কথা বলাটা অশোভন।

'আমার এবার উঠতে হবে,' বলল ভ্যালেরি। 'জাহাজের সেই অফিসারকে খুঁজে বের কোরে ম্যাপটা ওর কাছ থেকে নিতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল ডেভিড। ওর চেহারায় আপত্তির ভাব সুস্পষ্ট। 'আমি তোমাকে একটা ম্যাপ জোগাড় কোরে দিতে পারতাম,' প্রতিবাদ জানাল সে।

'এখানে? এই বোটে? নদীর বাঁক, আর কোথায় কোথায় জাহাজ থামবে সব?'

এগিয়ে মাল রাখার ডেকে নামার সিঁড়ির কাছে রেইলিঙের ধারে দাঁড়াল ভ্যালেরি। ভাবছে বোটটা যদি কোথাও না থামে? ওরা কি জাহাজ চালু থাকা অবস্থায় নেমে যেতে পারবে? তাতে একটা নৌকা বা ভেলা ওদের দরকার হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হিউবার্ট এসে হাজির হলো। ওকে জাহাজের ইউনিফর্ম আর টুপিতে চমৎকার মানিয়েছে। ভ্যালেরি চারপাশে চেয়ে দেখল কাছে কেউই নেই।

'এইটা হচ্ছে বিগ স্যাণ্ডি। বাঁকটা ঘুরে গাইউন্ড্যাট পার হলেই ওটা চোখে পড়বে। ইণ্ডিয়ান গাইউন্ড্যাট হচ্ছে ডানদিকের একটা ক্রীক।' তীক্ষ্ণ চোখে ভ্যালেরির দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু তুমি এতসব জানতে চাইছ কেন?'

'মিস্টার হিউবার্ট, তুমি খবরদার কাউকে কথাটা জানিও না। কাউকে না! এই বোট আমাকে ছাড়তেই হবে, কিন্তু কথাটা আমি কাউকে জানাতে চাই না।

'মিসেস বুখ্যান্যান অবশ্যই আমার কথা জিজ্ঞেস করবে। ওকে বোলো আমি সামনে কোথাও গেছি, বা যা খুশি, কিন্তু ওকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা কোরো যে আমি এই বোটেই আছি।'

'কিন্তু, ম্যাম, বিগ স্যাণ্ডিতে যে কিছুই নেই! হ্যাঁ, একটা ল্যাণ্ডিঙ আছে বটে, ওখানে জাহাজের মাথা ঠেকিয়ে কিছু মাল তুলব আমরা। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি আমরা ওখানে থামব না।'

'তার বেশি আমার দরকারও নেই। কিন্তু প্লীজ! কথাটা তুমি আর কাউকে জানিও না। ক্যাপ্টেনকেও না!'

'কেউ তোমাকে দেখে ফেলতে পারে।'

'হয়তো। হয়তো না। আমি আশা করছি কেউ যেন না দেখে।'

একটা কাগজের ওপর মোটা দাগ দিয়ে নদীটা দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ক্রীক কোথায় কোথায় নদীতে এসে পড়েছে সেগুলোও সরু কোরে দাগ দিয়ে দেখানো আছে। কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে ওটা দেখে কেবিনে ফিরে এল ভ্যালেরি। এলসি ওখানে ছিল না, তাই কার্পেটব্যাগটা খুলে সে পরীক্ষা করে দেখল সব ঠিকই আছে। ওরা যে কি প্ল্যান করেছে তা জানে না ভ্যালেরি, কিন্তু সন্দেহ করছে সিনসিনাটিতে নামার পরই আক্রমণ আসবে।

বিগ স্যাণ্ডিতে পৌঁছতে অনেক রাত হবে। এলসি সাপার খেতে গেলে হয়তো কার্পেটব্যাগটা বাইরের দরজা দিয়ে ডেভিড প্রেসকটের কাছে পাচার করে দিতে পারবে সে।

জেসি হ্যাটফিল্ডের এই বোটে উপস্থিত হওয়ার কারণটা পরিষ্কার বোজা যাচ্ছে না। সে কি খবর পেয়েছে যে অন্যদের চেষ্টা বিফল হয়েছে? কিন্তু সেটা কিভাবে জানবে?

না, হ্যাটফিল্ডের নিশ্চয় নিজস্ব কোন আলাদা প্ল্যান আছে। হয়তো সে চাইছে ফিলাডেলফিয়া থেকে দূরে যাওয়ার পর কাজ সারবে। যেন খবর পৌঁছতে দেরি হয় বা আদৌ না পৌঁছে। নদীতে চলার পথে মানুষ মাঝেমাঝেই নিখোঁজ হয়, আর কেভ-ইন-দা-রক অনেকদিন থেকেই

আউটলদের আস্তানা।

হ্যাটফিল্ড বোকা মোটেও নয়। আইনরক্ষকদের হাতে আবার ধরা পড়ার ঝুঁকি সে নেবে না। সে জানে ভ্যালেরির সাথে কত টাকা রয়েছে, এবং ভাল সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

ধীরে দিন কাটছে। গ্রীন বটম রিপ্‌ল্ খুব মারাত্মক জায়গা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জাহাজ চালিয়ে ওটা পার হওয়া গেল। ক্রীকগুলো একটা একটা কোরে দেখে মনে মনে চার্টের সাথে মিলিয়ে দেখছে ভ্যালেরি। তারপর কেবিনে ফিরে বাঙ্কে শুয়ে রইল। রাত হওয়ার আগেই কিছুটা বিশ্রাম কোরে নিতে চাইছে।

এলসি এসে কেবিনে ঢুকল। 'তোমার কি হয়েছে, বাছা? শরীর ভাল নেই?'

'আমার মাথাটা ধরেছে,' মিথ্যা বলল সে, 'কিছুই ভাল লাগছে না। ভাবলাম একটু শুয়ে থাকলে হয়তো ভাল লাগবে।'

'তোমার জন্যে কিছু নিয়ে আসব আমি?'

'না, ধন্যবাদ। আমি কেবল বিশ্রাম নেব।'

সাপার খাওয়ার সময়ে বড় কেবিনে গেল ভ্যালেরি। এলসি অন্য টেবিলে ছিল, সে খেয়াল করেনি। পেট ভরেই খেলো মেয়েটা।

ভ্যালেরির উল্টোদিকেই বসেছে প্রেসকট। কিন্তু আশপাশে লোকজন আছে বলে রাতের প্ল্যান সম্পর্কে কোন কথাবার্তা বলা সম্ভব হলো না। একজন ইংরেজ লোকও ওদের টেবিলেই বসেছে। পশ্চিমের আমেরিকা সম্পর্কে ভদ্রলোকের অসীম আগ্রহ, সবই জানতে চায় সে। অফুরন্ত প্রশ্ন কোরে চলেছে, কিন্তু জবাবগুলো যেন ঠিক ওর মনের মত হচ্ছে না—সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। বোঝা যায় লোকটা আমেরিকা সম্পর্কে অন্যরকম একটা ধারণা নিয়ে এসেছিল, এখন সত্য আবিষ্কার ারে সেটা ওর পছন্দ হচ্ছে না।

আমেরিকায় এত লোক ডিকেন্স, স্কট আর থ্যাকারের লেখা পড়ে জেনে লোকটা খুব অবাক হলো।

'মিস স্লোন? তুমি পড়ো? মানে অবসর বিনোদনের জন্যে?'

'নিশ্চয়।'

'তোমাদের বাড়িতে বই আছে?'

'এখন কমই আছে। আমার বাবা পড়ার জন্যে লোকজনকে বই ধার দিত, কিন্তু সেগুলো ঠিক মত ফেরত এল কিনা সেদিকে খেয়াল করত না। তাই আমাদের অনেক বই-ই হারিয়ে গেছে। আমার চাচা, রহাইড, স্কটের লেখা খুব পছন্দ করে। আমি ছোট্ট থাকতেই সে মার্মিয়ন থেকে লখিনভার বা আর কিছু আমাকে আবৃত্তি কোরে শোনাত।'

'মুখস্থ?'

'অবশ্যই। আমাদের স্লোন পরিবারের লোকজন সবারই স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। এর কিছু আমরা জন্মগতভাবে পেয়েছি, আর কিছুটা চর্চা কোরে।'

ডেভিড চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল। 'মিস স্লোন, আকাশে অনেক তারা ফুটেছে, ওগুলোর সাথে তুমি আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারো?'

'নিশ্চয়,' বলল ভ্যালেরি, 'অন্তত তোমাকে আমি ঠিক পথটা ধরিয়ে দিতে পারি। ওই যে বড় গোলকটা দেখা যাচ্ছে—ওটার নাম চাঁদ!'

চোদ্দ

চাঁদটা নদীর পানিতে প্রতিফলিত হয়ে ঝিকমিক করছে। পাড় দুটো কালো আর নীরব। মাঝেমাঝে পাড়ের কেবিন থেকে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। স্টীমারের চাকা থেকে পানি কাটার একটানা ঝপঝপ শব্দ

হচ্ছে।

মোটা গোঁফওয়ালা একটা লোকের সাথে এলসি বুখ্যান্যানও ওখানে রয়েছে। মহিলা হয়তো তাদের ওপরই নজর রাখছে।

'ওহাইও যে এতবড় নদী তা আমি আগে বুঝিনি,' বলল ডেভিড। তারপর ফিসফিস কোরে বলল, 'ওরা ঘুমাতে যায় না কেন!'

'ধৈর্য ধরো, এক সময়ে ওদের যেতেই হবে,' বলল ভ্যালেরি। 'জাহাজের সামনের অংশে পৌঁছবার সিঁড়িটা আমাদের পিছনে।

'আর্চি আমাদের জন্যে নিচে ওখানে অপেক্ষা করবে,' নিচু স্বরে জানাল সে। 'তোমার কার্পেটব্যাগটা ওখানেই লুকিয়ে রেখেছে ও।' একটু চুপ কোরে থেকে আবার বলল, 'আমার এখনও মনে হয় সিনসিনাটি পর্যন্ত আমাদের এই বোটেই যাওয়া উচিত।'

'ওখানে আমাদের জন্যে ওদের আরও লোক অপেক্ষায় থাকবে,' যুক্তি দেখাল ভ্যালেরি। 'এখনই সরে পড়লে আমাদের পিছনে লোক অনেক কম থাকবে। হয়তো বা আমরা ওদের অজান্তেই পালাতে পারব।'

'যদি গোলমাল বাধে, তুমি দূরে সরে থেকো,' বলল ডেভিড। 'যা করার আর্চি আর আমিই করব।'

'হয়তো আমিও সাহায্য করতে পারব।'

'তুমি? তুমি একটা মেয়ে, মারপিট লাগলে তুমি কি করতে পারবে?'

'তেমন কিছুই হয়তো পারব না,' স্বীকার করল ভ্যালেরি। 'কিন্তু চেষ্টা করতে পারি।'

'তুমি সরে থেকো। তোমাকে আহত দেখতে চাই না আমি,' বলে আবার যোগ করল, 'নইলে হেনরি মামার কথার জ্বালায় আমার টেকা দায় হয়ে উঠবে।'

ডেভিডের কথার শুরুতে ভ্যালেরির মনে একটা উড়ুউড়ু ভাব রেছিল, কিন্তু শেষের অংশটা শুনে সে চুপসে গেল।

সামনের দিক থেকে পানির শব্দের সাথে নিচু স্বরে কথাবার্তার

আওয়াজ হলো।

'তুমি কি তোমার মামার মত পড়াশোনা কোরে উকিল হবে?'

কাঁধ উঁচাল সে। 'এখনও কিছু সিদ্ধান্ত নিইনি আমি। একটা ঘোড়ার ফার্ম করার কথা-ভেবেছি আমি। পল্লীজীবন আমার কাছে ভাল লাগে।'

'আগামী কয়েকদিনে দারুণ সুন্দর কিছু এলাকা তুমি দেখতে পাবে। কেন্টাকির উৎকৃষ্ট না হলেও কিছু সৌন্দর্য তোমার চোখে পড়বে। ঘোড়া পালতে হলে এর চেয়ে ভাল জায়গা তুমি কোথাও পাবে না।'

'মেরিল্যাণ্ড,' প্রতিবাদ করল সে, 'মেরিল্যাণ্ড বা ভার্জিনিয়া। এখানে এই বিজন বুনো এলাকায় কে আসতে যাবে?'

'কিন্তু এখন আর বুনো নেই। কেবল পাহাড়গুলোই একটু রুক্ষ।'

রেইলিঙে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল ডেভিড। 'কিন্তু কিছু লোক এখনও কাঠের কেবিনে বাস করে!'

'আমিও কাঠের কেবিনেই বাস করি। ভালওবাসি।'

অবাক হলো সে। 'তুমি? আজকের এই যুগে?'

'আমার দাদা ওই কেবিনটা তৈরি করেছিল। ওই জায়গায় ওটা তৃতীয় কেবিন। প্রথম দুটো ইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধের সময়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।'

'লগ কেবিন? ১৮৪০ সনে?'

'ওটা চমৎকার আরামের বাসা। পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্যও দেখা যায়।'

চাঁদের আলোয় মেয়েটার দিকে তাকাল ডেভিড। অপূর্ব চেহারা ওর। কিন্তু লগ কেবিনে বাস করছে? এই আধুনিক যুগে?

'আমাদের একটা লগের গোলাঘরও আছে। এবং আমাদের মাখন আর রুটিও আমরা নিজেরাই তৈরি করি। জমি আর এলাকা থেকে আমরা যা পাই সাধারণত তাই দিয়েই আমাদের চলে। কেবল সামান্য কিছু জিনিস আমরা ফেরিওয়ালাদের থেকে কিনি, যেমন সুঁই, ইত্যাদি।'

'কিন্তু তোমার কি এসব ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না? শহরে থাকার কথা কখনও ভেবেছ?'

'হ্যাঁ, বহুবার রহাইডের সাথে এই নিয়ে কথাও বলেছি। কিন্তু

আমরা স্লোন গোষ্ঠী অনেকদিন ধরে পাহাড়ে বাস করছি। পার্থিব সম্পদ বলতে আমাদের তেমন কিছুই নেই। পাহাড় থেকে যা পাই তাই দিয়েই চলি।'

'তোমাদের সবাই কি সবসময়ে পাহাড়েই কাটিয়েছে?'

'না, তা বলা যায় না। ডেরিল স্লোন—সেটা অনেক, অনেকদিন আগের কথা—মিসিসিপি পেরিয়ে পশ্চিমে গেছিল। এবং একবার ফিরেও এসেছিল। কিন্তু সে যখন দ্বিতীয়বার গেল, সবাই ধরে নিল সে আর ফিরবে না। ওর গিফ্‌ট্ ছিল।'

'গিফ্‌ট্?'

'হ্যাঁ, অন্তর্দৃষ্টি। আগামীতে কি ঘটবে সেটা সে আগেই বুঝতে পারত।'

'ওসবে আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিছু লোক বিশ্বাস করে না। আমার কখনও গিফ্‌ট্ ছিল না। কিন্তু আমাদের পরিবারের মধ্যে এটা আছে।'

'ওটা কুসংস্কার।'

'সম্ভবত তাই। কিন্তু আমাদের পরিবারে এটার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।' এদিক-ওদিক চেয়ে ভ্যালেরি ফিসফিস কোরে বলল, 'ওরা সবাই চলে গেছে।'

'কিন্তু আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তুমি যে চার্টটা আমাকে দেখিয়েছ তাতে মনে হয় ওটা এখনও অনেক দূরে।'

'স্রোতের পক্ষে হয়তো একঘণ্টা বা তার কিছু বেশি সময় লাগবে।' একটু ইতস্তত কোরে সে আবার বলল, 'সিঁড়ি নামানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেমে পড়তে হবে।'

'সিনসিনাটি পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই মনে হয় আমরা ভাল করতাম,' তিবাদ করল সে। 'লোকজনের মধ্যে থাকলেই বিপদের আশঙ্কা কম থাকত।'

ভ্যালেরি যে অন্যের সাহায্য নিয়ে চলতে অভ্যস্ত নয়, এটা

ডেভিডকে জানিয়ে কোন লাভ নেই। একবার বিগ স্যাণ্ডিতে উঠতে পারলে কারও পক্ষে ভ্যালেরিকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে।

অন্ধকার ছায়ায় কি যেন একটা নড়ে উঠল। ডেভিডের কোটের হাতার ওপর হাত রাখল ভ্যালেরি। অবাক হয়ে নিচের দিকে তাকাল সে।

'ওখানে কেউ আছে,' ফিসফিস কোরে বলল মেয়েটা, 'সিঁড়ির কাছে!'

হয়তো ওরা ভুলই করেছে। রাতের বেলা একা ডেকের ওপর আছে জেনে ওরা আগেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'তুমি ফাইট করতে পারো তো?' বলল ভ্যালেরি। 'আমাদের তাই করতে হবে।'

লোকগুলো ওদের আর বড় কেবিনটার মাঝখানে। এই সময়ে বড় কেবিনটা একেবারে ফাঁকা থাকার কথা। মাল রাখার ডেকে নামার সিঁড়ির কাছে রয়েছে ডেভিড আর ভ্যালেরি। এখন আর ওদের অজান্তে বিগ স্যাণ্ডিতে নেমে যাওয়ার উপায় রইল না। কিন্তু ওদের ভাবে মনে হচ্ছে খুন কোরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ারই মতলব।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কিন্তু তিনজন নয়, পাঁচজন। অর্ধচক্র তৈরি কোরে এগিয়ে আসছে। ওদের কারও চেহারাই পরিচিত মনে হচ্ছে না। হ্যাটফিল্ড নিশ্চয় ওদের ভাড়া করেছে।

ডেভিড প্রেসকট কথা বলল। ওই পরিস্থিতিতেও ওর গলার স্বর অত্যন্ত শান্ত আর সংযত শোনাল।

'এসো, মিস স্লোন, আমরা ভিতরে যাই। ক্যাপ্টেনকে আমি কথা দিয়েছি ঘুমাতে যাওয়ার আগে তার সাথে আমি আলাপ করব।'

ভ্যালেরির কনুই ধরে এগোল সে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। বর্তমান পরিস্থিতিতে হাত দুটো মুক্ত রাখতে চায় ও।

ওরা দ্রুত এগিয়ে এল। আমন্ত্রণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল না ডেভিড। ওদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে গেল। প্রথম লোকটাকে লক্ষ্য

কোরে দু'হাতে দুটো ঘুসি ছুঁড়ল সে—যাকে আঘাত করল, সেই লোকটা পড়ে গেল।

ঘর্মাক্ত, দুর্গন্ধময় একটা লোক ভ্যালেরিকে ধরার জন্যে হাত বাড়াল। 'এই যে, ছোট্ট মেয়ে···!'

দু'জন একসাথে ডেভিডকে আক্রমণ করেছে। সময় বয়ে যাচ্ছে—ভ্যালেরি তার হাতব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের কোরে কক করল।

পিস্তল কক করার শব্দে মাঝপথে আড়ষ্ট হলো লোকটা। ট্রিগার টেনে দিল ভ্যালেরি। বিস্ফোরণের সাথে বিশাল লোকটা টলে ধ্রকপা পিছিয়ে রেইলিঙের ওপর পড়ল।

ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার কোরে উঠল, 'ওটা কিসের শব্দ?'

লোকজনের ছুটে পালাবার পায়ে শব্দ উঠল। মুহূর্তে আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়ল।

'ওটা কি গুলির শব্দ?' ডেভিড এগিয়ে এসে ভ্যালেরির হাত ধরার আগেই পিস্তলটা ব্যাগে ভরে ফেলেছে সে। 'তুমি চোট পেয়েছ?'

'চলো আমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়ি,' বলল ভ্যালেরি। জাহাজটা পাড়ে ভিড়েছে। নিচে থেকে লোকজনের সিঁড়ি নামানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে ওরা। ডেভিড যাকে আঘাত করেছিল সে মাত্র নড়েচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে। যে লোকটা গুলি খেয়েছে সে এখনও পড়েই আছে। জাহাজের লোকজন গুলির শব্দে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এগিয়ে বোটের সামনের দিকে অদৃশ্য হলো ডেভিড আর ভ্যালেরি।

জাহাজের সিঁড়ি ঘাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে নেমে পড়ল ওরা তিনজন। একজন খালাসী চিৎকার কোরে আপত্তি জানাল। 'এই! তোমরা এখানে নামছ কেন? এখানে যাত্রী নামে না!'

ততক্ষণে একটা ছোপরার অন্ধকার ছায়ায় সরে গেছে ওরা। ডেভিডের সঙ্গী আর্চি ফিসফিস কোরে বলল, 'এই দিকে! জলদি!'

ওখানে ঘাটের কাছেই একটা গুদামের মত ছোপরা। সেখান থেকে

রাস্তাটা ভিতরের দিকে ঢুকেছে। একটা গাছের তলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছে ওরা।

ল্যাণ্ডিঙের ওপর কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। জাহাজে ওঠাবার জন্যে কিছু মাল ওখানে জড়ো কোরে রাখা আছে, জাহাজ থেকেও কিছু ভারি বাক্স নামবে।

ডেকের উপর থেকে কেউ চিৎকার কোরে বলল একজন গুলি খেয়েছে।

'গুণ্ডা,' আরেকজন মন্তব্য করল। 'লোকটা এখানে কি করছিল? যাত্রী নয় ও!'

'আমার মনে হয় এগিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্যে ভাল হবে,' প্রস্তাব দিল আর্চি। 'যত দূরে যাব ততই ভাল।'

ভ্যালেরি পিছন ফিরে চেয়ে দেখল ডেকের ওপর একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় প্ল্যান্টারের হ্যাট। লোকটা অন্ধকারে ওদের দিকেই চেয়ে আছে—তবে দেখতে যে পাচ্ছে না, এটা ঠিক। লোকটা জেসি হ্যাটফিল্ড।

অল্পদূরেই কয়েকটা ছোট বাড়ি আর গুদাম দেখা যাচ্ছে। পিছনে বিগ স্যাণ্ডি। এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, পিছনে ওহাইও নদীর ঘাটের কোলাহল কমে এল। পথে দু'বার থেমে পিছনে চেয়ে কান পেতে শুনল।

ওরা কি ফাকি দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে? নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। জেসি হ্যাটফিল্ড বোকা নয়। তাছাড়া এতগুলো টাকা সে সহজে তার হাতের মুঠো ফস্কে বেরিয়ে যেতে দেবে না।

কেউ কথা বলছে না। নীরবে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। পথে দু'একটা ফার্ম পড়ছে। একটা কুকুর ওদের দেখে কিছুক্ষণ 'ঘেউ ঘেউ' করল, কিন্তু দরজা খুলে কাউকে বেরোতে দেখা গেল না। অনেক পথ চলার পর একটা বড় সিকামোর গাছের তলায় এসে থামল ওরা। পুবের আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। সিকামোর গাছের একটা বড় ডাল খুব নিচে দিয়ে মাটির সাথে সমান্তরাল ভাবে বেড়েছে। ওটার ওপর বসে

পাগুলোকে কিছুটা বিশ্রাম দিল ওরা।

'ঘোড়া পেলে আমাদের বেশ সুবিধা হত,' মন্তব্য করল ডেভিড।

'একটা ক্যানু হলে আমরা ক্রীক ধরে ফর্কের দিকে যেতে পারতাম,' বলল ভ্যালেরি।

'আচ্ছা, আমি এখনও বুঝতে পারছি না জাহাজে ওই লোকটাকে গুলি করল কে?' প্রশ্ন তুলল আর্চি। ওদেরই একজন কেউ?'

'লোকটা মারা গেছে বলে মনে হলো না,' ডেভিড বলল। 'সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে আমি দেখলাম লোকটা নড়াচড়া করছে।'

ভ্যালেরি কোন মন্তব্য করল না। পিস্তলটা আবার কিভাবে লোড করবে সেটাই ভাবছে। ওটা লোড করতে হলে অন্য দু'জনের আড়ালে করাই ভাল! ভ্যালেরি গুলি ছুঁড়েছে বলেই আক্রমণটা ঠেকানো গেছে, লোকজনও বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে-ই যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে তা ওদের জানাতে চায় না ভ্যালেরি।

'একটা ফার্মহাউস দেখা যাচ্ছে সামনে,' বলল ডেভিড, 'ওটার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ওখানে হয়তো পয়সা দিয়ে আমরা নাস্তার ব্যবস্থা কোরে নিতে পারব।'

'প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হয়েছে,' সায় দিল আর্চি।

'ঠিক আছে,' ভ্যালেরি বলল, 'কিন্তু নাস্তা সেরে কফি নিয়ে বেশিক্ষণ দেরি করা আমাদের ঠিক হবে না। লোকজন আমাদের খোঁজে পিছু নিয়ে আসবে, এবং ওরা খালি হাতে আসবে না। এবার ওরা ঝামেলার জন্যে তৈরি হয়েই আসবে।'

গেইট দিয়ে ভেতরে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোল ওরা। একটা শেপার্ড কুকুর চার্জ কোরে ছুটে এল। ভ্যালেরি ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ হাতটা শুঁকে ওদের গ্রহণ করতে মোটামুটি নিমরাজি হলো। কিন্তু দরজার দিকে এগোতে দেখে আবার ডাকাডাকি শুরু করল।

দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটা ভীষণ লম্বা, মাথায়

লালচে চুল, আর ওর কণ্ঠার হাড়টা বেমানান ভাবে উঁচু হয়ে আছে।

'আমরা পথিক,' জানাল ভ্যালেরি, 'আমি পাহাড়ে নিজের বাড়িতে ফিরছি, আর এই দু'জন ভদ্রলোক পথের ভালুক ঠেকাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের কিছু নাস্তা দরকার।'

'তোমরা ভিতরে এসে বসো। আমার স্ত্রী নাস্তা তৈরি করছে। কফি ফুটছে। কফি আমরা নিজেরাই ভেজে গুঁড়ো কোরি—অন্য কফি আমার পছন্দ হয় না।'

আর্চির দিকে তাকাল লোকটা। সিঁড়ির ওপর বসে পিছনের ট্রেইলটার দিকে নজর রেখেছে সে।

'ও কি তোমার কৃতদাস?' ডেভিডকে প্রশ্ন করল সে।

'ও একজন স্বাধীন মানুষ। সব সময়েই তাই ছিল।'

'তাহলে ওর ওহাইওর ওপারে ফিরে যাওয়াই ভাল। এদিকে যারা পলাতক কৃতদাসের তল্লাশে বেরোয়, তারা কাকে ধরল তার বাছবিচার করে না।'

'কথাটা ওকে জানাব আমি। লোকটা ভাল।'

'তোমাদের জন্যে ট্রেইলের ওপর নজর রেখে থাকলে ওর গুদামের জানালায় বসাই ভাল হবে। ওখান থেকে একমাইল পথ দেখতে পাবে সে।' ভ্যালেরি আর ডেভিডের দিকে আড়চোখে তাকাল র‍্যাঞ্চের মালিক। 'তোমরা কি পালিয়ে যাচ্ছ?'

অপ্রস্তুত হলো ডেভিড। 'না, স্যার। মিস স্লোনের আমার মামার সাথে কিছু কাজ ছিল। মামাই আমাকে আর আর্চিকে ওর সাথে পাঠিয়েছে টেনেসিতে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে। ওকে কিছু খারাপ লোক অনুসরণ করছে।'

খেতে বসে ভ্যালেরি তিনজনের চেহারার বর্ণনা দিল। জেসি হ্যাটফিল্ড, কেলভিন আর নেডের। 'আরও লোক ওদের সাথে আছে, কিন্তু ওই তিনজনকেই আমরা চিনি।'

'তোমার নাম স্লোন?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'ক্লিন্‌চ্‌ মাউন্টিনসে তোমার আত্মীয়-স্বজন আছে। মনে হয় ওদিকেও কিছু স্লোনের নাম আমি শুনেছি।'

'কিছু আছে, ওরা সম্পর্কে আমারই ভাই।'

আর্চিকে খাবার পৌঁছে দিতে গেল ভ্যালেরি।

'আমাদের জলদি রওনা হওয়া দরকার, ম্যাম,' বলল আর্চি। 'কোন পথে যেতে হবে তুমি জানো?'

'বিগ স্যাণ্ডি ধরব আমরা। একটা ক্যানু যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা অনেক সহজে এগোতে পারব।'

ডেভিড যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে। লালচে চুলের লোকটা ওকে লক্ষ করছে।

'তোমাদের একটা রাইফেল দরকার,' বলল সে। 'তোমাদের যারা অনুসরণ করছে ওদের কাছে রাইফেল থাকলে তোমাদের একেএকে শেষ করবে।'

'তোমার কাছে বিক্রি করার মত একটা বাড়তি রাইফেল আছে?'

লোকটা মাথা নাড়ল। 'কেবল আমার নিজেরটাই আছে। কিন্তু মাংস ছাড়া আমাদের চলবে না। আমার পরিবারের জন্যে মাংস আমি নিজেই শিকার করি। তবে তোমরা হয়তো ম্যাক'কয়ের কাছে একটা পেতে পারো। আসলে এদিককার লোকজন একান্ত দরকারি জিনিস ছাড়া বাড়তি কিছুই রাখে না।'

'আমাদের এবার যাওয়া দরকার।' হাত বাড়িয়ে ওর সাথে হাত-মেলাল ডেভিড। ওর স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্যালেরিও বিদায় নিল। হাত নেড়ে বাচ্চাদের বিদায় জানিয়ে গেইট দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

'ওরা আসছে,' জানাল আর্চি। 'প্রায় দেড় থেকে দু'মাইল পিছনে আছে ওরা। ওদের একজনের হাতে একটা রাইফেলও আছে।'

ভয়ের কথা। ওই লোকটা যদি গুলি ছোঁড়া জানে তবে দূর থেকেই কোনকিছুর ওপর রাইফেল রেখে ওদের যেকোন মানুষকে হত্যা করতে

পারবে।

- ট্রেইলটা বিগ স্যাণ্ডি ধরেই এগিয়ে গেছে। একটা শিশিরে ভেজা মাঠ পার হয়ে ওরা গাছের ভিতর ঢুকল। ওখানে এখনও বেশ অন্ধকার, আর চুপচাপ। ডেভিড আগেআগে চলেছে। বড় বড় পা ফেলে এগোচ্ছে ও।

একটা জায়গায় ট্রেইলটা বাঁক নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদীর পাড়ে উঁচু ক্লিফে উঠেছে। ওখানে উঠে পিছনে চেয়ে ওরা অনুসরণ-কারীদের দেখতে পেল। ওরা মোট পাঁচজন।

'ওদের সাথে আমাদের দূরত্ব কমে আসছে,' বলল আর্চি। 'ফাইট করার জন্যে আমাদের তৈরি হতে হবে।'

পনেরো

'এখনও সময় আসেনি,' বলল ভ্যালেরি।

একটা মেয়ের মুখ থেকে এই সময়ে জবাব আসতে শুনে ওরা দু'জনেই অত্যন্ত অবাক হয়েছে। হওয়ারই কথা, একে মেয়েমানুষ, তায় আবার বয়স কম।

'আমাদের ধরা ওদের জন্যে কঠিন কোরে তুলতে হবে,' আবার বলল সে। 'এসো! আমার পিছন-পিছন এসো!'

সতর্ক চোখে রেখেছিল ভ্যালেরি। একটা ক্ষীণ ট্রেইল আগেই ওর চোখে পড়েছে। এগিয়ে গেল সে, কিন্তু ডেভিড পিছিয়ে রইল।

'ওটা কোথায় গেছে?' জানতে চাইল সে।

'এগোলেই আমরা জানতে পারব, তাই না?'

বিড়বিড় করতে করতে ওর পিছু নিল ডেভিড। ট্রেইটা গাছের ভিতর

দিয়ে এগিয়ে একটা ঢালু গর্তের মধ্যে ঢুকেছে। ওখানে হরিণের ছাপ দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু মানুষের কোন পায়ের ছাপ নেই। দ্রুত গাছের ভিতর দিয়ে এগিয়ে কিছু দুর্গম পাথর পেরিয়ে ছোট ঝর্নাটার ওপাশে গিয়ে থামল ভ্যালেরি। হাতের ইশারায় ওদের এগিয়ে যেতে বলে ছোট একটা আগাছা উপড়ে ওটা দিয়ে এই পথে মানুষ চলার সব চিহ্ন মিটিয়ে দিল সে। নেড শহুরে মানুষ এটা সে জানে, এবং সম্ভবত কেলভিনও তাই। জেসি সম্পর্কে অবশ্য সে কিছুই জানে না, কিন্তু তবু, ওদের কিছুটা বিভ্রান্ত করতে পারলে সময় বাঁচবে।

ডেভিড আর আর্চি ঠিকই ভ্যালেরির কথামত এগিয়ে যাচ্ছে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল মেয়েটা। কোন শব্দ নেই, কেবল হালকা বাতাসে পাতা নড়ার আওয়াজ আসছে। তারপর একটা স্বর, কেউ ডাকছে। বাঁক নিয়ে যেখান থেকে সরে এসেছে ওরা পিছনের দলটা সেই জায়গায় পৌঁছেছে। ওরা কি খেয়াল করবে? মেয়েটা চাইছে ওরা বিগ স্যাণ্ডি ধরেই এগিয়ে যাক।

বহু আগে রহাইড এদিকে শিকারে এসেছিল। বিগ স্যাণ্ডি আর ব্লেইন ক্রীকের মাঝখানে একটা ট্রেইল ধরে সমান্তরালভাবে সে এগিয়েছিল। সেই ট্রেইলটা খুঁজে পেলে ভ্যালেরির খুব সুবিধা হবে। লেভিসা ফর্ক ওখান থেকে ধরা সহজ হবে। লেভিসা ফর্ক ওদের ভার্জিনিয়ার সীমান্তে পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে টেনেসি খুব দূরে নয়।

ট্র্যাক মুছে ফেলার পিছনের আরও কিছুটা সময় খরচ কোরে ডেভিড আর আর্চির পিছু নিল সে।

জঙ্গলের ভিতরটা চুপচাপ। খোলা জায়গায় শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। কথা বলা সম্পর্কে ওদের সাবধান করা দরকার। ট্রেইলটা ঘুরে-ফিরে ক্রীকের ধারে আসছে, আবার জঙ্গলে ঢুকছে। এগিয়ে চলল ওরা। দক্ষিণে যাচ্ছে—প্রতি পদক্ষেপে স্লোন এলাকার আরও কাছে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু তবু সেটা এখনও অনেক দূর। ওর কাছে যদি কেবল ওর রাইফেলটা থাকত!

ওটা যে ট্যাভার্নে রেখে এসেছে সেটাও অনেক দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে।

ওরা মেয়েটার অপেক্ষায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, ভ্যালেরি পৌঁছে গেল ওখানে।

'এই পথে আমরা কোথায় চলেছি?' জানতে চাইল ডেভিড। 'মনে হয় না জলদি কোথাও পৌঁছব!'

'আস্তে কথা বলো,' সাবধান করল ভ্যালেরি। 'খোলা জায়গায় শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। আমরা যেখানে বাঁক নিয়েছি সেটা পেরিয়ে ওরা এগিয়ে গেছে। কিন্তু নিজেদের ভুল টের পাবে। তখন আবার পিছু নেবে।'

দুই দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তোলার এটাই উপযুক্ত সময়। তাই পথ দেখিয়ে ওদের এগিয়ে নিয়ে চলল ভ্যালেরি। এটা পুরোপুরি বুনো এলাকা, এবং ওদের কাছে অপরিচিত। তবু ভ্যালেরির নেতৃত্ব নেয়াটা ডেভিড ঠিক পছন্দ করতে পারছে না। সে এমন জায়গায় পৌঁছতে চায় যেটা তার কাছে নতুন নয়—যেমন, কোন শহর, বা লোকালয়।

এটা বিজন এলাকা। কয়েক বছর আগেও এটা ছিল ইণ্ডিয়ানদের শিকারের জমি। অবশ্য ওরা এখন কেন্টাকির সীমান্তে আছে, কিন্তু পশ্চিম ভার্জিনিয়ার দিকে পাহাড়গুলো কারও দখলে ছিল না। নিচু এলাকায় এখানে-ওখানে ইণ্ডিয়ানরা বাস করত। তারা শিকার ধাওয়া করা ছাড়া অন্য সময়ে পাহাড় থেকে দূরে থাকত।

বিভিন্ন খরস্রোতা ঝর্নায় কাটা এলাকাটা ছিল দুর্গম আর ভাঙাচোরা। ঘন বন-জঙ্গলে ভরা এমন এলাকাই ভ্যালেরির পছন্দ। এমন এলাকাতেই সে বড় হয়েছে।

বিগ স্যাণ্ডি নদীর ওপর অনেকেই বাস করে। ভ্যালেরির হঠাৎ মনে পড়ল ছোট শহর লুইসার কথা। ওটা সামনেই কোথাও আছে। ওখানে গেলে একটা রাইফেল কেনা কঠিন হবে না। কিন্তু সে জানে অনুসরণকারীরা বিগ স্যাণ্ডির ধার ঘেঁষে ওই দিকেই এগোচ্ছে, সুতরাং

দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। তবে তার কাছে একটা রাইফেল থাকলে সে আর এতটা অসহায় বোধ করবে না। ওদের সাথে সমানে-সমানে লড়তে পারবে।

'মিস্টার প্রেসকট,' পথ চলতে চলতেই বলল ভ্যালেরি, 'সামনে নদীর ধারে একটা ছোট শহর আছে। ওখানে গিয়ে আমি রাইফেল কিনতে চাচ্ছি। কিন্তু ওখানে গেলে জেসি আর তার সঙ্গীদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হতে পারে, তাই তৈরি থেকো।'

'জেসিকে আমি ভয় পাই না।' শহরে যাওয়ার প্রস্তাবে খুশি হয়ে উঠল ডেভিড। 'ওখানে আমরা কিছু ভাল খাবার তো কিনে খেতে পারব?'

'তা পারবে, কিন্তু জেসিকে হালকাভাবে নেয়া তোমার ঠিক হবে না। সে এখন আমাদের মেরে আমার টাকা নিয়ে সরে পড়বে।'

'আমাকে মারা অত সহজ নয়,' মন্তব্য করল সে।

'তুমি মারা পড়ো এটা আমিও চাই না,' বলল ভ্যালেরি। 'কিন্তু তুমি দেখতে সুন্দর এজন্যে জেসি তোমাকে বিশেষ কোন খাতির করবে না। সে জানে সেও মারা পড়তে পারে, তাই ঝুঁকি নেবে না, আড়াল থেকে তোমাকে মেরে যা আছে সব লুট করবে।'

ওদের শহরে পৌঁছতে বেলা পড়ে এল। প্রথমেই ভ্যালেরি রাইফেল কেনার জন্যে একটা স্টোরে ঢুকল। টাকা সে কার্পেটব্যাগ থেকে আগেই বের কোরে রেখেছিল। পেনসিলভেনিয়ায় তৈরি চমৎকার একটা রাইফেল কিনল মেয়েটা। এবং ওতে গুলি ভরে নিতেও দেরি করল না।

কাছেই একটা ট্যাভার্নে গিয়ে রাতের খাবার খেতে বসল ওরা তিনজন।

'রাতটা আমরা এখানেই কাটাব,' ঘোষণা করল ডেভিড।

আর্চির মতামত জানার জন্যে ওর দিকে তাকাল ভ্যালেরি। মুখে কিছু না বোলে কাঁধ উঁচাল সে। ওরা দু'জনেই জানে লুইসা থেকে যত জলদি সম্ভব ওদের সরে পড়া উচিত, কারণ জেসি তার লোকজন নিয়ে

সোজা শহরেই আসবে। শেষ পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। যাহোক, ভাল খাবার পর হাত-মুখ ধুয়ে লম্বা একটা বিশ্রাম নিতে পারবে সবাই।

বিছানাসহ কামরাটা ভ্যালেরিকে দিয়ে পুরুষ দু'জন বাইরের কামরায় মেঝেতে শোবে; এটাই স্থির হলো।

ভ্যালেরির কামরায় একটা জানালা, দরজাও একটাই। দরজাটা খুললেই ট্যাভার্নের প্রধান কামরা। খড়খড়ি দেয়া জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ। কার্পেটব্যাগটা রাইফেলের সাথে রেখে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। কাছেই নদীটা দেখা যাচ্ছে। পাশে একটা পাথরের দালান, ওটার কাজ মাত্র শেষ হয়েছে।

ট্যাভার্নের মালিক ভ্যালেরির জন্যে গরম পানি দিয়ে গেল। গা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বেশ আরাম বোধ করছে মেয়েটা। মনেমনে ভাবছে, ডেভিডের কথাই হয়তো ঠিক, মিছেই দুশ্চিন্তা করছিল সে—এই সময়ে প্রধান কামরার থেকে নেড কলিনসের গলার স্বর শুনতে পেল!

চট কোরে দরজার পাশে এসে একটা ফাঁকে চোখ রাখল ভ্যালেরি। দেখল পাশের ঘরে কেলভিন আর একজন ষণ্ডামার্কা চেহারার লোকের সাথে একটা টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে নেড। কামরার ওপাশে আর্চির সাথে অন্য একটা টেবিলের বসে আছে ডেভিড। ওর সামনে বিয়ারের একটা গ্লাস।

দ্রুত কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিল ভ্যালেরি। সে যে এখানেই আছে তা জানতে এখন আর ওদের বাকি নেই। একটা প্ল্যান নিশ্চয় ওরা তৈরি করেছে বা করবে; সন্দেহ নেই। হয়তো শহরের ভিতর কিছুই করবে না, যা করার ট্রেইলে করবে।

এখান থেকেই বিগ স্যাণ্ডি নদীর শুরু। টাগ ফর্ক আর লেভিসা ফর্ক নামে দুটো ক্রীক এইখানে এসে মিলিত হয়ে ওহাইও নদীতে গিয়ে পড়েছে।

মাঝেমাঝে ভ্যালেরির মনে হয় ডেভিড আর আর্চি ওর সাথে না

থাকলেই ভাল হত। তাহলে আর ওদের নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হত না। আর্চি যে বন-বাদাড়ে চলাফেরায় অভ্যস্ত এটা বোঝা যায়। লোকটা বিপদ সম্পর্কে সচেতন। এর কিছুটা তার কালো হওয়ার কারণে। কালো মানুষকে আমেরিকায় ছেলেবেলা থেকেই বিপদ আর কঠিন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা শিখতে হয়, এবং সেও তা শিখেছে। কিন্তু ডেভিড প্রেসকটকে কখনও বিপদ সামলাতে হয়নি। সে যেখানকার লোক সেখানে সবাই ওকে চেনে আর সম্মানও করে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে এখন নিজের এলাকায় নেই।

ভ্যালেরির এখন একটা নিশ্চিন্ত ঘুমের দরকার। কিন্তু ডেভিড পাশের ঘরে নেড কলিনসের সাথে একই কামরায় আছে জেনেও সে কিভাবে নিশ্চিন্তে বালিশে মাথা রাখবে? ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আর্চির চেহারাতেও সে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখেছে। ওই লোকটাও জানে নেড ভাবছে ডেভিডকে সরাতে পারলে ভ্যালেরিকে সামলানো তার পক্ষে সহজ হবে।

ট্যাভার্নের মালিকও বোকা নয়। এমন একটা ব্যবসা চালাতে হলে মানুষকে বিপদ আসার আগেই তা আঁচ করা শিখতে হয়। সে দুটো টেবিলেরই লোকজনের ওপর নজর রেখেছে।

ভ্যালেরিও চিন্তিত। নেড যে ওখানে বসে কি প্ল্যান আঁটছে তা সে জানে না। কিন্তু কিছু একটা শয়তানি বুদ্ধি ওর মাথায় ঘুরছে। বাইরের দরজা আর ডেভিডের মাঝখানে রয়েছে নেড আর ষণ্ডামার্কা লোকটা। ওদের সাথে আছে কেলভিন।

ডেভিড তার বিয়ার শেষ কোরে উঠে দাঁড়াল। আর্চিও তার বিয়ার শেষ করেছে, কিন্তু গ্লাসটা এখনও ওর হাতে। আড়চোখে মালিকের দিকে তাকাল ডেভিড।

'আমরা কি এখানেই শোব? মেঝের ওপর?' অনুমতি চাইল সে।

'হ্যাঁ, বাইরের থেকে এখানেই তোমাদের জন্যে ভাল হবে। আগুন জ্বলছে, ঘরটাও গরম থাকবে।' ঝামেলা চাচ্ছে না ট্যাভার্নের মালিক।

'তোমরা এইখানেই শুতে পারো।'

বিশাল লোকটার সাথে নেডের দৃষ্টি বিনিময় হলো। এটা ওদের প্ল্যানে ছিল না। ওরা আশা করেছিল ডেভিড আর আর্চি বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

টেবিলটা সরাল আর্চি। ভাব দেখাল শোবার জায়গা করছে, কিন্তু টেবিলটা রাখল নেড আর নিজেদের মাঝখানে। টুলগুলোও সরিয়ে একটা বেড়ার মত সৃষ্টি করল। এতে রাতের বেলা ওই দলটা নিঃশব্দে কিছু শুরু করতে পারবে না।

ডেভিড তার পিস্তলটা বের কোরে সব ঠিক আছে কিনা চেক কোরে দেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আগুনের পাশে।

বিস্ফারিত চোখে পিস্তলটার দিকে তাকাল নেড। 'ওটা কিসের জন্যে?' জানতে চাইল সে।

সুন্দর কোরে একটা হাসি দিল ডেভিড। 'ইণ্ডিয়ান!' বলল সে। 'বুনো ইণ্ডিয়ান! জঙ্গলে অনেক আছে! নাকি তুমি শোনোনি?'

'ওদের সাফ কোরে ফেলা হয়েছে,' অস্বস্তিভরে প্রতিবাদ করল নেড।

'ভুলেও ওটা বিশ্বাস কোরো না। ওরা রাতের অন্ধকারে মানুষের খুলির চুল কেটে নিতে আসে। সাবধান থাকা দরকার।' একটু চুপ কোরে থেকে সে আবার বলল, 'তোমরা কিন্তু রাতের বেলায় বেশি নড়াচড়া কোরো না। কেউ দরজা খুললে বা চুপিসারে নড়াচড়া করলে আমি ভয়ে গুলি কোরে বসতে পারি।'

'কয়েক বছরের মধ্যে এদিকে কোন ইণ্ডিয়ানকে দেখা যায়নি,' ষণ্ডা লোকটা বলে উঠল।

'ভাল,' উৎফুল্ল স্বরে বলল ডেভিড, 'যদি ওরা আসে, তোমরা দরজার কাছে আছ, তোমরাই ঠেকিও।'

ভ্যালেরি সবটাই শুনেছে। ডেভিডের ওইসব কথার পর রাতের বেলা আর কোন গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বুঝে নিশ্চিন্ত হলো।

ডেভিডের উপস্থিত বুদ্ধির নমুনায় নিজের মনেই হেসে বিছানায় গেল সে। সারাদিন হাঁটার ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরের আগে ওর ঘুম ভাঙল না।

নাস্তার জন্যে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে ভ্যালেরি দেখল ওরা সবাই টেবিলে বসে আছে। দুই টেবিলে।

'এই যে, মিস স্লোন! গুড মর্নিঙ! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে রাতে ভালই ঘুম হয়েছে। এসো, বসো।' ডেভিডকে হাসিমুখে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। কিন্তু নেডের মুখটা গোমড়া। ভ্যালেরির দিকে মুখ তুলে তাকাল নেড, কিন্তু ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল ভ্যালেরি। এমন ভাব দেখাল যেন ওকে কোনদিন দেখেইনি। কেলভিনকে দেখে মনে হয় রাতে ওর ভাল ঘুম হয়নি।

'বাজরার কেক আর মধু!' বলল ডেভিড। 'এটাই সত্যিকার জীবন!'

আড়চোখে নেডের দিকে তাকাল ডেভিড। 'তোমরা কি দূরে কোথাও যাচ্ছ? মানে, আমরা যদি কোন সাহায্য—'

'আমাদের সাহায্যের কোন দরকার নেই,' রুষ্ট স্বরে বলল নেড। 'তুমি নিজের দিকটা সামলাও!'

'নিশ্চয়! সেটা আমরা অবশ্যই সামলাব!' হালকা সুরে বলল ডেভিড। আর্চি আর ভ্যালেরি ওকে নেড সম্পর্কে যেমন কোরে বলেছে তাতে ওর আঁতে ঘা লেগেছে। ওদের সামনে নিজেকে একটু জাহির করতে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না। 'নিজেরটা সামলানো আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়!'

বাজরার কেকগুলোর স্বাদ দারুণ। কফিটাও ভাল—সদ্য গুঁড়ো করা কফি বীন থেকে তৈরি—যেমনটা হওয়া উচিত। খাবার টেবিলে আসার পর কেউ আর কথা বলছে না। সবাই খাওয়ায় ব্যস্ত।

নেডরা চলে যাওয়ার পর ভ্যালেরি উঠে ট্যাভার্নের মালিকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'ঘটনাটা কি?' প্রশ্ন করল সেলুনের মালিক। 'আমি তো ভেবেছিলাম

কিছু ঝামেলা বাধবে।'

'লোকগুলো চোর,' বলল ভ্যালেরি। 'আমরা ওদের থেকে দূরে পালাবার চেষ্টায় আছি। এখানে কি কারও কাছে একটা হালকা নৌকা বা ক্যানূ পাওয়া যাবে?'

'একটা বার্চের বাকলের পুরানো ক্যানূ আছে ওখানে।' আঙুল দিয়ে ট্যাভার্নের পিছনের দরজা দেখাল সে। 'ওখানে গুদামের পিছনে একটা ছোট খাল আছে, ক্যানূটা ওখানেই আছে।'

টাকা বের করার জন্যে ভ্যালেরিকে ব্যাগে হাত ঢুকাতে দেখে হাত তুলে ওকে নিরস্ত করল লোকটা। 'না, টাকার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি ওদের তোমাকে স্লোন নামে ডাকতে শুনেছি। তুমি স্লোন না?'

'হ্যাঁ, আমি ভ্যালেরি স্লোন। টাকালাকি কোভের কাছে থাকি।'

'আমরা এই সরাইখানা শুরু করার আগে,' শুরু করল ট্যাভার্ন মালিক, 'ওদিকে বিগ স্যাণ্ডির পাড়ে একটা ছোপরায় একসময়ে আমি বৌ আর দুটো বাচ্চা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলাম। খুবই অসুস্থ ছিলাম আমি। একটা লোক কোত্থেকে এসে হাজির হলো; আমাদের মাংসের বড্ড অভাব দেখে সে পুরো এক সপ্তাহ থেকে আমাদের জন্যে শিকার, রান্না, কাঠ আনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করল। আমি ভাল হয়ে উঠলে সে চলে গেল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি আর তার দেখা পাইনি। সেই লোকটাও ছিল স্লোন। তাই তুমি ক্যানূটা নিয়ে যাও, তাতে আমি মনে কিছুটা শান্তি পাব।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক,' বলল ভ্যালেরি, 'এবং, ধন্যবাদ।'

বাইরে গোড়ালির ওপর বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড। নেড কলিনস কেলভিনের সাথে ওখানে দাঁড়িয়ে আর একজনের সাথে কথা বলছে।

'জলদি ভিতরে এসো,' বলল ভ্যালেরি। 'আমরা একটা ক্যানূ পেয়েছি।'

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্যানূটাকে খালে নামিয়ে উঠে বসল

ওরা। চওড়া বৈঠার কয়েক টানেই ওরা খাল ছেড়ে নদীতে এসে পড়ল। ভ্যালেরিও বৈঠা বাইতে জানে কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হলো কাজটা ডেভিড ওর থেকে অনেক ভাল করতে পারে। তাছাড়া ওই যুবক শক্তিশালীও বটে। আর আর্চি এমনভাবে বৈঠা চালাচ্ছে যে মনে হচ্ছে সে আগের জীবনে মাঝিই ছিল। স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে ওরা।

ওরা যে পিছনের দরজা দিয়ে সরে পড়েছে সেটা টের পেতে নেডদের কিছুটা সময় লাগবে। তবে খুব বেশি সময়ও লাগবে না—লোকগুলো ধূর্ত। তাছাড়া ভ্যালেরি কোথায় যাচ্ছে এটাও ওদের অজানা নেই। তাই পিছু নিতে কোন অসুবিধা হবে না।

ফর্কে এসে ডান দিকের লেভিসা ফর্ক ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা। কিন্তু ওরা যে সহজে নিস্তার পাবে না এটা সবাই বুঝছে। ওরা এখন বিজন থেকে বিজনতর বুনো আর পাহাড়ী এলাকার ভিতর ঢুকছে। লেভিসা ফর্কের ওপর যে কোন শহর নেই তা নয়। শহর আছে, কিন্তু সেগুলো অনেক দূরে-দূরে ছড়ানো। মাঝের এলাকা একেবারে ফাঁকা, বিজন।

জেসি হ্যাটফিল্ডকেই ভ্যালেরির বেশি ভয়। এখন পর্যন্ত লোকটা অদৃশ্য রয়েছে বটে, কিন্তু তার মন বলছে জেসি পিছু ছাড়েনি। সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে। নেড বা কেলভিন কেবল টাকা নিয়ে পালিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, কিন্তু জেসির কথা আলাদা। সে সবাইকে শেষ না কোরে যাবে না।

লোকটা ওই রকমই। ভ্যালেরি মরতে চায় না, ডেভিডকেও সে মৃত দেখতে চায় না। কবর দেয়ার জন্যে ডেভিডকে কফিনে শুইয়ে রাখা হয়েছে কল্পনা কোরেই শিউরে উঠল সে। ব্যাপারটা খেয়াল করল ডেভিড।

'কি হলো? তোমার কবর কেউ মাড়িয়ে দিল?' প্রশ্ন কলল সে।

'না, আমারটা নয়,' বলল ভ্যালেরি।

ভ্যালেরির দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার ক্যানূর

বৈঠা চালানোর দিকে মন দিল ডেভিড। ওর চেহারাটা গম্ভীর।

যখন এসব সব শেষ হবে···তখন এই যুবকের সাথে নদীর ধারে নিরিবিলি বসে কথা বলার সুযোগ যদি ঘটত···তরুণ তরুণী যেমন কথা বলে···· কিন্তু এসব সে কি ভাবছে?

ষোলো

উজানে হলেও নদীর ঢাল কম, তাই স্রোতও ধীর। পিছনে যারা লেগেছে তাদের থেকে ওরা বেশ-কিছুটা এগিয়ে আছে, এটার সুবিধা ওদের পুরোপুরি নেয়া দরকার। পিছনে যারা আসছে তারা কেউ জানে না যে যতই এগোচ্ছে ওদের ঝুঁকিও ততই বাড়ছে, কারণ স্লোন এলাকার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

ডেভিড তার জ্যাকেট খুলে রেখে বৈঠা বাইছে এখন। শহুরে মানুষের তুলনায় ওর পেশীগুলো যে পুষ্ট এটা সবাই স্বীকার করবে। সকাল শেষ হওয়ার আগেই ওকে বৈঠা বাওয়া থেকে রেহাই দিল ভ্যালেরি। ওর হাতের অবস্থাটা এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল মেয়েটা। ফোস্কার চিহ্ন ওখানে স্পষ্ট। কিন্তু একটা কথাও বলেনি সে—সব কষ্ট নীরবেই সহ্য করেছে।

লেভিসা ফর্কটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে, তাই সামনেটা দেখা যাচ্ছে না। মাত্র অল্পদূর পর্যন্ত নজর চলে। জঙ্গল একেবারে নদীর কিনার পর্যন্ত এসে থেমেছে।

বিকেলের দিকে একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে কফি তৈরি করার জন্যে ডাঙায় নামল ওরা। কিছু জেমসটাউন উইডের ঝোপ

দেখতে পেয়ে ভ্যালেরি ওটার কিছু পাতা ছিঁড়ে নিল।

'তোমার হাতের ওপর লাগাও,' বলল সে। 'এতে আরাম পাবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে সে পাতাগুলো হাতে নিয়ে অবাক চোখে ওগুলো দেখল, তারপর ভ্যালেরিকে দেখল। কিন্তু ওগুলো ব্যবহার করল সে, দু'হাতে চেপে ধরে থাকল।

ট্যাভার্ন থেকে আনা রুটি আর মাংস খাচ্ছে ওরা।

'পিছনের লোকগুলো যদি আমাদের নাগাল পায় তবে একটা মরণ-যুদ্ধ হবে,' বলল ভ্যালেরি। 'আর বেশিদূর এগোবার পক্ষপাতী ওরা হবে না। এটা বুনো এলাকা, এখান থেকে কোন খবরই লোকালয়ে পৌঁছবে না।'

ডেভিড একটা কথাও বলল না। সে ধীরেধীরে পরিস্থিতির গুরুত্বটা এখন বেশ বুঝতে পারছে। আর্চি অনেক নদী আর পাহাড় পাড়ি দিয়েছে, সুতরাং তার মনেও কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই।

'সামনের শহরটা এখান থেকে কত দূরে?' জানতে চাইল ডেভিড।

'কিছু মাইলের মধ্যেই সামনে পড়বে পেইন্টস্‌ভিল। আমরা বেশ দ্রুত এগিয়েছি। ঘণ্টায় প্রায় তিন-চার মাইল।'

এখন থেকে ওদের গতি কিছুটা ধীর হবে। ডেভিডের হাতে যেভাবে ফোস্কা পড়েছে তাতে ওর পক্ষে দ্রুত বৈঠা চালানো এখন আর সম্ভব হবে না। তবে ওর জায়গায় ভ্যালেরি বৈঠা ধরতে পারবে। শক্ত কাজ কোরে সে অভ্যস্ত। তাছাড়া হোলস্টন, ফ্রেঞ্চ বোর্ড আর টেনেসি নদীতেও ক্যানু চালিয়ে তার হাত পেকেছে। ভাইয়ের সাথে সে মাছও ধরেছে প্রচুর। তার ভাই মাগুর মাছ খেতে খুব পছন্দ করে।

মাছের কথায় আর্চি বলল, 'মাগুর মাছ এখানেও আছে। সময় পেলে আমি কিছু ধরতে পারব। ঠিক মত তৈরি করতে পারলে ওর থেকে ভাল খাবার আর নেই। অবশ্য ইয়েলো-জ্যাকেট সূপের কথা আলাদা।

'কি?' ঘুরে তাকাল ডেভিড। 'কি বললে?' ইয়োলো-জ্যাকেট সূপ?'

'ওটা একটা চেরোকী খাবার। ছেলেবেলায় অনেক খেয়েছি।'

ভ্যালেরির দিকে তাকাল সে। 'তুমিও নিশ্চয় খেয়েছ?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার। স্লোন পরিবার এদেশে পা দেয়ার পর থেকেই চেরোকী ইণ্ডিয়ানদের বন্ধু। আমি যখন ছোট ছিলাম আমার বন্ধুদের অর্ধেকই ছিল চেরোকী। অবশ্য সবাই যে ওদের পছন্দ করে তা না, কারণ ওরা আর শওনীরাই ওই ওয়াইলি পরিবারকে শেষ করেছিল। জেনি ওয়াইলির গল্প সবাই জানে।'

'জেনি ওয়াইলি কে?' প্রশ্ন করল ডেভিড।

'ওদের পুরুষ লোকেরা যখন শিকার করতে বাইরে গেছে, ওই সময়ে ইণ্ডিয়ানরা ওদের স্টেশন আক্রমণ করল। ওরা জেনির ভাইকে মারল, সাথে আরও তিনজনকে মেরে ওদের চুল কেটে নিল। জেনি আর তার বাচ্চাকে ওরা বন্দী কোরে সাথে নিয়ে গেল। কিন্তু শেষে বাচ্চাটার পা ধরে গাছের গুঁড়িতে আছড়ে মাথা ঠুকে মেরে ফেলল। বাচ্চার অপরাধ—সে বেশি কাঁদে। জেনি শেষ পর্যন্ত পালাতে পেরেছিল। অল্পের জন্যে পিছনের ইণ্ডিয়ানরা ধাওয়া কোরে ওকে ধরতে পারেনি।' হাত ঘুরিয়ে আশপাশের এলাকা দেখাল ভ্যালেরি। 'পুরো ঘটনা এই ক্রীকের ধারেই ঘটেছিল। আরও একটু আগে ছিল হারমনস স্টেশন এটা ওখানকারই ঘটনা। এখন আর ওটার কোন চিহ্ন নেই।'

আবার ক্যানু বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। কেউই বিশেষ কথা বলছে না। গাছের তলায় ছায়া ঘন হয়ে জমাট বাঁধছে। অন্ধকারে গাছের কালচে গুঁড়িগুলোর আকার আর এখন চেনা যাচ্ছে না।

সামনে একটা বাতি দেখা গেল, তারপর আরেকটা। এবার বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। গুদাম থেকে বেরিয়ে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বাড়ির দিকে এগোল। দরজা খুলে গেল, বাতি-হাতে লোকটা ভিতরে অদৃশ্য হলো। সে এখন নিশ্চিন্তে সাপার খেতে বসবে।

'চারপাশের এই এলাকা,' বলে চলল ভ্যালেরি, 'এবং যেদিক দিয়ে আমরা এসেছি, এর পুরোটাই লিউ ওয়েটজেল এলাকা। জেসি হিউস, আরও পুবে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় থাকত। ওরা ছিল ইণ্ডিয়ান ফাইটার।

ইণ্ডিয়ানরা ওদের লোকজন মেরে ফেলায় ওরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল। কখনও হাল ছাড়েনি। লোকে বলে ওয়েটজেল নাকি ইণ্ডিয়ানদের লোভ দেখিয়ে উত্ত্যক্ত করার জন্যে ইচ্ছে কোরেই নিজের চুল বড় রেখেছিল। সাহস থাকলে ইণ্ডিয়ানরা যেন ওর চুল কেটে নিতে আসে।

'চুল কেটে নেয়ার লোভ ইণ্ডিয়ানদের ঠিকই ছিল, কিন্তু ওকে ওরা ভয়ও পেত। কেউ কেউ বিশ্বাস করত ওয়েটজেল মানুষ নয়, অশরীরী।'

আর্চির আপত্তি সত্ত্বেও ওকে রেহাই দেয়ার জন্যে বৈঠা ধরল ভ্যালেরি।

'সামনে গ্রাম আছে,' মৃদু স্বরে বলল আর্চি, 'আমাদের কিছু খাবার জোগাড় করা দরকার।'

একটা লোক নদীর কিনারে তার কিছু ঘোড়াকে পানি খাওয়াচ্ছে। ক্যানু ভিড়তে দেখে সে মুখ তুলে তাকাল।

'এত রাত পর্যন্ত ট্র্যাভেল করছ তোমরা?' একটু অবাক হয়েছে সে।

'আমাদের পিছনে ঝামেলা আসছে,' জানাল ভ্যালেরি। 'আমরা সেটা এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি।'

'আমার স্ত্রী তোমাদের জন্যে চুলোয় কিছু চাপিয়ে দেবে।' সবথেকে কাছের বাতিটার দিকে দেখাল। 'চাষের কাজে কিছু পিছনে পড়ে গেছি আমি,' ব্যাখ্যা করল সে। 'আমি অসুখে পড়েছিলাম।

'তোমরা বাড়িতে যাও, আমি আসছি। ব্রেণ্ডা সঙ্গ খুব পছন্দ করে। ওর খুব ভাল লাগবে। আমার নিজের সঙ্গ না হলেও চলে।' ঘোড়াগুলোকে পানির ধার থেকে সরিয়ে নিল লোকটা।

একটা কুকুর উত্তেজিতভাবে ছুটে বেরিয়ে এসে ভীষণ গর্জাতে শুরু করল। লোকটা হাঁকল, 'শেপ! চুপ করো, এরা ভাল মানুষ।'

দরজায় একজন মহিলাকে দেখা গেল—হাতে কাঠের চামচ। 'কে এল, জ্যাক?'

'অতিথি, ব্রেণ্ডা। আমি ওদের খেতে বলেছি।'

দরজার বাইরে টুলের ওপর হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন আর একটা তোয়ালে রাখা আছে। ওখানে হাত-মুখ ধুয়ে নিল ওরা। আর্চি একটু এগিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কেউ আসছে কিনা।

'ওরা কি কাছেই আছে?' প্রশ্ন করল জ্যাক।

'আমরা ঠিক জানি না, তবে ওরা আসবে এটা ঠিক।' আর্চি জ্যাকের দিকে তাকাল। 'তুমি সাবধান থেকো। ওরা লোক ভাল নয়।'

'আমি কখনও কাউকে ফিরিয়ে দিইনি,' বলল জ্যাক।

'আমি সেই ইঙ্গিত দিচ্ছি না, কেবল তোমাকে সাবধান হতে বলছি। এরা গুণ্ডা আর খুনে প্রকৃতির লোক।'

ভ্যালেরির দিকে ফিরল জ্যাক।

'তুমি নাচেজ ট্রাস চেনো?' প্রশ্ন করল মেয়েটা। অবান্তর প্রশ্ন—নাচেজ ট্রাস সবাই চেনে। 'ওদের একজন হার্পস আর মিউরেলের মতই টাসে কাজ করেছে। কিন্তু ওকে কেউ কোনদিন ধরতে পারেনি। শহরে একবার ধরা পড়েছিল, কিন্তু চতুর উকিল লাগিয়ে ছাড়া পেয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, তোমরা বসো, কিছু খেয়ে নাও।' স্ত্রীর দিকে ফিরল জ্যাক। 'ব্রেণ্ডা, ওদের জন্যে কিছু খাবার তৈরি কোরে দাও। আর সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রোস্ট করা কিছু মাংস প্যাক কোরে দিও।'

ঘোড়াগুলোকে গুদামে নিয়ে জোয়াল খুলে দিল জ্যাক। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছে ভ্যালেরি। ক্লান্ত সে। জানে তার সঙ্গীদের অবস্থাও একই রকম। খাবার টেবিলে বসে দেখতে পাচ্ছে ডেভিড আর আর্চির চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। ওদের সবারই বিশ্রাম প্রয়োজন।

নতুন কেনা রাইফেলটা নিয়ে ক্রীকের বাঁকে লুকিয়ে বসে থাকার কথাও একবার ভেবেছে ভ্যালেরি। ওটা দিয়ে দু'শো গজ দূরেও একটা মানুষকে মারতে সে পারবে। হয়তো পাঁচশো গজ দূরেও পারবে। কিন্তু মানুষ মারতে ওর মন সরছে না। তবে রহাইডের কথাটাও ওর মনে আছে। সে বলেছিল, 'মানুষের জীবনে এমনও কিছু সময় আসে, যখন নিজেকে রক্ষা করতে শত্রুকে হত্যা করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।'

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। অতিথিদের সম্মানে টেবিলের ওপর পরিষ্কার চাদর বিছানো হয়েছে।

'অতিথি হিসেবে নদীপথের যাত্রী আমরা খুব কমই পাই,' বলল ব্রেণ্ডা। 'আমি ছোট থাকতে দেখেছি, তখন নদীপথে চলাচল করত মানুষ। এখন আর তেমন করে না।

'ওদিকে সামনে ওরা গাছ কাটা শুরু করেছে। শীঘ্রি একদিন ওগুলো নদীতে ভাসিয়ে ওহাইওতে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'এতে নগদ টাকা আছে বটে,' বলল ভ্যালেরি, 'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গাছ কাটা হচ্ছে দেখলে আমি কষ্ট পাই।'

'টাকা আমাদের খুব দরকার,' বলল ব্রেণ্ডা। 'জ্যাক নিজেও হয়তো শেষে গাছ কাটাই ধরবে। শস্য ফলিয়ে টাকা করা এখানে খুব কঠিন। একমাত্র চোলাই মদ করায় টাকা আছে, কিন্তু অবৈধ ব্যবসায় আমরা যেতে চাই না।'

খাওয়া শেষ হলে সবাই উঠে দাঁড়াল। আর্চি তার প্যান্টে হাত মুছল।

'ধন্যবাদ, ম্যাম,' বলল সে। 'খেয়ে সত্যিই তৃপ্তি পেলাম।'

'তোমাদের জন্যে কিছু খাবার আমি প্যাক কোরে রেখেছি, ওটা সাথে নিতে ভুলো না। পথে কাজে আসবে।'

'হ্যাঁ, ওটা আমাদের খুব কাজে আসবে,' বলল ভ্যালেরি। 'কিন্তু আমাদের পিছনে যারা আসছে তাদের থেকে সাবধান। ওরা ভয়ানক খারাপ লোক।'

'আমরা কাউকে ফিরিয়ে দিই না,' পুনরাবৃত্তি করল জ্যাক।

'ফিরিয়ে দিতে বলছি না, কিন্তু হাতের কাছে একটা বন্দুক রেখো।'

ক্যানূর কাছে ফিরে একটু ইতস্তত কোরে উঠে বসল ওরা। আর্চি ক্যানূটাকে ঠেলে নিকষ কালো পানিতে ভাসাল। সবাই খুব ক্লান্ত।

'সামনে একটা ভাল জায়গা পেলেই আমরা থামব,' বলল ভ্যালেরি। 'আমাদের সবারই ঘুমের দরকার।'

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওরা। সাবধানে এগোতে হচ্ছে, কারণ মাঝেমাঝে বড় বড় গাছের গুঁড়ি ভেসে যেতে দেখা যাচ্ছে। কিছু আবার একসাথে বাঁধা। দিনের বেলায় সহজেই দেখা গেলেও রাতের অন্ধকারে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেরিয়ে থাকা একটা শিকড় বা ডাল ক্যানূর তলাটা যেকোন সময়ে ফাঁসিয়ে দিতে পারে।

'ওই যে!' অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ছিল আর্চি। 'একটা ঘাটের মত দেখা যাচ্ছে।'

'দেখা যাক ওখানে কি আছে,' বলল ডেভিড।

ঘাটে ক্যানূ ভিড়াল আর্চি। লাফিয়ে মাচায় উঠল ডেভিড।

'সামনে একটা কেবিন দেখা যাচ্ছে,' বলল সে। 'সব চুপচাপ। মনে হচ্ছে ভিতরে কোন মানুষ নেই।'

ক্যানূটা বেঁধে রেখে ভ্যালেরি আর আর্চিও নামল। মালপত্রও সাথেই নিয়েছে। অন্ধকারে একটা প্যাঁচা কোথাও ডেকে উঠল।

'ক্যানূটাকে ঠেলে কাঠের ল্যাণ্ডিঙের তলায় ঢুকিয়ে দাও,' আর্চিকে বলল ভ্যালেরি। 'তাহলে আর কেউ এলে ওটা দেখতে পাবে না।'

বেশ কিছু বড় বড় গাছ রয়েছে ওখানে। সিকামোর, ওক, বার্চ এবং আরও অনেক। একটা ভ্যাপসা গন্ধ আর কেমন যেন একটা খালিখালি ভাব। কোন গরু নেই। শুয়োর বা ঘোড়ার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না।

'খালি,' বলল ডেভিড। 'কিন্তু কেন তা বোঝা যাচ্ছে না।'

'ওরা নিশ্চয় সুবিধা করতে পারেনি,' বলল ভ্যালেরি। 'অনেকেই চেষ্টা করে, কিন্তু সবাই পারে না। কারও কাছে কাজটাকে কঠিন পরিশ্রম বলে মনে হয়, আবার কিছু লোক নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারে না।'

'দেখা যাক কেবিনে কি আছে,' প্রস্তাব দিল ডেভিড।

'ওখানে ঢুকে লাভ নেই,' আপত্তি জানাল ভ্যালেরি। 'কেউ এলে তারা ওখানেই প্রথম খুঁজবে। আমরা ওদিকে গাছের তলায় ঘুমাব। তাহলে কেউ এলে আমরা শুনতে পাব।'

আর্চি একটা গাছের লম্বা ডাল দিয়ে গাছের তলা ঝাড়ছে। 'সাপ,' ব্যাখ্যা দিল সে।

গাছের তলায় বসল ওরা। এখানে-ওখানে ঝরা পাতার ওপর নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। বাতাসে গাছের ডাল পরস্পরের সাথে ঘষা খাচ্ছে। ওর স্থির হয়ে বসায় এখন আবার ব্যাঙের ডাকাডাকি আরম্ভ হলো। মাঝেমাঝে পোকা ধরার জন্যে বাদুড়কে ডাইভ দিতে দেখা যাচ্ছে।

হাতের ওপর মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে অন্ধকারে চেয়ে আছে ভ্যালেরি। ভাবছে রহাইড এখন কি করছে—ওরাও কি তাকে নিয়ে চিন্তা করছে?

ওখানে ঘন অন্ধকার; কিন্তু ধীরেধীরে চোখে তা সয়ে গেল। কেবিনের আকারটা আবছা দেখা যাচ্ছে। পানি চলার শব্দ কানে আসছে। নিশ্চয় আশপাশেই কোথাও একটা ঝর্না আছে।

হঠাৎ ভ্যালেরির ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। ডেভিডের শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আরও একটু দূরে আর্চি শুয়ে আছে। স্তব্ধ রাত। কিন্তু ঘুম ভাঙল কেন তার?

কিছু, কোন শব্দ, কোন···

কান পাতল ভ্যালেরি। মনে হলো কাছেই কিছু যেন নড়ল। তারপর শব্দটা বন্ধ হলো, কিন্তু গন্ধটা রইল।

কি ওটা? কেমন একটা ভেজা পিচ্ছল কিছুর ক্ষীণ গন্ধ। একটা কুমির? কিন্তু এত উপর দিকে কুমির থাকার কথা নয়। কিন্তু কিছুই বলা যায় না, মিসিসিপির পাশে জলাভূমিতে কুমির আছে, কিন্তু গন্ধটা ঠিক কুমিরের মত নয়।

ভেজা গন্ধ, অনেকটা ভেজা কুকুরের মত।

ঠিক! ওটা ভেজা কুকুরেরই গন্ধ। কিন্তু এখানে কুকুর আসবে কোত্থেকে? একা? কিন্তু একা কি? সাধারণত সঙ্গী পছন্দ করে কুকুর। মানুষের সঙ্গেই ওরা সবথেকে ফুর্তিতে থাকে।

নতুন রাইফেলটা ভ্যালেরির পাশেই রয়েছে। পিস্তলটাও হাতের কাছেই আছে। লম্বা পিস্তলটা কার্পেটব্যাগের ভিতর, কিন্তু সেটাও ওর নাগালের মধ্যেই।

পাতার ভিতর কিছু একটা নড়ে উঠল। পিস্তলটা হাতে তুলে নিল ভ্যালেরি। গুলি করতে চাচ্ছে না সে, কারণ রাতের বেলা গুলির শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যাবে। তবু দরকার হলে…

আকাশে বেশকিছু তারা ফুটেছে। তারার আলোয় বিভিন্ন আকার চেনা যাচ্ছে। নদীর পানি রূপার মত চকচক করছে। কান পাতল সে। সব চুপচাপ।

আবার কিছু নড়ে উঠল। ভ্যালেরি আকারটা দেখতে পাচ্ছে। ওটা সত্যিই একটা কুকুর। কাছেই শুয়ে আছে—সঙ্গ চাইছে।

'ঠিক আছে, বাছা,' ফিসফিস কোরে বলল ভ্যালেরি। 'এখন ঘুমাও।'

এবং ভ্যালেরি ঘুমাল।

সতেরো

ওটা একটা ভেড়া-চরানো কুকুর। দেহটার রঙ বেশিরভাগ কালো আর বাদামী, কিন্তু বুক আর পায়ে কিছু সাদা ছোপ রয়েছে। মনে হয় কিছু কঠিন সময় গেছে ওর।

'ওটা আবার কোত্থেকে এল?' জানতে চাইল ডেভিড।

'রাতের বেলা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। মনে হয় কয়েক বেলা ওর খাবার জোটেনি।'

আগুন ধরিয়ে ফেলেছে আর্চি। 'এখনই কফি তৈরি হয়ে যাবে,' বলল সে। 'আমরা কিছু মাংস ঝলসে নিতে পারি।'

কাঠের ল্যাণ্ডিঙটা পুরানো। কুড়াল দিয়ে কাটা গাছের ডাল আর তক্তা দিয়ে অনেককাল আগে কেউ ওটা তৈরি করেছিল। এখন শেওলা জন্মে পিচ্ছল হয়ে আছে। খালি পায়ে ওটার ওপর হাঁটা প্রায় অসম্ভব।

কুকুরটাকে কিছু খাইয়ে ক্যানূতে উঠল ওরা। কুকুরটা মুখ দিয়ে কান্নার মত আওয়াজ তুলে আপত্তি জানাচ্ছে। সেও যেতে চাইছে।

'তুমি কি করতে চাও?' ভ্যালেরিকে প্রশ্ন করল ডেভিড।

'সাথে নিলে ক্ষতি কি?' বলল মেয়েটা।

আর্চি কুকুরটাকে ডাকতেই এক লাফে ক্যানূর ওপর উঠে এল সে। যেন সারা জীবন ক্যানূতে চড়ে ওর অভ্যাস আছে।

'আমরা হয়তো আর কারও কুকুর ভাগিয়ে নিচ্ছি,' বলল ডেভিড।

'ও ঘরছাড়া,' জবাব দিল আর্চি। 'ওর হাবভাবেই সেটা বোঝা যায়। যারা ওর মালিক ছিল, তারা চলে গেছে।'

আর্চি আর ডেভিডই বেশিরভাগ বৈঠা বাইল। মাঝেমাঝে ওদের এক-এক কোরে বিশ্রাম দিল ভ্যালেরি। যখন লম্বা সিধে পথ পড়ছে তখন পিছন ফিরে দেখছে ওরা, কিন্তু পিছনে কাউকে দেখতে পেল না। তবু ভ্যালেরির দুশ্চিন্তা কাটছে না।

'এই নদীটাই আবার ক্যানূতে চেপে ভাটির দিকে বেয়ে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগছে আমার,' মন্তব্য করল আর্চি। 'তাতে এই উজানে বেয়ে চলার কষ্ট কিছুটা উসুল হত।'

'ফিরে যাওয়ার জন্যে এরচেয়ে সহজ আরও পথ আছে,' বলল ভ্যালেরি। 'মাঝেমাঝে ওহাইও থেকে ন্যাশভিল পর্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করে।'

'জলদি ফেবার অপেক্ষাতেই রয়েছি আমি,' বলল ডেভিড।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুবককে তার সাথে যেতে হচ্ছে ভেবে ভ্যালেরির খারাপ লাগছে।

'ওখানে তোমার একজন মেয়ে-বন্ধু আছে বুঝি?' গলার স্বরটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ভ্যালেরি।

'অনেকেই আছে,' বলল সে, 'সবার সাথেই আমার বন্ধুত্ব।'

তবু ভাল, ভাবল ভ্যালেরি। বিশেষ একজন থাকলে সেটা অন্যরকম হত।

'শিগগিরই আমরা তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব,' আবার বলল সে। 'এবং তারপরই আমি প্রথম স্টেজ, স্টীমার বা যেভাবে হোক ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাব।'

আর্চি আড়চোখে একবার ভ্যালেরিকে দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। ভ্যালেরিও চুপ কোরে রইল। হয়তো ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে গেলেই ডেভিডের জন্যে ভাল হবে। ওকে এখন আর আগের মত সুদর্শন দেখাচ্ছে না। কাপড় নোঙরা হয়েছে, ইস্তিরির কড়কড়ে ভাঁজ ভেঙে দলামোচড়া হয়ে গেছে। কয়েকদিন শেভ না করায় মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি উঠেছে। তবে চুলটা সে যত্নের সাথে পরিপাটি কোরে আঁচড়ে রাখে।

'এখনও নদীর পানি বেশ গভীর থাকলেও আমাদের পক্ষে এই ক্যানু নিয়ে আর বেশিদূর এগোনো সম্ভব হবে না,' জানাল ভ্যালেরি। 'আরও সামনে কেবল পাথরের ওপর দিয়ে বইছে এই পানি।'

কুকুরটাই ওদের বাঁচাল। ভাসমান কিছু গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে দূর দিয়ে ঘুরে বাঁক নিচ্ছিল ওরা, হঠাৎ কুকুরটা লাফিয়ে উঠল, ওর গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে—উত্তেজিত হয়ে ঘেউঘেউ শুরু করল সে।

'পিছিয়ে যাও!' চিৎকার কোরে উঠল ভ্যালেরি। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গর্জনে ওর গলার স্বর ডুবে গেল। আর্চি আর ভ্যালেরি দু'জনেই প্রাণপণে বৈঠা চালাচ্ছে। একটা বুলেট ভ্যালেরির বৈঠাটা ছিন্নভিন্ন কোরে দিল। আরেকটা ভাসমান গুঁড়ির পাশে পানিতে ঢেউ তুলল। স্রোত আর ভ্যালেরির চিৎকারে আর্চির দ্রুত সাড়া দেয়ায় ক্যানুটা গুঁড়ির আড়ালে চলে এল। আরও একটা গুলির শব্দ হলো,

তারপর গালি আর চিৎকার কোরে কারও বকাবকির আওয়াজ শোনা গেল। 'ড্যাম, ইউ! এত জলদি কে গুলি করতে বলেছিল?'

'ক্রীকের ওপাশে!' নিচু দ্রুত স্বরে বলল আর্চি। 'জঙ্গলে ঢুকে পড়ো!'

নদীটা ওখানে বেশি চওড়া নয়—স্রোতও ওদের সাহায্য করল। অল্পক্ষণের জন্যে ওপাশের পাড় থেকে ওদের দেখা গেল। কেউ গুলি ছুঁড়ল, মিস হলো গুলি। বাঁক ঘুরে গাছের আড়ালে চলে এল ওরা।

ক্যানূটাকে পাড়ে লাগিয়ে নেমে পড়ল ওরা।

'ওটা ছেড়ে দাও!' বলে উঠল ভ্যালেরি।

'তুমি চোট পেয়েছ?' ভ্যালেরির রক্তাক্ত কব্জির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল ডেভিড। গুলিতে বৈঠা চৌচির হয়ে উড়ন্ত টুকরার আঘাতে একটু কেটেছে।

'আঁচড় লেগেছে,' বলল সে। 'চলো, সরে পড়ি!'

ওই লোকগুলো ঘাপটি মেরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সবাইকে গুলি কোরে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু কুকুরটা টের পেয়ে যাওয়ায় এ যাত্রা ওরা বেঁচে গেছে। আরও একটু এগোনোর পরে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে নির্ঘাত ক্যানূর সবাই মারা পড়ত।

ক্যানূর থেকে সব জিনিস তুলে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল ওরা। খালি ক্যানূটা ভাটির দিকে ভেসে গেল।

গত কয়দিন পানির ওপর ভেসেছে, জঙ্গলের দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। এটা বড় গাছের জঙ্গল। জায়েন্ট সিকামোর, ব্লু বীচ, রিডার বার্চ আর ব্ল্যাক উইলোর ঝোপে ভরা। মাঝেমাঝে কিছু রডোডেনড্রোনও রয়েছে। একটা জন্তুর ট্রেইল পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। ওটাই ধরল ওরা—ভ্যালেরি আগে-আগে চলছে।

হয়তো ভ্যালেরি একটু বাড়াবাড়িই করছে। যদিও আর্চির এসব ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা আছে বলেই মনে হয়, কিন্তু ডেভিড একেবারে অজ্ঞ।

ভ্যালেরির ইচ্ছা, একটা ভাল সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে ঘাঁটি

গেড়ে বসবে। যারা ওদের ওপর গুলি বর্ষণ করেছে তারা যে ওদের শেষ করতে চায় এতে আর কোন সন্দেহ নেই। আর্চি আর ডেভিড জঙ্গলের ভিতর ইণ্ডিয়ান ফাইটে কতটা সফল হবে এটা ভ্যালেরির জানা নেই। সে চাইছে আরও উঁচুতে উঠে পাথর আর গাছে ঘেরা এমন একটা জায়গা যেখান থেকে নিচের দিকটার ওপর পুরোপুরি নজর রাখা যায়। আক্রমণকারীরা তার গুলির আওতা এড়িয়ে উপরে উঠতে পারবে না।

এর আগে গোলাগুলির যুদ্ধে কখনও ভ্যালেরিকে নামতে হয়নি। তবে একবার, ওর বয়স যখন দশ বছর, তখন একবার ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ এসেছিল। বাবা, রহাইড আর ইথানকে কি করা দরকার এবিষয়ে সে আলাপ করতে শুনেছে।

ট্রেইলটা এমন কিছু নয়, তবে ওটা ওদের জন্যে ঠিক দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণেই এগোচ্ছে। সে কোনদিকে যাচ্ছে তা নিয়ে ডেভিড বা আর্চি ওর সাথে তর্কে গেল না। তার মত ওরাও অনুসরণকারীদের থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়।

কিন্তু ওরা কারা ছিল? ওরা আগে এল কিভাবে? নাকি ওটা জেসি হ্যাটফিল্ডই ছিল? সাথে ওর নাচেজ ট্রাসের আউটল বন্ধুর দল?

'তোমার ব্যাগটা আমাকে বইতে দাও,' প্রস্তাব দিল ডেভিড। 'নইলে রাইফেলটা আমি নিই।'

'ব্যাগটাই নাও,' বলল ভ্যালেরি। 'আমার রাইফেলটা আমি হাতছাড়া করব না।'

পাথর আর গাছের ভিতর দিয়ে অনেক দূর উপরে ওঠার পর একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল ওরা।

ভ্যালেরি বলল, 'আমাদের মাথা স্থির করে একটু চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। ওরা জানে আমরা কোথায় যাচ্ছি, সুতরাং আবার আমাদের সামনে এগিয়ে পথ আটকে বসে থাকা ওদের জন্যে কঠিন হবে না। সামনে কোথাও ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'এবার আমাদের কপাল ভাল ছিল তাই বেঁচে গেছি,' মন্তব্য করল

আর্চি। 'কিন্তু আগামীতে আর তা হবে না।'

ওখানে বসে নিচের দিকে নজর রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। তিনজনেই ক্লান্ত আর ভীত। লোকজন হত্যা করার জন্যে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিল। কেউ ওদের খুন করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে—চিন্তাটা মোটেও সুখকর নয়। বরং ভয়ানক।

'ওদের কিছু লোককে আমাদের ছেঁটে ফেলতে হবে,' বলল ভ্যালেরি। 'বুঝিয়ে দিতে হবে যে ওদেরও মূল্য দিতে হবে।'

'তুমি ওদের মেরে ফেলার কথা বলছ?' প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো ডেভিড।

'ওরা আমাদের মারার চেষ্টা করছে,' জবাব দিল ভ্যালেরি।

'তোমার মামা এক মুহূর্তও ইতস্তত করত না,' বলে উঠল আর্চি। 'বয়স হলে কি হবে, লোকটা এখনও বাঘ।'

ঘুরে আর্চির দিকে তাকাল ডেভিড। 'কি বলছ তুমি? হেনরি মামা?'

'হ্যাঁ, ওয়াটারফ্রন্টে সে ডাচম্যানসে গেছিল,' ব্যাখ্যা করল আর্চি। তারপর পুরো ঘটনাটা বলল।

'হেনরি মামা তাই করেছে?'

'আমি তার সাথেই ছিলাম।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! হেনরি চ্যানট্রি, মানে মামা!'

'আমি বিশ্বাস করি,' বলল ভ্যালেরি। 'ভদ্রলোক শক্ত মানুষ!'

আবার এগিয়ে চলল ওরা। এবার কুকুরটা আগে আগে চলছে। ওটা সাথে রয়েছে বোলে ওরা কিছুটা যেন স্বস্তি পাচ্ছে মনে। কুকুরটা যে কেন ওদের সাথে এসেছে তা কেউ জানে না, কিন্তু এসেছে।

চলার পথে কয়েকবার ওরা হরিণ দেখতে পেল। একবার একটা ভালুকের ট্রেইল পার হলো। রাত হয়ে আসছে। পাহাড়ের কার্নিসের মত একটা ধারে হাজির হলো ওরা। গাছের আড়াল রয়েছে ওখানে। তাছাড়া যেই ট্রেইল ধরে ওরা এসেছে কার্নিসটা ঠিক তার উপরেই। ওখান থেকে চারদিকেই বেশ ভাল নজর রাখা সম্ভব।

'ঘুমাবার জন্যে এটা একটা ভাল জায়গা,' বলল ডেভিড।

সারাদিনের পথ চলার পর সবাই ক্লান্ত। সুতরাং কেউ আপত্তি করল না। খাবার এমন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যা ছিল সেটা সবাই ঠাণ্ডাই খেলো। কুকুরটাকেও কিছু দিল।

'কিছুটা সামনে একটা বিশাল পাইন গাছ আছে; একাই দাঁড়িয়ে আছে ওটা,' ওদের জানাল ভ্যালেরি। 'লোকে ওটার নাম' দিয়েছে "লোনসাম পাইন ট্রেইল"।'

ভ্যালেরি যেদিকটা দেখাল, ওরা দু'জনেই সেদিকে তাকাল বটে, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না।

চায়ের কাপে ধরে রাখা যায় এমন একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করল ওরা। কফি শেষ কোরে ভ্যালেরি বলল, 'তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি পাহারায় থাকছি।'

'তুমি?' ঘোর আপত্তি তুলল ডেভিড। 'অবশ্যই না। তুমি ঘুমাও। আর্চি আর আমি ভাগাভাগি কোরে পাহারা দেব।'

'আমরা এখানে তিনজন আছি,' জোর দিয়ে বলল ভ্যালেরি। 'আমরা সবাই সমান ভাবে শেয়ার করব। কুকুরটাও ক্লান্ত, তাই ওর ওপর নির্ভর করাটা আমাদের ঠিক হবে না।'

আর্চি আর ডেভিডকেই প্রথমে ঘুমাতে বাধ্য করল ভ্যালেরি। ওরা ঘুমাচ্ছে। বাতাস পাইন গাছের পাতায় যেন নিঃসঙ্গতার বুক ফাটা হু-হু কান্না কেঁদে চলেছে। চুনাপাথরের ফাটল দিয়ে পানির যে ছোট্ট ধারাটা বেরিয়ে আসছে, সেখানে গিয়ে একটু পানি খেলো মেয়েটা। নিজের জন্যে যে জায়গাটা বেছে নিয়েছে সেখানে ফিরে একটা পাথরের সাথে হেলান দিয়ে বসল ভ্যালেরি। রাইফেলটা ওর হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা রয়েছে।

দু'একবার ওর ঝিমানি এসেছে। বিভিন্ন চিন্তায় মনকে সক্রিয় রেখে জেগে থাকল সে। রহাইড এখন কি করছে, ক্লিঞ্চ মাউন্টিনসের স্লোনরা এখন কত দূরে?

বেশি দূর হবে না। অর্থাৎ সরলরেখায় পথ বেশিদূর হবে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওরা কেউ জানে না তাদের পরিবারের কেউ বিপদে আছে। ওরা জানলেই ভাল হত। নিজের জন্যেও সে শঙ্কিত, কিন্তু আর দু'জন যারা তার সঙ্গী, তাদের কথাও সে ভাবছে। ওদের কিছু ঘটলে সে জীবনে নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

বিভিন্ন চিন্তার মাঝে ওর মাথায় চিন্তা এল, তার বাবা বা আঙ্কেল রহাইড এভাবে বসে সময় নষ্ট করত না। রাইফেল নিয়ে নিচে নেমে ওদের ক্যাম্পটা খুঁজে বের করার ইচ্ছা জাগছে ওর মনে। ওরাও তাই করত। মেয়েটা জানে সে গেলে ওদের কিছু লোককে কবর দেয়ার অবস্থায় রেখে আসতে পারবে। কয়েকদিন আগে হলেও এমন একটা কথা কল্পনাই করতে পারত না ও। কিন্তু এখন করছে। মানুষ যাদের ভালবাসে, তারা যখন বিপদের মুখে থাকে, তখনই এসব চিন্তা মাথায় আসে।

নিজের দুই থাবার ওপর মুখ রেখে কুকুরটা শুয়ে ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে বুকের ভিতর থেকে গরগর শব্দ করতে শুরু করল।

'রও, বাছা!' ফিসফিস কোরে বলল ভ্যালেরি। 'চুপ!'

রাইফেলের নলটা বাড়িয়ে আস্তে কোরে ডেভিডকে ঠেলা দিল মেয়েটা। কাঁচা ঘুম ভাঙলে অনেকে অনেক রকম কাণ্ড করে। কেউ ঘোৎ কোরে শব্দ করে, কেউ ককায়, আবার কেউ কেউ ধড়মড় কোরে উঠে বসে। কিন্তু ডেভিড তেমন কিছুই করল না। চোখের পাতা খুলে প্রথমে রাইফেল, তারপরে ভ্যালেরির দিকে তাকাল সে। ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে কুকুরটার দিকে দেখাল স্লোন। হাত বাড়িয়ে আর্চিকে জাগাল ডেভিড। আর্চি উঠে বসে পিস্তল বের করল।

ওদের ছোট্ট আগুনটা অনেক আগেই নিভে গেছে। তারার আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই। কান পেতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ওরা—শুনছে।

জঙ্গল থেকে মৃদু আওয়াজ আসছে। প্রত্যাশিত আওয়াজ। তারপর

ওদের ঠিক নিচেই ট্রেইলের ওপর অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল।

রাইফেল হাতে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে ভ্যালেরি। রাইফেলটা কক করেনি সে, কারণ স্তব্ধ রাতে শব্দটা অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাবে।

মৃদু বাতাসে পাইনের পাতাগুলো নড়ছে। নিঃসঙ্গ বেদনার মত আওয়াজ।

ভ্যালেরির মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। সে অনুভব করছে তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ঢিপ ঢিপ কোরে একটানা তালে পিটে চলেছে।

নিচে নড়াচড়া চলছে। কারা যেন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শ্বাস বন্ধ কোরে প্রতীক্ষা করছে ওরা। শব্দ এগিয়ে মিলিয়ে গেল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ওরা। বর্তমান বিপদটা কেটে গেছে।

ওখানে বসে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে কার্পেটব্যাগটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নেয়ার একটা ব্যবস্থা কোরে ফেলল ভ্যালেরি। এখন ওটা সে অনেক সহজে বইতে পারবে।

একটা চুনাপাথরের ক্লিফের নিচে বসে কাজ করছিল মেয়েটা। ক্লিফের মাথায় পাইন আর অন্যান্য আরও অনেক গাছ জন্মেছে। ওর বাম দিকে ক্লিফটা শেষ হয়েছে—ওখানে জঙ্গলের শুরু।

কার্পেটব্যাগটা পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেরি। নিজের হাতের কাজ ট্রাই কোরে দেখছে। রাইফেলটা ওর হাতে। বারো ফুটও হবে না, কুকুরটা ওখানে দাঁড়িয়ে একাগ্রদৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে।

'না, বাছা,' নিচুস্বরে বলল ভ্যালেরি। 'চুপ!'

অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ভ্যালেরি। ধীরে বাঁয়ে সরে জঙ্গলের দিকে চলে এল সে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। ওখান থেকে আরও ভাল দেখতে পাবে সে।

ডেভিড দাঁড়িয়ে আছে; ক্লিফে হেলান দিয়ে বসে আছে আর্চি।

উঠে দাঁড়াল কুকুরটা। গলা দিয়ে উত্তেজিতভাবে গরগর শব্দ করছে সে।

আর্চি পিস্তল বের কোরে অপেক্ষা করছে।

'কেউ নড়বে না!' ওপাশে অন্ধকার থেকে একটা আওয়াজ এল। 'একেবারে স্থির থাকো!'

আঠারো

তিন বছর আগে দেয়ালের মত পানির তোড়ে ওর মারা পড়ার জোগাড় হয়েছিল। ক্যানিয়নের ভিতর একটা বেরিয়ে থাকা শিকড় ধরে ঝুলে সে প্রাণে বেঁচেছিল। প্রথমে শিকড়টা ধরে ঝুলে পড়ে একটু একটু কোরে ডালের ওপর উঠে বসেছিল। সারাটা দিন আর রাতেরও কিছু অংশ ওকে গাছের ওপর বসেই কাটাতে হয়েছিল সেবার। কিন্তু সেদিন যা দেখেছিল তা সে জীবনে ভোলেনি।

বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর ডাল প্রচণ্ড বেগে নেমে এসেছিল পানির ঢলে। তবে এই বিশেষ ঘটনাটাকে কাজেও লাগিয়েছিল ট্রুলাভ স্লোন। নাল লাগানো বুট পরে কুড়াল আর দড়ি এনে গুঁড়িগুলোকে একসাথে বেঁধে একটা ভেলা তৈরি কোরে নদী ধরে ভাটিতে বেয়ে নিয়ে বিক্রি করেছিল।

প্রথমবারের ব্যাপারটা ছিল ঘটনাচক্র। এর পর থেকে টাকা কামাবার এই সহজ উপায়টা ট্রুলাভ কাজে লাগাল। সে নিজেই গাছ কেটে ক্যানিয়নের ভিতরে ফেলে রাখতে শুরু করল। জোর বৃষ্টি হলে পানির তোড়ে গাছ ভাসতে ভাসতে নদীতে গিয়ে পড়ে, আর সেও সুন্দর ওগুলো একসাথে কোরে বিক্রির জন্যে নিয়ে যায়।

ট্রুলাভ স্লোন ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। ওজন দু'শো পঞ্চাশ পাউণ্ড।

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আজ পর্যন্ত সে ধরতে পারে অথচ তুলতে পারে না এমন কোন জিনিস তার চোখে পড়েনি।

ফর্কের লোকজন বলে ট্রুলাভের চেয়ে বেশি উঁচুতে বা বেশি দূরে লাফ দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব না। আর পাল্লা দিয়ে দৌড়েও ওকে কেউ হারাতে পারেনি।

কুড়াল হাতে দাঁড়িয়ে ট্রুলাভ ভাবছে কোন গাছটা কাটবে, এই সময়ে কেউ ওর নাম ধরে ডাকল।

স্বরটা তার চেনা। নিচের দিকে চেয়ে দেখল একটা লোক ঢাল বেয়ে তরতর করে উঠে আসছে। লোকটা মেকন স্লোন ছাড়া আর কেউ নয়। একমাত্র সে-ই জানে ট্রুলাভ কাঠ কাটতে কোথায় আসে।

মেকন বেশিরভাগ সময় জিনসেঙ শিকড় জোগাড় কোরে চীনদেশে পাঠায়। মাঝে মাঝে ফাঁদ পেতে শিকারও করে।

মেকন এসে পৌঁছলে বিয়ারের জগটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল ট্রুলাভ। ওটা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি। লম্বা কয়েকটা চুমুক দিয়ে জগটা নামিয়ে রাখল মেকন।

'বাহ্, চমৎকার স্বাদ,' বলল সে। 'অবশ্য খাওয়ার অভ্যাস না থাকলে সবার কাছে স্বাদটা ভাল লাগবে না।'

'বেশিরভাগ লোকই পছন্দ করে না। যাক, তাতে আমাদেরই ভাল, ভাগ দিতে হবে না।'

প্রায় সারা ঢালটা মেকন খুঁটিয়ে দেখল। 'এটা রীতিমত একটা খুনে ঢাল, ট্রুলাভ,' মন্তব্য করল সে। 'একদিন গাছ সহ তুমিও নিচে পড়বে।'

'হয়তো।'

মেকন গাছ কাটার ব্যাপারে আলাপ করতে এতদূর আসেনি। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ট্রুলাভ। জগ থেকে কিছুটা মদ গলায় ঢালল সে। গাছ যদি তাকে কাটতেই হয় তবে শুরু করাই ভাল। বিশাল গাছগুলো কাটতে অনেক সময় লাগে।

কোমর থেকে ছুরিটা বের কোরে শান দেয়ার ভঙ্গিতে বুটের তলায়

ঘষল মেকন। তারপর ফলাটা পরীক্ষা কোরে দেখে আবার ঘষল।

'টাকালাকি কোভের সেই মেয়েটার কথা তোমার মনে আছে? ওর নাম ছিল ভ্যালেরি।'

'কেনির ফর্কে যে মেয়েটা গুলি ছুঁড়ে ছেলেদের হারিয়ে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি।' একটা লোমের ওপর ছুরির ধারটা পরীক্ষা করল মেকন। 'মেয়েটা তার পাওনা টাকা সংগ্রহ করতে শহরে গেছিল। দু'জন লোকের সাথে সে বাড়ি ফেরার পথে আছে, কিন্তু ওর পিছনে কিছু লোক লেগেছে।'

'ওরা ধরতে পারলে ওদের কপালেই খারাবি আছে।'

'হ্যাঁ, মেয়েটা শ্যুট করতে পারে বটে! আর সবার থেকে ভালই পারে, কিন্তু ওর পিছনে অনেক লোক লেগেছে।' একটু চুপ থাকল মেকন। 'ওদের একজন হচ্ছে জেসি হ্যাটফিল্ড, ট্রাসের আউটল।'

হাতের তালু দিয়ে বাড়ি দিয়ে জগের কর্কটা ভাল কোরে আটকাল ট্রুলাভ। 'ওরা এখন কোথায়?'

'রাসেল ফর্ক থেকে একটা লোক খবর পাঠিয়েছে। তার ধারণা কথাটা আমাদের জানা উচিত।' থামল মেকন।

'কোভের দিকেই এগোবে মেয়েটা। মর্ট কোথায়?'

'মনে হয় সে রওনা হয়ে গেছে। যে লোকটা আমাকে খবর দিয়েছে, মর্টের সাথেই তার প্রথমে দেখা হয়েছে।'

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ট্রুলাভ। জগ আর খাবারের পোঁটলাটাও নিল। গুলি আর বারুদও আছে ওতে।

বিগ মোকাসিন ক্রীক পার হয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পুরানো বূন ট্রেইল ধরল ওরা। বূনের বড় ছেলে জেমসকে যেখানে ইণ্ডিয়ানরা হত্যা করেছিল সেটা ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। ওটা তেহাত্তরের ঘটনা।

সহজ বিরামহীন গতিতে দৌড়ে চলেছে ওরা।

'মর্ট আমাদের আগেই ওখানে পৌঁছে যাবে,' বলল মেকন।

'হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

একঘণ্টা ছুটে চলার পর গতি কমিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

'তুমি বলছিলে ভ্যালেরির সাথে আরও দু'জন সঙ্গী রয়েছে?' প্রশ্ন করল ট্রুলাভ।

'হ্যাঁ, একজন বিশাল কালো লোক, অন্যজন ইঅ্যাঙকি।'

'মধু থাকলে মৌমাছি আসবেই,' মন্তব্য করল ট্রুলাভ। 'যতদূর মনে পড়ে মেয়েটা খুব সুন্দরী, আর ওর ফিগারও ছিল ভাল।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছুটে চলেছে ওরা। মাঝে পানি খাওয়ার জন্যে একটু থামল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ছুটল। ছন্দময় সহজ গতি।

'ভোরের আগেই আমরা ওই এলাকায় পৌঁছে যাব। তারপর ওদের খুঁজে বের করতে হবে।'

মেকন লম্বা, মেদহীন দেহ। ট্রুলাভের মত সেও একজন ক্লিন্চ্ মাউন্টিন স্লোন। জঙ্গলে জিনসেঙ খুঁজে আর শিকার কোরে কঠিন পুরুষে পরিণত হয়েছে।

একজন স্লোন বিপদে পড়েছে, তাই ওরা পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে, কিংবা যারা ওর অসুবিধা ঘটিয়েছে তাদের কবর দিয়ে ফিরবে। দু'শো বছরেরও বেশি হবে ওদের পরিবারে এই রীতিই চলে আসছে। কেউ বিপদে পড়েছে খবর পেলেই সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'এখন কি করবে বলে ভাবছ?' ট্রুলাভ জিজ্ঞেস করল।

গতি কমিয়ে আবার হাঁটছে ওরা। জবাব দেয়ার আগে একটু ভেবে দেখল মেকন। 'ওয়ালেন ক্রীকের মাথায় পৌঁছে আমাদের ট্র্যাকের জন্যে সতর্ক নজর রাখতে হবে। ওরা সম্ভবত স্টোন মাউন্টিন বা পাওয়েলে আছে।'

'মর্টের জন্যেও আমাদের নজর রাখা দরকার।'

'সে-ই আমাদের বের করবে। মর্ট নিজে না চাইলে ওকে কারও খুঁজে বের করা অসম্ভব।'

ভোরের আলো ফোটার ঘণ্টাখানেক আগে ট্রেইল ছেড়ে জঙ্গলে

ঢুকল ওরা। একটা ছোট আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করল। আগুনের পাশে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিল, আরও কফি খেলো আর কান পেতে শুনল। স্তব্ধ সকালে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

সাবধানে আগুনটা নেভাল ট্রুলাভ, তারপর ধুলো চাপা দিয়ে ছাই ঢেকে দিল। দু'সেকেণ্ড নেভানো আগুনটার দিকে চেয়ে থেকে ট্রেইলের পথ ধরল।

'আজই, কি বলো?' বলল মেকন স্লোন।

মাথা ঝাঁকাল ট্রুলাভ।

এখন থেকে হেঁটে এগোবে ওরা। তাতে ভাল শোনা যাবে।

স্বরটা যখন সবাইকে স্থির থাকার নির্দেশ দিল তখন ভ্যালেরি অন্ধকার ছায়ায় আরও পিছিয়ে সরে গেল মেয়েটা। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে অপেক্ষায় থাকল।

জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ওরা, সাত বা আটজন হবে। প্রত্যেকেই কঠিন চেহারার লোক। জেসি হ্যাটফিল্ড, নেড আর কেলভিন ওখানে রয়েছে, কিন্তু বাকি লোকগুলোর একজনকে ছাড়া অন্য লোকগুলোকে ভ্যালেরি আগে কখনও দেখেনি। যাকে দেখেছে তার নাম হচ্ছে প্যাটন, লোকটা নাচেস ট্রাস আউটল দলের একজন। কোভেই ওকে দেখেছে ভ্যালেরি। লোকটা বিশাল আর অত্যন্ত নীচ।

আর্চির থেকে ডেভিডের দিকে চোখ ফেরাল জেসি।

'মেয়েটা কোথায়?' প্রশ্ন করল সে।

'কে?' বলল ডেভিড।

'ন্যাকামি কোরো না!' শক্ত হয়ে উঠল জেসির চেহারা। লোকটার ধৈর্য মোটেও নেই। এটা ওর একটা দুর্বলতা। রুনো এলাকায় ধৈর্য একান্ত প্রয়োজন।

'তুমি কে?' আবার বলল জেসি।

'ডেভিড প্রেসকট।'

'হেনরি চ্যানট্রি তোমার কে?'

'আমার মামা।'

জেসি হ্যাটফিল্ড গালি দিল। তিক্তভাবে, ধীরে, জোর দিয়ে গালি দিল। 'ও এর মধ্যে কিভাবে এল? এখানে সে কি করছে?' নেডের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল হ্যাটফিল্ড।

'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম,' কৈফিয়ত দিল নেড। 'বলেছিলাম ও-ও সাথে আছে। সম্ভবত চ্যানট্রিই ওকে পাঠিয়েছে।'

এবার আর্চির দিকে তাকাল জেসি। 'পলাতক ক্রীতদাস, না? ভাল, তোমাকে বিক্রি কোরে কিছু টাকা আসবে।'

'ও একজন স্বাধীন পুরুষ,' প্রতিবাদ করল ডেভিড। 'সব সময়েই সে স্বাধীন ছিল।'

হাসল জেসি। 'সেটা আমরা বদলে দেব। সে যদি ক্রীতদাস নাও হয়, এখন হবে। ওর জন্যে উপযুক্ত জায়গা আমার জানা আছে। ওরা তাকে বুঝিয়ে দেবে কে স্বাধীন।'

'ওর কি হবে?' ডেভিডকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল প্যাটন। 'ওকে আমাদের দরকার নেই।'

'ও হেনরি চ্যানট্রির ভাগনে,' প্রতিবাদ করল নেড। 'ওর কিছু ঘটলে আমাদের ঝামেলার অন্ত থাকবে না।'

'ও?' তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল প্যাটন। 'ওসব চ্যানট্রি-ফ্যানট্রিকে আমি কেয়ার করি না। আমি নিজেই ওর গলা কাটব।'

'চেষ্টা করতে পারো,' রোষের সাথে বলল ডেভিড।

ভ্যালেরি কি করবে বুঝতে পারছে না। সে যদি গুলি শুরু করে তাহলে হয়তো ওরা এখনই ওদের দু'জনকে মেরে ফেলবে। এমনিতেই পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক, যেকোন সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আর যা-ই হোক ডেভিড মোটেও ভয় পায়নি। আর্চি চুপচাপ তার পিস্তলটা আবার বেল্টে গুঁজে রেখেছে। ওদের কেউ নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেনি।

ভ্যালেরি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে গুলি করার চমৎকার

সুযোগ রয়েছে। মাত্র তিরিশ গজ দূরেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'ওরা যদি নড়ে,' জেসি নির্দেশ দিল, 'তাহলে সাদা লোকটাকে মেরে ফেলো। কালোটাকে বিক্রি কোরে টাকা পাওয়া যাবে।'

তারপর সে ইঙ্গিত করল। 'হ্যান্স? তুমি, হ্যারি আর জো, তোমরা চারপাশে একটু খোঁজ কোরে দেখো। মেয়েটাকে খুঁজে বের কোরে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

ভ্যালেরি কি করবে? জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সে সরে পড়তে পারে, কিংবা ওখানেই থাকতে পারে, তাহলে ওরা সবাই একসাথে থাকবে, অথবা···ওরা এগিয়ে আসছে। একজন সোজা তার দিকেই এগোচ্ছে। তবে লোকটা এখনও তাকে দেখতে পায়নি।

আগুনটাকে ওকে উস্কে দিয়ে আরও কাঠ চাপিয়েছে। তাই জায়গাটা বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। ভ্যালেরি নড়লে লোকটা তাকে নির্ঘাত দেখে ফেলবে। যদি না নড়ে, হয়তো···

গাছটা ঘুরে এগিয়ে এল লোকটা। 'আহ!' বলল সে। 'আমারই কপালটা ভাল।'

রাইফেলটা ভ্যালেরির হাতেই ছিল। এবং লোকটাও আশা করেনি একটা মেয়ের হাতে অস্ত্র থাকতে পারে। রহাইডের কাছে অনেক কিছুই শিখেছে মেয়েটা। লোকটা কাছে ঘেঁষে আসতেই রাইফেলের নল দিয়ে ভ্যালেরি প্রচণ্ড খোঁচা মারল ওর গলায়। ঠিক যেখানে থুতনির সাথে গলা মিশেছে সেইখানে।

ঠিক জায়গাতেই পড়েছে আঘাত। গলা বন্ধ হয়ে এল ওর, শ্বাস নিতে পারছে না। দু'হাতে রাইফেলটা ধরে বাঁট দিয়ে আঘাত করল লোকটার দুই চোখের মাঝখানে।

কাটা ষাঁড়ের মতই ভ্যালেরির পায়ের কাছে পড়ল লোকটা। অসাড়। ঝোপের ভিতর দিয়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটা।

অন্য দু'জনও এগিয়ে আসছে। একটু আগে ভ্যালেরি যেখানে ছিল

সেখানে পৌঁছল ওরা। হঠাৎ হ্যান্স নামের লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'জেসি! অবিশ্বাস্য কাণ্ড!'

জেসি এগিয়ে এল। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'ওটা জো! চেয়ে দেখো!'

থমকে দাঁড়াল জেসি। আবার গালি দিল সে। 'ওকে ক্যাম্পে নিয়ে এসো,' আদেশ দিল আউটল।

'কিসের আঘাত ওটা?' কেউ একজন প্রশ্ন করল। 'মুখটা দেখো! আর গলাটা!'

'এখনও বেঁচে আছে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল নেড। 'কিন্তু বিরাট কিছুর সাথে ওর সংঘর্ষ হয়েছে।'

আহত লোকটাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল জেসি। 'প্রেসকট? ওখানে কে আছে? এটা কে করেছে?'

ডেভিড কোন জবাব দেয়ার আগেই একটা ভয়ঙ্কর অপার্থিব আওয়াজ উঠল। ভৌতিক শব্দের স্বরটা চড়ায় উঠল, তারপর নামল, পরে আবার চড়ল। এমন আওয়াজ ওরা জীবনে কখনও শোনেনি। ভ্যালেরিও শোনেনি, কিন্তু সে জানে ওটা কি।

'কি ওটা?' ফুঁপিয়ে উঠল কেলভিন।

'একটা ভূত,' বলল ডেভিড। 'এই পাহাড়ের অশরীরী আত্মাকে তোমরা জাগিয়েছ। তোমাদের কপালে অনেক বিপদ আছে।'

'চুপ করো!' খেঁকিয়ে উঠল নেড। ভয়েভয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে সে।

'পাহাড়ের আত্মা,' বলল ডেভিড। 'ভ্যালেরি ওদের সম্পর্কে আমাকে বলেছে। ওরা স্ট্রেঞ্জার পছন্দ করে না।'

ভ্যালেরির বুকের ভিতরটা খুশিতে লাফিয়ে উঠল। ডেভিড ওকে এই প্রথম 'ভ্যালেরি' নামে ডেকেছে!

উনিশ

ভ্যালেরি যেখানে রয়েছে সেখান থেকে ওদের ক্যাম্পটা সে পুরোই দেখতে পাচ্ছে। আগুনটা এখন লকলকে শিখা তুলে জ্বলছে। লোকগুলো ভয়ে আগুনের কাছে ঘেঁষে বসেছে। কিন্তু আর্চি আর ডেভিডের ওপর ওরা নজর রেখেছে।

শব্দটা অনেক দূর থেকে এসেছিল—কতদূর সেটা আন্দাজ করা কঠিন, কারণ এমন রাতে পাহাড়ে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়।

'একটা বাঁশী!' বলল ডেভিড। 'মৃত্যু নেমে আসার আগে সতর্কবাণী।'

'হ্যাঁ, তোমার মরণ,' একজন মন্তব্য করল।

শব্দটা আগে কখনও শোনেনি ভ্যালেরি, কিন্তু এর গল্প শুনেছে। তবে এখন মাত্র একজনই আছে যে ওই শব্দটা করতে পারে। অনেক বছর আগে ক্লিন্চ্ মাউন্টিন স্লোনরা ইণ্ডিয়ান শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে ওই আওয়াজ ব্যবহার করত। অনেক ইণ্ডিয়ানই বিশ্বাস করত জঙ্গলের অশরীরী আত্মা ওদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছে। বর্তমানে ওই ডাক কেবল একজনই দিতে পারে—সে হচ্ছে মর্ট স্লোন।

লোকটা হচ্ছে 'লম্বা শিকারী' স্লোন। বর্তমান সমাজে মেশার চেয়ে সে বন-জঙ্গলের বুনো পরিবেশে বাস করতেই পছন্দ করে। 'লম্বা শিকারি' তাদেরকেই বলা হয়, যারা একা পাহাড়ে চলে গিয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে আসে—মাঝেমাঝে বছরও পার কোরে দেয়।

'ওকে শুয়ে থাকতে দাও,' জো সম্পর্কে বলল জেসি। 'লোকটা

আঘাত পেয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ওকে এমন আঘাত কে করল?'

'কে নয়, বলো কিসে আঘাত করল,' টিপ্পনি কাটল ডেভিড।

হঠাৎ খেপে উঠল জেসি। হাত তুলে ডেভিডকে একটা চড় মারল সে। 'তোমাকে চুপ করতে বলেছি আমি! চুপ কোরে থাকো!'

ডেভিড পাল্টা আঘাত করলে ওরা তাকে মেরে ফেলত। একটুও নড়ল না সে। কেবল হাসল। ডেভিডের প্রতি ভ্যালেরির শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। লোকটার ভিতরে মাল আছে।

'আমার মনে হয় এটা ওই মেয়েটারই কাজ,' বলল কেলভিন।

'একটা মেয়ে? ওই পুঁচকে মেয়ে? জোকে মারবে? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?'

'তুমি ওকে চেনো না।'

ডেভিডের দিকে তাকাল জেসি। 'কার্পেটব্যাগটা কোথায়? কোথায় সেই মেয়ে?' খুব খেপেছে হ্যাটফিল্ড, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সে যে কি করবে বুঝে পাচ্ছে না। খুনের নেশা চেপেছে ওর মাথায়, কিন্তু ডেভিড ছাড়া আর কারও কাছে কোন খবর সে পাবে না।

'ওই স্লোন মেয়েটা,' জেরা করতে শুরু করল জেসি। 'সে কি তোমাকে ভালবাসে?'

জবাবটা শোনার জন্যে কান পাতল ভ্যালেরি।

'মেয়েটা? অবশ্যই না। সে কখনও আমার সম্পর্কে ওভাবে ভাবেইনি।'

'কচু জানো তুমি!' ভাবল ভ্যালেরি।

'বনে-জঙ্গলে একসাথে যাত্রা করছ, অথচ ওই কথা বলছ?' অবজ্ঞা প্রকাশ করল প্যাটন। 'কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা?'

'আমি করব,' জবাব দিল আর্চি। 'মেয়েটা একজন লেডি!'

একজন আগুনে আরও কাঠ চাপিয়ে কফি চড়াল। তারপর জেসির নির্দেশে দু'জন লোক এগিয়ে ওদের নিরস্ত্র কোরে একটা গুঁড়ির কাছে

নিয়ে বসাল।

একটা বড় গাছের শিকড়ের ফাঁকে কার্পেটব্যাগটা রেখে পাতা দিয়ে ঢেকে দিল ভ্যালেরি। লম্বা ব্যারেলের ডুন পিস্তলটা ব্যাগের ভিতরেই রইল। রাইফেল আর ছোট নলের পিস্তলটা সে সাথে রাখল। গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে কান পেতে শুনছে আর নজর রাখছে মেয়েটা। ওদের দু'জনের যদি কোন ক্ষতি করে আউটলর দল, তবে ভ্যালেরি গুলি ছুঁড়বে—তাতে তার যা ঘটে ঘটুক।

'দিনের আলো ফুটলে মেয়েটার ট্র্যাক দেখে ওকে আমরা খুঁজে বের করব,' জানাল জেসি। 'মেয়েটার পক্ষে বেশিদূর সরে যাওয়া সম্ভব হবে না। আর সে হয়তো সরে যাওয়ার চেষ্টাও করবে না—যে যা-ই বলুক, আমার মনে হয় এই প্রেসকট লোকটার প্রতি মেয়েটার টান আছে।'

'প্রেসকট সম্পর্কেও তোমার ভাবা দরকার,' হঠাৎ বলে উঠল কেলভিন। 'ওর যদি কিছু হয় তবে বুড়ো চ্যানট্রি কাউকে ছাড়বে না। একে একে সবাইকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই,' আর একজন বলল, 'চিৎকারটা কিসের?'

'সম্ভবত চিতাবাঘ। শুনেছি ওদের স্বরটা নাকি একটু অদ্ভুত, অনেকটা মেয়েদের স্বরের মত।'

'অমন আওয়াজ আমি কোন মেয়ের গলা থেকে শুনিনি,' মন্তব্য করল প্যাটন।

'আমি শুনেছি অনেক বছর আগে লিউ ওয়েটজেল নামে একটা লোক ছিল—ইণ্ডিয়ান হান্টার, ও এইরকম চিৎকার করতে পারত। ভূতের মতই সে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, ছুটতেও পারত নেকড়ের মত।'

'ওটা বহু বছর আগের কথা,' প্রতিবাদ করল একজন।

কফির সাথে কিছু শক্ত বিস্কিট আর মাংস চিবাচ্ছে ওরা। ভ্যালেরির খিদে পেয়েছে, অশালীনভাবে ওর পেট ডাকছে। ওদের ক্যাম্পের ওপর নজর রাখা যায় এমন একটা জায়গায় বসল সে। রাইফেলটা ওর হাতে কাছেই রয়েছে। নিশানাটার ওপর একটু রক্ত লেগে রয়েছে, ওটা মুছে

ফেলল মেয়েটা।

ওদের কয়েকজন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু প্যাটন ঘুমাতে গেল না।

' ওকে মারার সময় এলে তুমি আমাকে জানিও,' জেসির উদ্দেশে বলল সে। 'ওকে আমি চাই।' ডেভিডকে আঙুল দিয়ে দেখাল লোকটা।

'তোমাকে কে সাহায্য করবে?' প্রশ্ন করল ডেভিড। 'একা আমাকে মারার মুরোদ তোমার নেই।'

হাসল প্যাটন। কয়েকটা ভাঙা দাঁত দেখা গেল। 'সেটা সময় আসলেই দেখা যাবে।' ছুরিটা বের করল সে। 'এটা দিয়ে গলাটা এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত ফেড়ে দেব।'

কয়েকজন ঘুমিয়ে পড়ায় ওদের কথাবার্তার আওয়াজ মৃদু হয়ে এল। এখন আর ওদের কথা ভ্যালেরি শুনতে পাচ্ছে না। জেসি হ্যাটফিল্ড একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসেছে, ডেভিডের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিন্তু ওর কান দুটো খোলাই আছে, শব্দ শুনতে পাবে, তাই ভ্যালেরি একটুও নড়ছে না।

ক্লান্ত দেহে ওখানে বসে ক্যাম্পের ওপর নজর রেখে ভাবছে কোন উপায়ে ডেভিড আর আর্চিকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করা যায়। কোন পথে এগোলে ওদের জীবনের ওপর ঝুঁকি আসবে না। সে এতই ক্লান্ত যে হাত ওঠাবার শক্তিও যেন নেই। দিনের আলো ফুটলেই ওরা জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে ওকে খুঁজবে—সবাইকে ফাঁকি দিতে সে পারবে না। দিনের আলোয় শুরু হবে হত্যাযজ্ঞ।

ওই চিৎকারটা যদি মর্টের হয়? কিন্তু সে ওর কথা কিভাবে জানবে? হয়তো ওটা একটা প্যান্থারই ছিল। কিংবা মর্টই কোথাও যাওয়ার জন্যে রওনা হয়েছে। এটা যে ক্লিন্চ্ মাউন্টিন স্নোনদের এলাকা তাতে সন্দেহ নেই।

সবথেকে দুঃখের কথা হচ্ছে ভ্যালেরির যদি কিছু হয় তবে ওই টাকাটা কোনদিনই তাদের পরিবারে পৌঁছবে না। কেবল ঈশ্বরই জানে

টাকাটা ওদের কত দরকার।

কিন্তু তার পক্ষে কী করা সম্ভব?

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকজন তার পিছনে লাগবে। জঙ্গলের ভিতরেও সে পালাতে পারছে না, ভয় পাচ্ছে তাহলে হয়তো ওরা ডেভিড আর আর্চিকে মেরে ফেলবে।

হয়তো সে যদি হঠাৎ গুলি ছুঁড়তে শুরু করে তাহলে ওরা ছুটে পালাবার একটা সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু গুলি না খেয়ে ওদের জঙ্গলে পালাতে পারার সম্ভাবনা কতটুকু? খুবই কম।

ভ্যালেরি জানে না সে এখনও ভার্জিনিয়াতেই আছে, নাকি সীমান্ত পার হয়ে টেনেসিতে পৌঁছেছে। কার্পেটব্যাগ হাতে হাঁটা ধরলে সে ঠিকই বাড়ি পৌঁছতে পারবে, কিন্তু ডেভিড আর আর্চিকে বিপদের মুখে ফেলে কিছুতেই সে পালাতে পারবে না।

পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। এবার ওকে লড়ার জন্যে তৈরি হতে হবে। ভ্যালেরি একটা মেয়ে হলেও ওর নিশানা অব্যর্থ। হয়তো সে একজনকে মেরে ওরা তাকে ধরে ফেলার আগেই আবার রাইফেল লোড করতে পারবে। অবশ্য ওরা ছুটে ধরতে এলে পিস্তল দিয়েও একজনকে সে ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু তারপরে কি ঘটবে এটা সে ভাল কোরেই বুঝতে পারছে। ওরা যে ধরনের মানুষ তাতে পরে কি ঘটবে আঁচ করা কঠিন নয়।

সে ভয় পাচ্ছে ডেভিড আর আর্চির জন্যে, এবং নিজের জন্যেও।

কেলভিন উঠে আগুনের ধারে গেল। কেতলিটা তুলে কাপে কফি ঢালতে শুরু করল। জেসি, নেড এবং আরও তিনজনকে দেখতে পাচ্ছে ভ্যালেরি। ওদের একজন হচ্ছে যাকে সে আহত করেছে। হঠাৎ ভ্যালেরির ভিতরটা পর্যন্ত নাড়া খেলো।

বাকি লোকগুলো কোথায়?

সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? ওরা তার অগোচরে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছে? তাকেই ধরতে আসছে?

ঝোপের ভিতর কিছু নড়ে উঠল। ঝট কোরে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেরি। কিন্তু ওরা এসে পড়ল। দু'জন। একজন লম্বা চিকন লোক, মুখে অল্প একটু দাড়ি। অন্যজন অপেক্ষাকৃত কমবয়সী—দাঁত বের কোরে হাসছে। রাইফেল তোলার সময় নেই। জামার কাটা পকেটে হাত ঢুকাল ভ্যালেরি।

'আগে কে?' বলল সে।

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল দাড়িওয়ালা লোকটা। দেরি না কোরে আরকেনসও টুথপিকের পুরো সাত ইঞ্চি ফলা লোকটার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিল ভ্যালেরি।

মুখ দিয়ে কিছুটা বাতাস ছাড়ল সে। চেহারাটা ফেকাসে হয়ে গেল। ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দ্বিতীয় লোকটার উদ্দেশে হাত ঘুরাল মেয়েটা। লাফিয়ে পিছনে সরে গিয়ে একটা ভাঙা গাছের ডাল তুলে ভ্যালেরির মাথা লক্ষ্য কোরে বাড়ি মারল সে। মিস হলো, এগিয়ে আসছে তরুণ লোকটা। এই সময়ে একটা চিৎকার আর গুলির শব্দ শোনা গেল।

'মারো! ড্যামইট! খুন করে ফেলো!'

গুলি ফুটছে, কিন্তু লোকটা লাঠি হাতে ভ্যালেরির দিকে এগিয়েই আসছে। কেউ ছুটে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দেখার জন্যে লোকটা মুখ ঘোরাল, ডেভিডের প্রচণ্ড ঘুসিটা পড়ল ওর চোয়ালে। লোকটা পড়ে গেল। ভ্যালেরির একটা হাত ধরল ডেভিড।

'চলো! জলদি!' বলল সে। মাটি থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ওর সাথে ছুটল ভ্যালেরি।

গভীর জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল ওরা। পিছন থেকে গুলির শব্দ হচ্ছে। একটা গুলি ওদের পাশেই গাছে লেগে ওদের চোখে-মুখে বাকলের টুকরা ছিটাল।

ওরা ছুটল। একবার পড়ল, আবার উঠে ছুটল। চারপাশে ঘ জঙ্গল। প্রায় সবই বিশাল লম্বা ইয়েলো পপলার। থামল ওরা। হাঁপাচ্ছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' প্রশ্ন করল ডেভিড।

'হ্যাঁ। তুমি?'

'মনে হচ্ছে ঠিকই আছি,' বলল সে। 'আর্চির কি হলো?'

প্রশ্নটা ঠিক ভ্যালেরিকে করেনি, নিজেকেই করেছে। হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। কিন্তু ওরা রেহাই পেয়ে গেছে ভাবাটা ভুল হবে। ভ্যালেরির রাইফেলটা ওর হাতেই আছে। সে চেয়ে দেখল ডেভিডের হাতেও রয়েছে একটা রাইফেল। নিশ্চয় ভ্যালেরির আক্রমণকারী দু'জনের কারও হবে ওটা।

'ওই অন্য লোকটা,' ফিসফিস কোরে বলল ডেভিড, 'ওর কি হলো?'

'ও নিশ্চয় কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়েছে,' বলল মেয়েটা। 'এখনও ভাল কোরে আলো ফোটেনি।'

'আর্চির জন্যে আমাকে ফিরে যেতেই হবে,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ডেভিড।

'তুমি ওর জন্যে চিন্তা কোরো না। জঙ্গলের লড়াইয়ে সে তোমার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। হয়তো ফস্কে বেরিয়ে গেছে।'

অস্থির বোধ করলেও স্থির হয়ে দাঁড়াল ডেভিড। 'আমরা একটা সুযোগ বুঝে দৌড়ে ছুটে পালিয়েছি।'

'তোমরা ঠিকই করেছ।'

লোকগুলো অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের পিছু নেবে। ভ্যালেরির দিকে তাকাল ডেভিড। বিশাল একটা সিকামোর গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে মেয়েটা। প্রায় গুঁড়ির সমানই মোটা একটা ডালের ওপর রাইফেলটা রেখে গুলি করার টার্গেট খুঁজছে। গাছ আর ঝোপগুলোর ওপর কড়া নজর রেখেছে।

ওদের কপাল নিতান্তই ভাল। নিঃসন্দেহে মুহূর্তের জন্যে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল ভ্যালেরির, সেই ফাঁকে লোকগুলো ওকে আক্রমণ করেছিল।

'ওদের কিছু লোকজনকে শেষ কোরে আমাদের জেতার সম্ভাবনা

বাড়াতে হবে,' ভ্যালেরি মন্তব্য করল।

'আমি কখনও মানুষ মারিনি,' বলল ডেভিড।

'আমিও না, কিন্তু এই লোকগুলো আমাদের আর অন্য উপায় রাখেনি।' একটু চুপ করল ভ্যালেরি। 'ওই টাকাটা হয়তো তোমার কাছে কিছুই না, কিন্তু আমাদের মত পাহাড়ী লোকজনের কাছে ওটা অনেক। ওই টাকা পেলে আমাদের পুরো জীবনধারাই বদলে যাবে। টাকাটার মালিক আমি, এবং আমি ওটা কিছুতেই ছাড়ব না।'

জঙ্গলের ভিতর কিছু একটা নড়ে উঠল। রাইফেল বাগিয়ে তৈরি হলো ভ্যালেরি। ডেভিড একটু দূরে সরে তৈরি থাকল।

কিছুই নড়ছে না ; তারপর নড়ল। যা দেখল সেটা চিনতে ভ্যালেরির এক মুহূর্ত সময় লাগল। ওটা একটা হাঁটু।

লোকটা একটা গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে আছে, কেবল ওর হাঁটুটা দেখা যাচ্ছে। মাংসের জন্যে অনেক হাঁসই মেরেছে ভ্যালেরি। তার টার্গেট ষাট গজের বেশি দূরে নয়। রাইফেলটা তাক কোরে ট্রিগার টিপে দিল সে। রাইফেলটা ওর হাতে লাফিয়ে উঠল। ঝোপের পাতায় কেবল একটা লাল ছোপ দেখা যাচ্ছে।

'কাউকে লেগেছে?' ফিসফিস কোরে জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

ভ্যালেরি রাইফেল লোড করতে ব্যস্ত। 'না লাগাতে পারলে আমি গুলি ছুঁড়ি না,' বলল মেয়েটা। 'মিস করা আমি পছন্দ করি না।'

ডেভিড অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভ্যালেরির দিকে। রহাইড ওকে যে ব্যাপারে সাবধান করেছিল সেটাই কোরে বসেছে সে। তাই সে তাড়াতাড়ি আবার বলল, 'একটা হাঁটু দেখা যাচ্ছিল ওখানে, আমি গুলি করেছি। লোকটাকে ওদের বয়ে নিতে হবে।'

'আর্চির কি হলো সেটা জানতে ইচ্ছা করছে আমার,' বলল ডেভিড।

'আমারও। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাদের ঘিরে ফেলার আগেই এখান থেকে আমাদের সরে পড়া দরকার।' উঠে দাঁড়াল সে।

'চলো।'

ওখান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একটা পশুর ট্রেইল ধরে কিছুটা নিচে নামল। সাবধানে এগোচ্ছে। যতটা সম্ভব দক্ষিণে আর দক্ষিণ-পশ্চিমেই এগোচ্ছে।

'আমরা বেঁচে থাকলেই আর্চিকে সব থেকে বেশি সাহায্য করতে পারব,' বলল ভ্যালেরি। অবশ্য সে আগেই মারা গেলে অন্য কথা। কিন্তু ওরা ওকে বিক্রি করার জন্যে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। ওকে রক্ষা করার জন্যে আমি পাহাড় থেকে সব স্নোনকে ডেকে আনব।'

'স্নোন কতজন আছে?'

'কেউ ঠিক হিসাব দিতে পারবে না, তবে একটা স্নোনই বাকি সবার জন্যে যথেষ্ট।'

নিচের ক্রীক বেড ধরে কিছুটা হাঁটল ওরা। ওটা মাত্র তিন ইঞ্চি গভীর। ক্রীক পার হয়ে ওরা পাতলা লম্বা গাছের জঙ্গলে ঢুকল। যেখান থেকে পিছনে কি ঘটছে দেখা যায়, তেমন একটা জায়গায় এসে বিশ্রামের জন্যে থামল ওরা।

কয়েক মাইল পথ চলেছে ওরা। ওদের কেউই আরও এগিয়ে যাবার পক্ষপাতী নয়। ওদের খিদেও পেয়েছে।

'তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও,' বলল ডেভিড। 'আমি নজর রাখব।'

অল্পক্ষণই ভ্যালেরির চোখ বুজে এল। ঘুমিয়ে পড়ল সে। অনেক বুনো স্বপ্ন দেখল। তারপর ডেভিডের ঝাঁকিতে ওর ঘুম ভাঙল।

'এবার তোমাকেই পাহারায় থাকতে হবে,' বলল সে। 'আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছি না।'

উঠে বসল ভ্যালেরি। এখনও অন্ধকার পুরো কাটেনি। আবার সেই চিৎকারটা শুনতে পেল সে। শব্দটা উঠে আবার নামল। ডেভিড উঠে বসল।

'ওই চিৎকারটা আবারও শোনা যাচ্ছে,' বলল সে। 'ওটা কি? কি হতে পারে?'

'ঘুমাও,' বলল ভ্যালেরি, 'সবই ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও।' প্রবোধ দিল সে। সে জানে শব্দটা কোথা থেকে আসছে।

ভ্যালেরির খিদে পেয়েছে, কিন্তু খিদের কথা ভাবছে না সে। ওই চিৎকারের কথাটাই ভাবছে। এবার ওটা আরও কাছে শোনা গেল। ওটা শিকারির হাঁক। কিন্তু কি বা কাকে শিকার করছে ও, তা জানে না ভ্যালেরি।

'তুমি ঘুমাও,' বলল সে। 'আমি পাহারায় আছি।'

কিন্তু ওর চোখও ঘুমে ভারি হয়ে আসছে। চোখ খুলে রাখাই কঠিন।

বিশ

গোড়ালির ওপর বসে আছে প্যাটন, হাতে রাইফেল। এলাকাটা ভাল করে পরীক্ষা করছে। অনেকদিন হলো এই এলাকায় শিকার করেনি সে। দক্ষিণ দিকে দেখছে। এটা ক্লিনচের নর্থ ফর্ক, চিনল সে। ওটার ওপাশে ঢালু বেসিন।

জেসি হ্যাটফিল্ড ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সেও দেখছে। আশা করছে কোথাও হয়তো ধোঁয়া দেখা যাবে। কিন্তু সে জানে আশা করাটা বৃথা। ওরা এত বোকার মত কাজ করবে না।

'মেয়েটাকে আমরা তুচ্ছ ভেবেছিলাম,' বলল প্যাটন। 'কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সহজ মেয়ে সে নয়। তাই এখন থেকে আমাদের সাবধানে, বুঝেশুনে এগোতে হবে। ধীরে কাজ সারতে হবে।'

'কালো লোকটা মরুক এটা আমি চাই না। ও অন্তত এক হাজার

ডলারের মাল,' বলল জেসি।

'মেয়েটা সাথে কত টাকা নিচ্ছে?'

জেসি হ্যাটফিল্ড জানে, কিন্তু জানাতে চায় না সে। কেলভিন জানে, নেড কলিনসও জানে। অতিরিক্ত দু'জন।

'যা নিচ্ছে সেটা আমাদের চেষ্টা সার্থক করার জন্যে যথেষ্ট,' বলল জেসি।

'আমার মনে হয় মেয়েটা টাকাগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে,' মন্তব্য করল কেলভিন।

বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল জেসি। 'তা করতে যাবে কেন? মেয়েটা বাড়ি ফিরছে।'

'জঙ্গলের ভিতর মেয়েটাকে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ওর হাতে কোন কার্পেটব্যাগ দেখতে পাইনি। ওর হাতে কেবল একটা রাইফেল ছিল।'

'মেয়েলোক রাইফেল দিয়ে কি করবে?' প্রশ্ন করল কেলভিন।

'মেয়েটা পাহাড়ী মেয়ে,' জবাব দিল প্যাটন। 'রাইফেল হাতেই ওরা বড় হয়। হয়তো ভাল গুলিও ছোঁড়ে।'

'কেউ অন্তত পারে,' বলল কেলভিন। 'বেকারের হাঁটু চুর হয়ে গেছে। ওর অবস্থা খুব খারাপ। ওকে ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার।'

'তুমি নিও,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জেসি। 'আমি মেয়েটাকে চাই, আর তার টাকা।'

'তোমার তিনজন লোক জখম হয়ে পড়ে আছে,' বলল কেলভিন। 'আমার ধারণা সব ওই মেয়েটারই কাজ। একজন ছুরি খেয়েছে, একজনের মুখ থেঁতলে গেছে, আর বেকারের হাঁটু ছাতু হয়েছে। আমি ভাবছি—'

রাগের সাথে ঘুরল হ্যাটফিল্ড। 'চুপ করো! আমি জানি তুমি হুইটনির লোক। কিন্তু ফের অমন কথা বললে তোমাকে খেদিয়ে দেব আমি! বুঝেছ?'

'ওই লোকগুলোকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না,' বলল কেলভিন। 'যদি আদৌ তোমার তেমন ইচ্ছা থাকে।'

মুহূর্তের জন্যে একটা ভারি স্তব্ধতা নেমে এল। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল কেলভিন। কিন্তু জেসি ওকে উপেক্ষা করল।

'তুমি তো আমাদের মধ্যে সবথেকে ভাল ট্র্যাকার,' প্যাটনকে বলল সে। 'তুমি ওদের খুঁজে বের করতে পারবে?'

'মেয়েটা যতক্ষণ প্রেসকটের সাথে থাকবে আমাদের সম্ভাবনা আছে। ওর বুটের ভারি ছাপ মাটিতে থাকবে, তাছাড়া জঙ্গলে চলাফেরায় সে অভ্যস্ত নয়। মেয়েটার চলাফেরা সহজ আর হালকা, কোথায় পা ফেলেছে সেদিকে সতর্ক নজর রাখে সে।'

এতক্ষণ নেড চুপ করে ছিল। 'ধরো কেলভিনের কথাই যদি ঠিক হয়, মেয়েটা টাকা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, তাহলে মিছেই আমরা ওর পিছনে ঘুরব।'

'আমি ওকে চাই, ওর কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার।'

'তাতে কার কি লাভ হবে?' আপত্তি জানাল নেড। 'আমি টাকাটা চাই।'

'আমরা সবাই তাই চাই,' জবাব দিল হ্যাটফিল্ড। 'তুমি যখন মেয়েটাকে ব্যাগ ছাড়া দেখেছ তখন সে কোথায় ছিল?' কেলভিনকে প্রশ্ন করল সে।

'বেকার গুলি খাওয়ার একটু আগে। ওকে আমি পরিষ্কার দেখেছি, কিন্তু রাইফেল তোলার আগেই সে সরে পড়ল। ওর কাছে কার্পেটব্যাগটা ছিল না।'

'তাহলে সে ওটা লুকিয়েছে,' বলল প্যাটন। 'আমরা ওকে ব্যাকট্র্যাক কোরে ব্যাগের কাছে পৌঁছতে পারব।'

ব্যাপারটা জেসির ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু সে চুপ কোরেই রইল। মেয়েটাকে সে হাতের মুঠোয় চায়, এবং টাকাটাও তার চাই। সবটা সে একাই ভোগ করতে চায়। কিন্তু মেয়েটা যদি ব্যাগ লুকিয়ে

থাকে…

যাক, সে নিজেও ট্র্যাক করায় প্যাটনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ট্রাসের ধারে এতগুলো বছর কাটিয়ে সেও অনেক কিছুই শিখেছে। সে যা পাবে সেটা আর কারও সাথে ভাগ কোরে নেয়ার কোন ইচ্ছা তার নেই। হুইটনির সাথেও না।

'কেলভিন,' বলল জেসি, 'ওই আহত লোকগুলোর সেবা দরকার। তুমি ক্যাম্পে থাকো, দেখো ওদের জন্যে কি করতে পারো। একটা ডাল কেটে বেকারের হাঁটু ভাল কোরে বেঁধে দাও। ওকে আমরা নদীতে ভাসিয়ে শহরে নিয়ে যেতে পারব।'

'আমরা এরমধ্যে কিছু খোঁজাখুঁজি কোরে দেখছি, ওরা নিশ্চয় বেশি দূরে যেতে পারেনি।'

কেলভিনের চোখে চোখ রাখছে না নেড। কেলভিনের এটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু জেসি হ্যাটফিল্ডকে চটাবার সাহসও ওর নেই। এমনিতেই অনেক বলে ফেলেছে সে। জঙ্গলে থাকতে তার একটুও ভাল লাগছে না, আর জখম মানুষের সেবাযত্ন করার কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। তার ধারণা কেউ স্বীকার না করলেও জখম লোকগুলোর কারও অবস্থাই ভাল নয়। এটাও তার মনে হচ্ছে জেসি আহত লোকদের ফেলে যাওয়ারই মতলব করেছে—হয়তো তাকেও ফেলে যাবে। কার্পেটব্যাগটা সম্পর্কে তার নীরব থাকাই উচিত ছিল। তাহলে সে নিজেই ওটা খুঁজতে পারত।

'আমি কিছুটা খুঁজে দেখেছি,' জানাল প্যাটন, 'আমার মনে হয় আমি জানি ওরা কোথায় আছে। চলো, ওদের ধরে আনি।'

ওরা চলে গেলে কেলভিন আগুনে আরও কফি বসিয়ে নিজের ব্যাগ হাতাল কিছু ঠাণ্ডা বিস্কিটের আশায়।

বেকার ওর দিকে তাকাল। 'তুমি আমার হাঁটুর যত্ন নেবে?'

'চেষ্টা করব। এসব আমার তেমন আসে না।'

'তুমি একটা ডাল কেটে আমার হাঁটুর সাথে বেঁধে দাও। তারপর

আমাকে নদীর ধারে নিয়ে গেলে আমরা ভেলায় ভেসে শহরে পৌঁছতে পারব। হাঁটা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

অগত্যা কাজে নামল কেলভিন। হাঁটুর কাছে প্যান্টটা কেটে ফাঁক বড় কোরে পুরানো ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলল। জখমটার চেহারা দেখে ওর পেট গুলিয়ে উঠল। মুখ বিকৃত কোরে ওআক তুলল সে। গালি দিয়ে উঠল বেকার।

'চুপ করো! ড্যাম ইউ! তুমি তো কেবল দেখছ, আর কষ্টটা আমাকেই সব সহ্য করতে হচ্ছে।'

বেকারের ব্যাগ থেকে একটা বাড়তি শার্ট বের কোরে হাঁটুর দু'পাশে দুটো ডাল দিয়ে শক্ত কোরে বেঁধে দিল কেলভিন। ব্যথায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে বেকার, কিন্তু সেটা কেবল ওর চোখে প্রকাশ পাচ্ছে।

'তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো, কেলভিন, আমার আত্মীয়-স্বজন তোমার যোগ্য প্রতিদান দেবে। আমাকে কেবল নদীর ধারে নিয়ে যাও।'

বেকারের কাপে ওকে কফি দিয়ে হ্যারির কাছে গেল কেলভিন। লোকটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। ছুরির আঘাতটা ওর বেল্টের পাশ দিয়ে ঢুকে সোজা উপরে উঠেছে। হ্যারি তাকিয়ে আছে, জখমটা পরীক্ষা করল কেলভিন। এসব ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতাই ওর নেই। ক্ষতটা লালচে হয়ে ফুলে উঠেছে বটে, কিন্তু এখন আর তেমন রক্ত বেরোচ্ছে না। প্রথমে অনেক রক্ত পড়েছিল।

'এত ছোট্ট একটা মেয়ে,' বিড়বিড় করল হ্যারি, 'আমি ভাবতেই পারিনি…' ওর কথা মিলিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করল সে।

চিত হয়ে শুয়ে আছে জো। দুটো চোখই কালো হয়ে ফুলে বুজে গেছে। ভুরু যেখানে ছিল সেখানটা টোপলা হয়ে ফুলে আছে। নাকটাও ভেঙেছে। মেয়েটা বা আর কেউ ওকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরেছে। কাহিল অবস্থা ওর। কেলভিনের এখানে কিছুই করার নেই। আগুনের ধার থেকে ওর জন্যে কফি এনে দিল সে।

ওকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। এখানে থাকলে হ্যাটফিল্ড ওকে নির্ঘাত হত্যা করবে। এই আহত লোকগুলোর ব্যাপারে জেসির কোন মাথাব্যথা নেই। ওরা চোর আর গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। কাজের জন্যে ওদের ভাড়া করা হয়েছে। এই ধরনের কাজে এসব ঝুঁকি থাকেই।

কিন্তু সে যদি কার্পেটব্যাগটা খুঁজে বের করতে পারে? তাহলে এদের সবাইকে ফেলে সে সরে পড়তে পারবে। ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাবে…

কিন্তু না। তাহলে হুইটনি তার কাছে ব্যাখ্যা চাইবে। হয়তো পিটসবার্গ বা নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্ক? হ্যাঁ, পকেটে টাকা থাকলে ওখানেও যাওয়া যেতে পারে।

চোখ বুজে সে ভাবার চেষ্টা করল। মাঝেমাঝে এক ঝলকের জন্যে মেয়েটাকে দেখেছে। জোকে মারার সময়ে মেয়েটার কাছে ব্যাগটা ছিল। সুতরাং ওটা কাছাকাছিই কোথাও লুকানো হয়েছে।

চিন্তা করছে হ্যারি যখন মেয়েটাকে ধরতে গেছিল তখন মেয়েটা কোথায় ছিল। ফাইট যেখানে হয়েছে তারই একশো গজের মধ্যেই নিশ্চয় ছিল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে সে ভাবছে, কার্পেটব্যাগটা কোথায় লুকানো সম্ভব? ওখানে অনেক জায়গাই সে দেখেছে। গাছের ভিতরে খুব বেশি ঝোপ নেই। অবশ্য কিছু গাছের গুঁড়ি, ডাল ইত্যাদি পড়ে আছে। গাছের তলায় কিছু জায়গা একেবারে খালি, ওগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে। এলাকাটা তেমন বড় নয়, সুতরাং তার ওটা খুঁজে বের করতে পারা উচিত।

উঠে দাঁড়াল সে। বেকার ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল হ্যারি সজাগ আছে। ওকে সরে যেতে দেখে হ্যারি বলল, 'তুমি কি ফিরবে?'

'আমার মালপত্র ওখানে রয়েছে,' আঙুল তুলে নির্দেশ করল কেলভিন। 'আমি কেবল একটু ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছি।'

হ্যারি চোখ বুজল। ওদের দৃষ্টির আড়ালে সরে এল সে। গত দু'সপ্তাহে সে অনেক বদলেছে। আগে ভাবত জখম, মৃত্যু এসব অন্যদের জীবনে ঘটে, তার কোন ক্ষতি হতে পারে এটা কখনও চিন্তাই করেনি। কিন্তু এখন সে বুঝেছে তারও এমন ঘটতে পারে। এটাও বুঝছে জেসি হ্যাটফিল্ডের ওই টাকাটা আর কারও সাথে শেয়ার করার মতলব নেই। কেউ ওর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালে সে খুন হয়ে যাবে। তাই টাকাটা নিয়ে সে-ই সরে পড়বে।

অবশ্য টাকাটা নেড কলিনসের সাথে ভাগ কোরে নিতে ওর আপত্তি নেই, কিন্তু জেসির সাথে নয়।

বব হুইটনির কাছে কেলভিন ভেবেচিন্তে কাজ করা শিখেছে। ক্যাম্পের বাইরে কেবল সম্ভাব্য জায়গাগুলো ছাড়া বাকিগুলো নাকচ কোরে দিল। টাকা মেয়েটা এমন জায়গায় লুকিয়েছে যেটা ওর নাগালের মধ্যেই ছিল, অথচ ক্যাম্প থেকে আড়ালে।

ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করল কেলভিন। ট্র্যাক সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, তবু তার সঙ্গীরা যারা ভ্যালেরিকে খুঁজতে গেছে, তাদের চিহ্ন মাটিতে সুস্পষ্ট। অসাবধান হওয়ার সময় এটা নয়। একটু একটু কোরে কাজ এগোচ্ছে। ওরা যদি ফিরে আসে সে বলতে পারবে জায়গাটা খুঁজে দেখছিল। কিন্তু সে আশা করছে ওরা ফেরার অনেক আগেই টাকা নিয়ে সরে পড়তে পারবে।

বনের ভিতর একটা পরিষ্কার জায়গায় সুন্দর রোদ পড়েছে। কতগুলো ঝোপে চমৎকার বুনো পিঙ্ক গোলাপ ফুটে রয়েছে। কিন্তু কোথাও মাড়ানো হয়নি বা কোন ডালও ভাঙেনি—ওর ভিতর দিয়ে কোন ট্রেইলও নেই। রোদ পড়ে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওই ফুলের শোভা। এক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওদিকে চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বাস্তবে ফিরে এল সে।

এখানে কি করছে সে? কেন এসেছে? তাকে হুইটনি পাঠিয়েছে বলেই এসেছে। কিন্তু তার সারাটা জীবন কি হুইটনির ফাই-ফরমাশ

খেটেই কাটবে? নিজের পথ সে কবে বেছে নেবে? ওই টাকাটা হাতে পেলে তার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে। হুইটনিকে ছেড়ে সে নিজের পথ ধরবে। হয়তো নিজেই ল পড়বে।

কতগুলো বিশাল গাছের মাঝে এসে দাঁড়াল। কী স্তব্ধতা! কী সুন্দর এই জায়গা! কোনদিন সৌন্দর্য নিয়ে আগে ভাবেনি সে। একটু লাজুক আর প্রতারক ছিল চিরকালই। কেবল হুইটনির আদেশ পালন কোরেই তার সময় কেটেছে।

ভ্যালেরি স্লোনের কথা ওর মনে পড়ল। মেয়েটা কত ঠাণ্ডাভাবে তার অশালীন প্রস্তাব মার্জিত ব্যবহারের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিল। জীবনে এই প্রথম সে মনেমনে লজ্জা পেল। মেয়েটা যেন কেমন একটা নীরব সম্মান নিয়ে চলে, ওর উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করেছে কেলভিন। তারপর হেনরি চ্যানট্রি এল, এবং হুইটনির জন্যে লজ্জা বোধ করেছে সে। লোকটা হুইটনিকে এমন ভাবে ছোট আর হেয় প্রমাণ কোরে গেল যে ওকে আর কখনও সে সম্মান করতে পারবে না। চ্যানট্রি ববের সাথে ভদ্র ব্যবহার কোরেও তাকে সাইজ কোরে নিজের জায়গায় বসিয়ে গেছে।

চিন্তা করায় অস্বস্তি বোধ করছে কেলভিন। এতে অভ্যস্ত নয় সে। নীতিবোধ ওর মনে কখনও দাগ কাটতে পারেনি। কেন সে এসব ভাবছে? এই চিন্তা শুরু হওয়ার পিছনে কারণ কি ওই মেয়েটা, নাকি হেনরি চ্যানট্রি? কিংবা ওই আহত মানুষগুলো? মানুষের জীবন যে কত সহজে শেষ হয়ে যেতে পারে, আর মানুষ যে কত অসহায় এটা ওদের দেখেই সে পুরোপুরি উপলব্ধি করেছে।

ভাবতে ভাবতে একটা বিশাল গাছের সামনে এসে পৌঁছল কেলভিন। ওটা উপড়ে পড়তে গিয়েও পাশের গাছের ডালে আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা শিকড় উপড়ে মাটি ছেড়ে উঠে এসেছে। খুব অনিশ্চিতভাবে হেলান দিয়ে রয়েছে। একটু দূর দিয়ে ঘুরে ওপাশে গেল কেলভিন।

হঠাৎ উপড়ে আসা শিকড়গুলোর দিকে চেয়ে একটা সন্দেহ জাগল ওর মনে।

'নিশ্চয়,' বিড়বিড় করল সে, 'হতেই পারে।' ফিরে এসে শিকড়ের নিচে বেশ বড় গর্তটার দিকে তাকাল। পাতায় প্রায় ভরে আছে ওটা।

এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল কেলভিন। সে নিশ্চিত এটাই সেই জায়গা, তবু কেমন অস্বস্তি বোধ করছে।

যদি কেউ ওকে দেখে ফেলে? যদি সে সরে পড়ার আগেই জেসি হ্যাটফিল্ড ফিরে আসে?

কার্পেটব্যাগটা নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এখনই তার নদীর ধারে পৌঁছানো দরকার। নদীর নামটাও সে জানে না, কিন্তু ওটার তীরে কিছু শহর থাকবে। ওখানে কোন শহর থেকে, স্টেজ বা স্টীমবোটে সে সভ্য সমাজে ফিরে যেতে পারবে।

চারপাশে দ্রুত একবার চেয়ে দেখল কেলভিন। সব চুপচাপ, কেউ কোথাও নেই। তবু অস্বস্তি কেন বোধ করছে সে?

কেন এমন লাগছে? গর্তের ভিতর নামল সে। পা দিয়ে পাতা সরাল। কি যেন একটা ঠেকল ওর পায়ে। এবার হাত দিয়ে পাতা ঝেড়ে ফেলল।

কার্পেটব্যাগটা রয়েছে ওখানে! সোনা! সবই তার!

হাতল ধরে ব্যাগটা তুলে সোজা হয়ে ঘুরল সে।

প্যাটন দাঁড়িয়ে আছে গর্তের কিনারে। কনুইয়ের ভাঁজে ওর রাইফেল।

'এটাই চমৎকার হয়েছে, তাই না?' মৃদু স্বরে বলল সে। 'কেবল তুমি আর আমি দু'জন। আর কেউ নেই।'

একুশ

পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। মাটির ওপর সোনালি আলো আর ছায়ার জাল বুনছে যেন। ঘুম ভেঙে ধড়মড় কোরে উঠে বসল ভ্যালেরি—ভীত। ডেভিডের কোটটা ওর ওপর চাপানো।

'আমি কি পাহারা দেয়ার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?'

'না, তা করোনি,' বলল ডেভিড। 'তুমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছ না, এটা আমাকে জানিয়েই তুমি ঘুমিয়েছিলে। গভীর একটা ঘুম দিয়েছ তুমি।'

'কিছু ঘটেছে?'

কাঁধ উঁচাল ডেভিড। 'আমার জানা মতে কিছুই ঘটেনি। ওদিক থেকে নড়াচড়ার কিছু শব্দ শুনেছি, তবে কোনটাই কাছে না। আমাদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া ভাল।' চারদিকে একবার খুঁজে দেখল সে। 'কুকুরটা কোথায় গেল?'

উঠে দাঁড়িয়ে জামা থেকে পাতা ঝেড়ে ফেলল ভ্যালেরি।

'আমার মনে হয় তোমার কার্পেটব্যাগটা নিয়ে আপাতত আমাদের সরে পড়াই ভাল,' বলল ডেভিড। 'তারপর কোন লোকালয়ে পৌঁছে ওখান থেকে লোকজন নিয়ে আমি আবার আর্চির খোঁজে ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে,' স্বীকার কোরে নিল মেয়েটা। এখন টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলেই সে বাঁচে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে গাছের আড়ালে আড়ালে ফিরে চলল ওরা। প্রায় ষাট গজ দূরে থাকতেই ডালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো বিশাল গাছটা

ভ্যালেরির চোখে পড়ল। ওরা থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশটা একবার ভাল কোরে খুঁটিয়ে দেখে নিল। ওটার ওপাশেই আউটলদের ক্যাম্প। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না, বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধও নেই, কোন শব্দও শোনা যাচ্ছে না। তবু অপেক্ষা করছে ওরা।

ওরা প্রায় গর্তটার কাছে পৌছানোর পর ভ্যালেরি ট্র্যাকগুলো দেখতে পেল। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। টাকাগুলো যদি কেউ পেয়ে থাকে…

ছুটে এগিয়ে গর্তে নামল ভ্যালেরি। পা দিয়ে দু'পাশে পাতা সরাচ্ছে।

ওটা নেই!

'ওরা নিয়ে গেছে?'

বোবার মত মাথা ঝাঁকাল ভ্যালেরি। চোখ ফেটে কান্না আসছে ওর। এত কিছুর পর শেষে কিনা এই ঘটল। মা, রহাইড, চ্যানট্রি, সবার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। কথাটা বলেও ফেলল সে।

'হয়তো তা এখনও হয়নি,' বলল ডেভিড। 'চলো, আমরা ওদের পিছু নিই। তোমাকে টাকা সহ নিরাপদে বাড়ি পৌছে দেয়ার জন্যে মামা আমাকে পাঠিয়েছে। এবং সেটাই আমি কোরে ছাড়ব!'

আবার মাথা ঝাঁকাল ভ্যালেরি, মুখে কোন কথা যোগাল না। ওরা চলে গেছে, সাথে টাকাও গেছে।

'আমি ট্র্যাক করা ভাল জানলে ভাল হত,' মাটির দাগগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলল ডেভিড।

ওর কথায় সংবিৎ ফিরে পেল ভ্যালেরি। 'আমি ট্র্যাক করতে পারি,' বলল সে। হাঁটুর সমান বয়স থেকেই আমি শিকার ট্র্যাক করে এসেছি।'

এবার ট্র্যাকগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ করল ভ্যালেরি। ওদের সবার ট্র্যাকই সে দেখেছে এবং চেনে। 'ওটা কেলভিনের ট্র্যাক,' বলল সে। 'আর ওই ছাপটা প্যাটনের। আমার মনে হচ্ছে, কেলভিন যখন গর্তের ভিতর তখনই প্যাটন এখানে হাজির হয়েছিল। কিংবা ওরা একসাথেও এসে

থাকতে পারে।'

'আর জেসির কি খবর?'

'ওর কোন ট্র্যাক এখানে নেই। নেডের ট্র্যাকও নেই।' ট্র্যাক দুটো অনুসরণ কোরে একটু এগোল ওরা। 'কেলভিন আর প্যাটন দু'জনে একই সাথে এগিয়েছে। কেলভিনই কার্পেটব্যাগটা বইছে।'

'তুমি কি কোরে জানলে?'

'গর্ত থেকে বোরোনোর পর কেলভিনের ডান পায়ের ছাপ একটু বেশি গভীর। ব্যাগটা ওর ডান হাতে রয়েছে।'

পায়ের ছাপ অনুসরণ কোরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। এলাকা ছেড়ে সরে যেতে মোটেও দেরি করেনি।

'ওরা নদীর দিকে এগাচ্ছে,' জানাল ভ্যালেরি। 'মনে হয় টাকাগুলো আর কারও সাথে শেয়ার করার ইচ্ছা ওদের নেই।'

'হয়তো নিজেদের মধ্যেও ওরা শেয়ার করবে না,' মন্তব্য করল ডেভিড।

'আমাদের সাবধানে এগোতে হবে,' বলল ভ্যালেরি, 'হ্যাটফিল্ড আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওর সাথে আরও লোক রয়েছে।'

আর কথা বলছে না ওরা। নীরবে এগোচ্ছে। সামনের দু'জনের ট্রেইল এখন স্পষ্ট। মাঝেমাঝে ওরা থেমে চারপাশ ভাল কোরে দেখে নিয়ে আবার এগিয়েছে। ওরাও হয়তো ভীত। অন্তত সতর্ক।

ডেভিড চারপাশে নজর রেখেছে। ভ্যালেরির নজর ট্র্যাকগুলোর ওপর। ট্র্যাক হারাতে চায় না সে।

'ওরা আটজন ছিল না?' প্রশ্ন করল ডেভিড।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার বিশ্বাস ওদের তিনজন জখম হয়ে পড়ে আছে। কেলভিন আর প্যাটন রয়েছে আমাদের সামনে, অর্থাৎ তাতে তিনজন বাকি রইল। জেসি, নেড এবং আরও একজন।'

'খুব ভাল আঁচ করেছ,' কাছাকাছিই একটা গলার স্বর শোনা গেল। নেড দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ওর সাথে হ্যান্স।

ভ্যালেরির রাইফেলটা ওদের দিকে তাক করা রয়েছে। কিন্তু ডেভিড পা দুটো ফাঁক কোরে দাঁড়িয়ে নেডের দিকে তাকিয়ে আছে। নেডও পাল্টা জবাবে ওর দিকেই চেয়ে রয়েছে।

'তুমি রাইফেলটা ফায়ার করলে জেসি সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে হাজির হবে,' ভ্যালেরিকে বলল নেড। 'লোকটা খুনী মূডে আছে।'

'আমিও তাই!' জবাব দিল ভ্যালেরি।

'বোকামি কোরো না,' অস্থিরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল সে। 'তোমরা বাঁচার কোন সুযোগই পাবে না। ওরা তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে আছে। আমরা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তোমাদের নিয়ে আর কেউ ভাববে না। কেবল এখানে তোমাদের লাশ পড়ে থাকবে।'

'তুমি এই এলাকা চেনো না, মিস্টার। এখানে হরদম লোক যাতায়াত করে।'

'তাতে কিছুই আসে-যায় না। ততক্ষণে আমরা চলে যাব। কার্পেটব্যাগটা তুমি আমাদের দিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের আমরা যেতে দেব।'

'ওটা আমাদের কাছে নেই,' জবাব দিল ডেভিড। 'তোমাদের দু'জন লোক ওটা নিয়ে গেছে।'

'মিথ্যে কথা!'

'তোমাদের মত মিথ্যে কথা আমি বলি না,' খেপে উঠল ডেভিড। 'কেলভিন কোথায়? আর প্যাটনই বা কই?'

ডেভিডের দিকে তাকিয়ে আছে নেড। 'তোমার মুখটা বেশি চলে!'

হাসল ডেভিড। 'লোকে বলে তুমি নাকি একজন ফাইটার। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করার মুরদ তোমার নেই।'

'ডেভিড!' আতঙ্কে প্রায় চিৎকার কোরে উঠল মেয়েটা।

'এই একটা কাজ আমাকে করতেই হবে, ভ্যালেরি,' বলল সে। 'এতে বেশি সময় লাগবে না।'

জ্যাকেটটা খুলে একটা গুঁড়ির ওপর রাখল নেড। তারপর রাইফেলটাকে ওটার পাশেই হেলান দিয়ে রাখল।

'তুমি,' হ্যান্সকে বলল ভ্যালেরি, 'তুমি এতে জড়িও না।'

'আমার কি দরকার? নেড ওকে থেঁতলে কিমা বানাবে।'

ভ্যালেরিও সেই ভয়ই করছে। কিন্তু ওরা দু'জন যেভাবে প্রাইজফাইটারের মত পরস্পরের দিকে রোষের দৃষ্টিতে চেয়ে তৈরি হচ্ছে, তাতে কেউ কিছু বলে ওদের আর এখন ঠেকাতে পারবে না। ডেভিডও তার কোটটা খুলে ফেলল।

নেডের তুলনায় ডেভিডের রঙ এক পরত হালকা হলেও দু'জনেরই কাঁধ চওড়ায় সমান।

'আমার মার শেষ হওয়ার পর কিন্তু ওর চেহারা আর এমন সুদর্শন থাকবে না,' বলল নেড।

'তুমি তোমার নিজেরটা সামলাও, মিস্টার। কেবল চেহারায় মানুষ সুন্দর হয় না।'

বাম হাতের একটা ঘুসি ছুঁড়ে ডেভিডকে ফাইটে টানতে চেষ্টা করল নেড। কিন্তু ডেভিড ওটাকে উপেক্ষা করল। একটু সরে গিয়ে বাম হাতে ঘুসি ছোঁড়ার ভান কোরে ডান হাতের একটা নিরেট ঘুসিতে নেডের গোড়ালি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। ঘুসির জোর দেখে নেডও অবাক হয়েছে। এটা সে মোটেও আশা করেনি। চেহারায় পরিবর্তন এল তার। লোকটা বুঝে নিয়েছে রীতিমত লড়াই কোরেই তাকে জিততে হবে।

অপেক্ষাকৃত চতুর ফাইটার নেড। কৌশলে ঘুসি কাটিয়ে দ্বিগুণ জোরে সে আঘাত করছে। পরপর দু'বার সে প্রচণ্ড আঘাত হানল ডেভিডের পাঁজরে। ডেভিড ওতে অটল থাকলেও ভ্যালেরি ব্যথায় মুখ কুঁচকাল।

তারপর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরকে দু'হাতে ঘুসি মেরে চলল। কেউ একটুও পিছাল না। ডেভিড মার খাচ্ছে কিন্তু সব সহ্য কোরে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সে পাশে সরে বাম হাতে মারার জন্যে

ঘুসি তুলল। উৎসাহের সাথে এগিয়ে এসে নেড চিবুকের ওপর ডেভিডের ডান হাতের একটা ভারি হুক খেয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। কিন্তু ওকে সময় দিল না ডেভিড; এগিয়ে দু'হাতে দুটো ঘুসি বসাল ওর দেহে।

নিজেকে একটু সামলে নেয়ার জন্যে আরও পিছাল নেড। সামলে ওঠার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেভিড। দু'জনের মধ্যে অভিজ্ঞতা একটু কম হলেও তার বয়স কম, দেহও ফিট, এবং সে ক্ষিপ্র।

এই সময়ে ছুটে এগিয়ে ষাঁড়ের মত গুঁতো দেয়ার চেষ্টা করল নেড। ডেভিড প্রচণ্ড একটা আপারকাট মারল ওর চোয়ালে। মাথাটা আবার নিচে ফেরার সঙ্গেসঙ্গে ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিয়ে সামনে টান দিল প্রেসকট। সেইসাথে পায়ের ওপর বুটের লাথি চালাল। পা দুটো শূন্যে উঠে গেল ওর, মুখ থুবড়ে প্রচণ্ড জোরে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল নেড।

ওই মুহূর্তে লাফিয়ে সামনে এগোল হ্যান্স। গুলি ছুঁড়ে ওর একটা কান উড়িয়ে দিল ভ্যালেরি। গুলির আঘাত আর ব্যথায় থমকে দাঁড়াল সে। হাত তুলে রক্তাক্ত কান ছুঁলো লোকটা। এখন পিস্তলটা ভ্যালেরির হাতে।

'দ্বিতীয়টা তোমাকে শেষ করবে,' বলল সে। 'পিছিয়ে যাও।'

'তুমি মিস করেছ,' বলল হ্যান্স।

'তোমাকে হত্যা করতে চাইনি আমি। একটা কান নিতে চেয়েছিলাম, ওটা তোমার গেছে। এখন কি দুটোই হারাতে চাও?'

মুখের ডানপাশ আর কাঁধ রক্তে লাল হয়ে উঠেছে ওর। সাবধানে পিছিয়ে গেল লোকটা।

ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে নেড। ডেভিড ওকে বাধা দিল না। হঠাৎ লোকটা ডেভিডের হাঁটু লক্ষ্য কোরে ঝাঁপ দিল। উচিত শিক্ষা হলো ওর, একটা হাঁটুর আঘাত পড়ল ওর মুখের ওপর। একটা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে পড়ল সে। ভ্যালেরি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো ছেলেটা

ফাইট করতে জানে। এটা কোন ছেলেখেলা হচ্ছে না।

হ্যান্স পিছিয়ে গিয়ে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছিল।

'এর জন্যে তোমাকে আমি খুন করব,' শাসাল সে।

'তোমাদের চেষ্টার ফল এখন পর্যন্ত ভাল হয়নি,' জবাব দিল ভ্যালেরি। 'পুরো ঘটনাটা একবার ভাল বিবেচনা কোরে দেখো। তোমাদের খুব সুবিধা হয়েছে কি?'

ডেভিড নিজেও রক্তাক্ত হয়েছে। ওর গালের হাড়ের ওপর চামড়া কিছুটা কেটেছে, ঠোঁটও ফুলেছে, কিন্তু ওকে খুশি দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে নেডের ওঠার অপেক্ষায় আছে সে।

'তুমি আমার চেয়ে চতুর ফাইটার, মিস্টার কলিনস,' বলল সে। 'কিন্তু বিয়ার বেশি খেয়ে তোমার এই অবস্থা। স্লো হয়ে গেছ।'

'ডেভিড? আমাদের এখান থেকে সরে পড়া দরকার। যে-কোন সময়ে বিপদ আসতে পারে।'

কোটটা পরে নিয়ে রাইফেলটা হাতে তুলে নিল সে। নেডও তার জ্যাকেটের কাছে পৌঁছেছে। ওর রাইফেলটা পাশেই রয়েছে। ওটা তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সে।

'হ্যাঁ, ওটা তুলে নাও,' বলল ভ্যালেরি। 'তোমার লাক ভাল চলছে মনে হলে ওটা তুলে নাও।'

'হ্যাটফিল্ড এখনই এসে পড়বে। গুলির শব্দ সেও নিশ্চয় শুনেছে।'

ডেভিড বা ভ্যালেরি কেউই ওর কথার জবাব দিল না। ওদের দু'জনের ওপর নজর রেখে ওখান থেকে সরে গেল। যাওয়ার আগে নেডকে নিজের মুখের রক্ত মুছতে দেখে গেল ওরা।

'সামনের লোক দুটোর ট্রেইল হারায়নি তো?' প্রশ্ন করল ডেভিড।

'গুলির শব্দ ওরাও শুনতে পেয়েছে,' বলল ভ্যালেরি।

'কিন্তু ওরা বুঝবে না কে গুলি ছুঁড়েছে, বা কেন। হয়তো ওরা চলার গতি একটু দ্রুত করবে।'

কেলভিন আর প্যাটন। প্যাটনের বিরুদ্ধে কেলভিন কতক্ষণ টিকবে,

বলা সহজ। বেশিক্ষণ নয়। প্যাটন হচ্ছে কঠিন পাকা-পোক্ত একজন আউটল; ওর কাছে কেলভিন নেহাত ছেলেমানুষ। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয় নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

ভ্যালেরি আর ডেভিড কোন কথা বলছে না। ওরা কোন শব্দ কোরে কাউকে সতর্ক কোরে দিতে চাইছে না। ওদের ট্রেইল অনুসরণ করা মোটেও কঠিন হলো না, কারণ ওদের কেউই নিজেদের ট্রেইল গোপন করার কোন চেষ্টা করেনি। ওরা সোজা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে। ওরা যদি কার্পেটব্যাগটা উদ্ধার করতে পারে, তবে সোজা ওদিকে এগোলেই ভ্যালেরির বাড়ি। দিকটা ঠিকই আছে।

ওদের অনুসরণ করার আর প্রয়োজন নেই এখন। এদিকটায় গাছপালা কম। দূর থেকেও চোখের সামনেই ওদের সরাসরি দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ভিতর বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে এদিক-ওদিক অনেক দিকেই চলতে হয়েছে ওদের, কিন্তু মোটামুটি দক্ষিণেই এগিয়েছে ওরা।-

একটু বিশ্রাম নিতে বসে রাইফেলটা আবার লোড কোরে নিল ভ্যালেরি। এই এলাকাটা ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

ওখানে একটা পথ রয়েছে যেটা মানুষ আর পশু দুই-ই ব্যবহার করেছে। ওই পথেই গেছে কেলভিন আর প্যাটন।

কেলভিন কার্পেটব্যাগটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল। এখন সে ভাবছে ওটা না পেলেই হয়তো ওর জন্যে ভাল হত। সে বুঝতে পারছে টাকার জন্যে ওই বিশাল লোকটা ওকে মেরে ফেলবে। সে জানে প্যাটন সবটাই চায়। একবার ভাবল ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা ওর হাতেই তুলে দেবে। কিন্তু তার ভিতরকার একটা জিদ ওই চিন্তায় বাধ সাধল।

হোক, এটাও যথেষ্ট হত না, এর পরেও প্যাটন হয়তো তাকে মেরেই ফেলত।

গাছের ছায়া পড়েছে ওদের চলার পথের ওপর। এই পথে চলতে

ওর ভাল লাগছে। কিন্তু সে এখানে একা থাকলেই তার বেশি ভাল লাগত। নদী বয়ে যাওয়ার শব্দটাও ওর কাছে অপূর্ব লাগছে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সে। প্যাটনও থামল।

'কি হলো?' বিশাল লোকটা সতর্ক, কিন্তু বিরক্ত।

'মনে হলো কিছু শুনলাম।'

'হয়তো বাতাস, বা নদী।'

'অন্য কিছু। কেউ যেন নড়ছে।'

'তোমার মাথা খারাপ।'

'প্যাটন, এটা আমাদের ফিরিয়ে দেয়া উচিত। মানে, ওই মেয়েটাকে। এটা আমাদের ভ্যালেরি স্লোনকেই ফিরিয়ে দেয়া কর্তব্য। ওটা ওরই।'

'আসলেই তোমার মাথা খারাপ। টাকাগুলো আমাদের হাতের মুঠোয়, আমাদের দু'জনের। কেন ফেরত দেব? কি কারণে?'

'টাকাটা ভ্যালেরি স্লোনের। জানি, আমি নিজেও টাকাটা ছিনিয়ে নেয়ার তালে ছিলাম। কিন্তু মেয়েটা তার ন্যায্য পাওনার জন্যে লড়েছে। তার কাছেও এটা প্রিয়—সেও এর জন্যে প্রাণপণেই লড়েছে। এবং টাকাটা তার খুব প্রয়োজন। এখানে আসার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে, আমরা ভুল করছি।'

ধুলোয় থুতু ফেলল প্যাটন।

'ওহ, ভয়ে মেয়ে মানুষ হয়ে গেছ। বড়দের মত চিন্তা ওটা নয়।'

'আমি যা বলছি সেটা আমার কাছে সত্য, প্যাটন। এখন আর আমি ওই মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করার কথা ভাবছি না।' নিজের মতামত প্রকাশ করল কেলভিন। 'এটা আমার মোটেও ঠিক মনে হচ্ছে না।'

'তুমি ওটা আমার হাতে তুলে দাও। পুরো দোষ আমি কাঁধে নিচ্ছি। তুমি কোথাও গিয়ে বসে-বসে কাঁদো।'

'না, প্যাটন। আমি ওটা মেয়েটাকেই ফিরিয়ে দেব।'

'চুপ! ব্যাগটা আমাকে দাও!'

'আমার মনে হচ্ছে ও ঠিক কথাই বলছে।' গলার আওয়াজটা ট্রেইলের ধারে ঝোপের ভিতর থেকে এল। 'ওকে তুমি যেতে দাও।'

একটা খুব লম্বা লোক রাইফেল হাতে ঝোপের ভিতর থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল।

প্যাটন ধীরে ঘুরল। লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু ওর মন বলছে কঠিন বিপদে আছে সে। গভীর, সিরিয়াস ট্রাবল।

টিপ্‌টিপ্ কোরে প্যাটনের বুকের ভিতরে হার্টের জোর বাড়ি পড়ছে। ওর হাতের রাইফেলটা হাঁটার জন্যে মাটির দিকে মুখ কোরে ধরা আছে। হাতটা প্রায় ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। আঙুলটা কোনমতে ট্রিগারের ওপর নিতে পারলে···

'তুমি আবার কোন ছার?'

'ছার নয়, প্যাটন; যম। নরকের চাবি আমার কাছে আছে। আমি মর্ট স্লোন। যাবার জন্যে তুমি তৈরি?'

বাইশ

কেলভিন ফিরতি পথে হাঁটছে। ওর হাঁটার ভঙ্গিটা সহজ। এখন অনেক ভাল বোধ করছে সে। একবার থেমে গাছের ফাঁক দিয়ে নদীর দিকে চাইল সে। স্থির দাঁড়িয়ে আছে, আলো আর ছায়া পড়েছে ওর ওপর। গাছের পাতার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এমন নীরবতা, এমন শান্তি সে কোনদিন উপলব্ধি করেনি।

নদীর ধার থেকে একটা গুলির শব্দ এল। পরক্ষণেই আরেকটা।

তাহলে ওখানেই এর ইতি ঘটল। এটা তার ভাগ্যেও ঘটতে পারত।

নবাগত লোকটার চেহারাটা দেখেছে সে। ওর মনে কোন সন্দেহ নেই কে কাকে মেরেছে।

পথটা ওখানে একটু নিচে নেমে আবার উঠেছে। কার্পেটব্যাগটা নামিয়ে রেখে আবার থামল সে। এই এলাকায় কিভাবে চলতে হয় জানে না কেলভিন। কিন্তু শুধু দেখার জন্যে ফিরে আসায় কোন বাধা নেই। এই ট্রেইলে আবার সে হাঁটতে পারবে, কিন্তু তখন ওর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।

মেয়েটা ট্রেইল ধরে ওর দিকে এগিয়ে এল। ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে বাড়িয়ে ধরল কেলভিন।

'এটা তোমার,' বলল সে।

'ধন্যবাদ, কেলভিন। তুমি সত্যিই সুন্দর মানুষ।'

লজ্জায় একটু লাল হলো সে। 'এটা তোমারই জিনিস। আমি ভাবলাম...'

'ধন্যবাদ।'

ডেভিডও এসে হাজির হলো ওখানে। 'আমরা গুলির শব্দ শুনলাম।'

'হ্যাঁ, স্যার। আমার মনে হয় লোকটা প্যাটনকে মেরে ফেলেছে।'

'মেরে ফেলেছে? কে মারল?'

'ভূতের মত নিঃশব্দে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে বলল তার নাম মর্ট স্লোন।'

'মর্ট!'

ভ্যালেরির দিকে তাকাল ডেভিড। 'তোমার আত্মীয় কেউ?'

'সে একজন ক্লিন্চ্ মাউন্টিন স্লোন। সম্পর্কে ও আমার ভাই।'

'গুলির দুটো শব্দ হয়েছিল,' বলল ডেভিড। 'আমার দেখে আসা উচিত সে চোট পেয়েছে কিনা।' একটু ইতস্তত করল সে। 'তুমি ঠিক থাকবে তো?'

ডেভিড নদীর ধারে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেলভিনকে দেখছে ভ্যালেরি। লোকটা ধীর পায়ে ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর হঠাৎ এই

পরিবর্তন দেখে ভীষণ অবাক হয়েছে ভ্যালেরি।

লোকটা কি করবে এখন? সে কি আবার বব হুইটনির কাছে ফিরে যেতে পারবে? নাকি ফিরে যেতে চাইবে?

এবার বাড়ি ফিরতে পারবে ভ্যালেরি। ঢাকাটা আবার ফিরে পেয়েছে সে। ওদের জীবন এখন সুন্দর হবে। কার্পেটব্যাগটা হাতে তুলে নিল মেয়েটা—জেসি হ্যাটফিল্ড ওর সামনে দাঁড়িয়ে! লোকটার হাতে পিস্তল। ওটা নেড়ে একটা ক্ষীণ ট্রেইল ধরে নদীর দিকে এগোবার ইশারা করল সে।

'ওই পথে এগোও। তোমার চিৎকারে প্রেসকট যদি আসে, সে টেরও পাবে না কিসের আঘাতে মরল।'

'সে ওখানে একা নয়।'

'এগোও! আমার সাথে চালাকি করতে যেয়ো না। আগে বাড়ো!'

'মর্ট স্লোন আছে ওর সাথে। সে প্যাটনকে মেরে ফেলেছে।'

'এগিয়ে যাও,' বলল জেসি। 'তাহলে হয়তো আগামীকালও বেঁচে থাকতে পারবে।'

এগোল ভ্যালেরি। হাতে ব্যাগ। রাইফেলটা ওখানেই মাটির ওপর ছেড়ে গেল, যেখানে ওরা ওটা দেখতে পাবে। জেসি কোন আপত্তি করল না। হয়তো ওটা তুলে নিতে গেলেই সে ওকে গুলি করত। ডেভিড ফিরে এসে জেসি ওকে যে পথে নিয়ে চলেছে তার মুখেই ওটা পাবে।

পথটা নদীর ধারেই গেছে। ছোট একটা পরিষ্কার জায়গার পর নদীর কিনারে ব্ল্যাক উইলোর ঝোপ। একটা বিশাল সিকামোর গাছ ঝোপের ওপর ছায়া ফেলেছে। ব্ল্যাক উইলোর ভিতর একটা ছোট নৌকা টেনে ঢুকানো রয়েছে দেখতে পেল ভ্যালেরি। লোকটা কি জানে ওটা ওখানে আছে?

'তুমি একটা ভুল করছ,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটা। 'মর্ট এখানেই আছে। পাহাড় থেকে জীবন্ত বেরোতে পারবে না তুমি।'

কৌতুকবিহীন একটা হাসি দিল সে। 'বোকার মত কথা বোলো না। ব্যাগটা ওখানেই রেখে সরে যাও।'

'শোনো! প্লীজ! আমার নীল জামাটা ওর ভিতরে আছে। ওটা অন্তত আমাকে নিতে দাও! ওটাই আমার একমাত্র সুন্দর জামা!'

'ঠিক আছে। ওটা নিয়ে যদি তোমার মন ভরে, ওটা বের কোরে নাও। কিন্তু জলদি! এসব হাবিজাবির জন্যে আমার সময় নেই।'

ব্যাগটা খুলে ভিতরে হাত ঢুকাল ভ্যালেরি। বাম হাতে জামা আর বনেট ধরল, ডান হাতে ডুন পিস্তল। জামার ভিতর দিয়েই গুলি চালাতে চেয়েছিল সে, কিন্তু ওই সুন্দর জামাটা প্রাণে ধরে নষ্ট করতে পারল না। জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই পিস্তলটা দেখা গেল।

এক মুহূর্ত জমাট-বাধা নীরবতা বিরাজ করল। হ্যাটফিল্ডের পিস্তলটা ওর হাতেই আছে, কিন্তু ওটার মুখ নিচের দিকে। আতঙ্ক ফুটে উঠল লোকটার চোখে। নিজের বোকামি বুঝতে পেরেছে সে। গুলি করল ভ্যালেরি।

ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল সে। পিস্তলটা তোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওটা আঙুল থেকে খসে পড়ল। তারপর পড়ে গেল সে। প্রথমে হাঁটুর ওপর, পরে ধুলো আর পাতার ওপর লুটিয়ে পড়ল। ওর ডান পা শেষ একটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হলো।

বড় সিকামোর গাছটার তলায় গিয়ে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল ভ্যালেরি।

মর্ট আর ডেভিড যখন এসে পৌঁছল তখনও সে ওইভাবেই বসে আছে।

ডেভিড ছুটে এগিয়ে ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে আছে সে।

'সব ঠিক আছে,' বলল সে। 'সবই ঠিক আছে।'

'আমি বাড়ি যেতে চাই।'

'ঠিক আছে।' নীল জামা আর বনেটটা তুলে গুছিয়ে ব্যাগে ভরল

ডেভিড। তারপর ব্যাগটা হাতে তুলে নিল সে। ওরা রওনা হতেই বাধা দিল মর্ট।

'নৌকাটা থাকতে হেঁটে যাওয়াটা বোকামি,' বলল সে।

'তুমি আসার জন্যে ধন্যবাদ, মর্ট।'

'ট্রুলাভ আর মেকনও এসেছে। ওরা ওদিকে সব পরিষ্কার করছে। যখন দরকার তখনই আমরা আসি, বোন।' আড়চোখে ডেভিডের দিকে তাকাল সে। 'আমি বনের ভিতর একটা কালো লোককে পেয়েছি।'

'চোট পেয়েছে সে?'

'গুলি খেয়েছে। খুলিতে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। গুলির ধাক্কাতেই সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছিল। ওকে যখন খুঁজে পেলাম, একটা কুকুর ওর পাশে শুয়ে ছিল। মনে হলো ওকে পাহারা দিচ্ছে। এখন সে সুস্থ, অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।'

মর্ট আবার ডেভিডের দিকে চাইল, তারপর ভ্যালেরির দিকে চোখ ফেরাল।

'তুমি কি ওর মনে আগুন ধরাচ্ছ?'

আড়চোখে ডেভিডের দিকে তাকাল ভ্যালেরি। লজ্জায় একটু লাল হলো ডেভিড।

জবাব দিল ডেভিড। 'হ্যাঁ, ভালভাবেই ধরিয়েছে!'

ট্রেইল ধরে কোভ থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছে ভ্যালেরি দেখল তার মা আর রহাইড বারান্দায় বসে আছে। ডেভিডকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত মেলাতে উঠে দাঁড়াল রহাইড। গোপনে ভ্যালেরির কাঁধের কাছে বাহুতে মৃদু চাপও দিল।

'তোমার অভাব বোধ করছিলাম আমরা। ট্রিপটা ভাল হয়েছে?' ভ্যালেরিকে প্রশ্ন করল সে।

'সময় একটু বেশি লেগে গেল,' জবাব দিল ভ্যালেরি।

'আগামীকাল সকালেই আমি তোমার খোঁজে বেরোবার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলাম। টিমোথি ওয়েস্টার নামের একজন লোক আমাদের জানাল তোমাকে সে স্টীমবোটে দেখেছে। তার ধারণা ছিল তুমি বিপদে আছ। বলল মর্টকেও সে খবরটা দিয়েছে।'

'মর্টের সাথে পথে আমাদের দেখা হয়েছে।'

'এসো, ভিতরে এসো।' বলে কেবিনের ভিতরে ঢুকল রহাইড আর তার মা।

ওখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ওরা বারান্দায়। ক্লিগম্যানস ডোমের ওপর মেঘ জমছে। একটা বাদুড় পোকা ধরার জন্যে ডাইভ দিল। বাড়িতে ঢোকার জন্যে এগোল ভ্যালেরি।

'দেখলে? বলেছিলাম না আমাদের কাঠের কেবিন?' কুকুরটা ওর পাশে লেজ নাড়ছে। কালো লোকটাও আছে।

*****